চল, হারান লাহিড়ী লেন
॥ বুদ্ধদেব হালদার ॥
BanglaBook.org

৮৯, হারান লাহিড়ি লেন

৮৯, হারান লাহিড়ি লেন

বুদ্ধদেব হালদার

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পালক পাবলিশার্স

89, Haran Lahiri Lane
A Bengali Novel

by Buddhadeb Halder

Published by **Palok Publishers**

N0071, Mangalbari, Malda,
West Bengal-732142

facebook.com/PalokPublishers
publisherspalok@gmail.com
+91-94333-20612/13

ISBN :

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব : বুদ্ধদেব হালদার

প্রচ্ছদ : রাতুল মণ্ডল

কলেজস্ট্রিটে
পালক পাবলিশার্স, রুম নং-৩০৩, ৯০/৬এ, এম.জি. রোড
(কলেজ স্ট্রিট ক্রসিং-এর কাছে)
কলকাতা-৭০০ ০০৭

Online Store : www.PalokPublishers.com
Flipkart & Amazon

₹২৯৯.০০

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত : পালক পাবলিশার্স

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের প্রতিলিপি বা মুদ্রণ করা যাবে না। ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক্স মাধ্যমের সাহায্যেও বইটির কোনো অংশের পুনরুৎপাদন করা যাবে না। শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যার হাবভাব, চালচলন, স্বভাবচরিত্র—সবকিছু
হুবহু এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের মতো, এমনকি
যার নামে এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের নামকরণ;
'বর্ণদীপ' সিরিজের প্রথম উপন্যাসটি তাকেই
উৎসর্গ করলাম, প্রিয় বন্ধু শ্রী বর্ণদীপ নন্দীকে...

“It's not so important who starts the game, but who finishes it.”

– Erich Fromm

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ব্যাং বলে চ্যাং ভাই
গর্তে ছিলুম ভালো
চুণিলাল বেরিয়ে আমার
গা ক'রলে কালো।
দ্যাল্ পড়ে ঝুরঝুরিয়ে
মাটি পড়ে খসে
সাতশ ব্যাঙে কীত্তন করে
দেখে চুণিলাল বসে।

(১)

''বলুন, আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?'' হেসে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

''না। কোনো অসুবিধা হয়নি।'' আমি মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিলাম।

প্রত্যুত্তরে তিনি আবারও মুচকি হাসলেন।

একটু চুপ থেকে বললেন, ''আপনার ফ্লাইট তাহলে সময় মতোই নেমেছে কলকাতায়? আমি তো ভাবলাম মিটিংটা ক্যান্সেল না করাতে হয় আমায়। যদিও পুলিশি তৎপরতায় আপনার টিকিটটা কনফার্ম করতে খুব বেশি অসুবিধা হয়নি আমাদের। কিন্তু ওই যে...।'' আবারও থামলেন ভদ্রলোক। খানিকক্ষণ মৌন থেকে বললেন, ''আজকের এই মিটিংয়ের প্রধান স্তম্ভ কিন্তু আপনিই। আপনার জন্যেই এই আয়োজন।''

আমি এবারে চেয়ারে শরীরটা ছেড়ে দিলাম। একটু আয়েশ করে বসলাম। টেবিলের ওপারে আমার মুখোমুখি বসে থাকা মানুষটির কৌতূহলী চোখের দিকে তাকালাম। তার মুখের চামড়া টানটান। মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা। হাসি-খুশি স্বভাব। চোখের ভুরুটা ঈষৎ পুরু। বয়েস আন্দাজ মাঝ-পঞ্চাশ। ভদ্রলোকের নাম সৌমেন চক্রবর্তী। তিনি বয়েসে আমার বাপের সমান। তাকে একডাকে সকলেই চেনেন। ইনি লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের গোয়েন্দাপ্রধান।

আমি এই মুহূর্তে বসে আছি লালবাজার গোয়েন্দা বিভাগের অফিসে। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা মিটিংয়ে ডাকা হয়েছে আমাকে। আমার সঙ্গে আছেন ডিটেকটিভ বিভাগের হোমিসাইড শাখার অফিসারেরা। এছাড়া কলকাতা নিউ আলিপুর থানার ও.সি. মিস্টার দীপঙ্কর দত্ত। উপস্থিত রয়েছেন ডিটেকটিভ বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার মিস্টার হেমন্ত জানা।

সৌমেনবাবু বেল বাজিয়ে একজন কনস্টেবলকে ডাকলেন। মোটাসোটা বেঁটে চেহারার একটি লোক দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করতেই তাকে চায়ের ব্যবস্থা করার হুকুম দিলেন। কনস্টেবলটি হুকুম পেয়ে বেরিয়ে গেলেন। এবারে তিনি আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, ''আপনাকে আরও একবার কেন ডাকা হল তা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই?''

এবারে আমি হেসে মাথা নাড়ালাম।

সংক্ষেপে বললাম, ''ঘটনাটা সম্পর্কে আমি সম্যক অবহিত রয়েছি। খবরের কাগজে ছেয়ে গিয়েছিল একসময়। এবং কলকাতা পুলিশের ব্যর্থতা নিয়ে সাংবাদিকরা ইদানীং যা শুরু করেছেন তা অনেকটাই বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছে।''

সৌমেনবাবু কষ্টের হাসি হাসলেন। তার অর্থ আমরা সকলেই বুঝতে পারলাম। উনি সরাসরি মূল প্রসঙ্গে চলে এলেন। হাতের সামনে টেবিলের উপরে রাখা পেপারওয়েটটা নড়াচড়া করতে করতে বললেন, ''কেসটা কলকাতা পুলিশের ডি.সি., ডি.ডি.-সহ নিউ আলিপুর থানার অফিসারেরা স্টাডি করছিলেন। কিন্তু কোনো কিনারা খুঁজে পাইনি আমরা।''

BanglaBook.org

সামান্য নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, ''আট মাস হয়ে গেল। অথচ কোনোরকমভাবেই এমন কোনো ক্লু আমরা পাইনি যা দিয়ে পরের ধাপের অনুসন্ধান চালাব। তাই আমাদের একমাত্র ভরসা এই মুহূর্তে আপনিই।''

সৌমেনবাবু আমার মুখের দিকে অসহায় ভঙ্গিতে তাকালেন। শুধু তিনি একা নন। এই মুহূর্তে অফিসে উপস্থিত অফিসারদের সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আমার উপর তাদের সকলের অগাধ ভরসা রয়েছে। তা আমি জানি। এবং বুঝিও। আমি ক্ষণকাল মৌন থেকে অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করলাম। সৌমেনবাবুকে বললাম, ''স্যার, আমি আমার সমস্ত কিছু দিয়ে চেষ্টা করব। এবং আমি আশা রাখি খুব শীঘ্রই এই রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারব। আপনাদের সকলের সহযোগিতা পেলে সেটা খুব সুচারুভাবেই করতে পারব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।''

গোয়েন্দাপ্রধান আমার আশ্বাসে ভরসা পেয়ে বললেন, ''গোটা কলকাতা পুলিশ আপনার সঙ্গে রয়েছে। যেকোনো প্রয়োজনেই আপনি আমাকে একবার ফোন করলে আমি সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করে দেব, কথা দিচ্ছি আপনাকে।''

''থ্যাঙ্কিউ স্যার।'' আমি হেসে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

এতক্ষণে আমাদের জন্য চা চলে এসেছে। সঙ্গে গরম গরম সিঙাড়া।

আমার নাম বর্ণদীপ নন্দী। বয়েস তেইশ। বসবাস মুম্বাইয়ের দাদর। আমরা মুম্বাইয়ের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও আমার বড়দির বিয়ে হয়েছে কলকাতায়। সেই সূত্রে কলকাতায় মাঝেমধ্যে বেড়াতে আসি। আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা বি.এস.সি. পাস। তাও টেনেটুনে কমপ্লিট করেছি। পড়াশোনায় খুব একটা ভালো নই। ফলে কিছুদিন ব্যবসার দিকে ঝোঁক গিয়েছিল। কিন্তু খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারিনি।

আমাকে নিয়ে কলকাতা পুলিশের এত মাতামাতি করার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। তিন বছর আগে কলকাতায় দুর্গাপুজোতে দিদির বাড়ি এসেছিলাম সপরিবারে বেড়াতে। সে সময় একজন সিরিয়াল কিলারকে নিয়ে তদন্তে নেমে হিমসিম খাচ্ছিল লালবাজারের গোটা ডিপার্টমেন্ট। আর সেই ইনভেস্টিগেশনের

BanglaBook.org

পুরো দায়িত্বে ছিলেন মিস্টার হেমন্ত জানা। তিনি সম্পর্কে আমার জামাইবাবু হন। তার অনেক নাম-ডাক রয়েছে। কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের একজন দক্ষ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার তিনি। প্রায় ন'জনকে খুন করা সেই বীভৎস আসামীকে খুঁজে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল গোয়েন্দারা। কোনোভাবেই অপরাধীকে চিহ্নিত করতে পারছিলেন না কেউই। সেসময় আমি নিজে থেকেই জামাইবাবুর অনুমতি নিয়ে কেসটা স্টাডি করেছিলাম। আমি কোনো পেশাদার ডিটেকটিভ নই। কিংবা গোয়েন্দাগিরিতে আমার যে খুব একটা ইন্টারেস্ট আছে তাও নয়। তবে হঠাৎ করেই ওই কেসটাতে ইনভলভ হয়ে পড়েছিলাম সেই মুহূর্তে। এবং তিনদিনের ভিতর যেভাবে অপরাধীকে চিহ্নিত করে গোয়েন্দাবিভাগের অফিসারদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলাম, তাতে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সিনিয়ার অফিসারেরা। এমনকি স্বয়ং নগরপালের আদেশে কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমাকে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া কলকাতার প্রায় প্রত্যেকটা নিউজপেপারে ফলাও করে আমার সাহসিকতার প্রশংসা করা হয়েছিল। যেহেতু এত কম বয়েসে এরকম বীভৎস একটা কেস সলভ করে দিয়েছিলাম, তাই আমাকে নিয়ে সেসময় নানারকম লেখালিখি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত খবরের কাগজগুলিতে। রাতারাতি সেলিব্রেটি হয়ে গিয়েছিলাম আমি। এবারে অবশ্য নিজে থেকে নয়। আমাকে ফোন করেছিলেন খোদ নগরপাল। এবং তার ফোন পাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই ফোন করেছিলেন লালবাজারের গোয়েন্দাপ্রধান শ্রী সৌমেন চক্রবর্তী। মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতায় পৌঁছনোর সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন তারা। এমনকি আমার থাকা, খাওয়া সবকিছুরই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

এ বছরেরই গোড়ার দিকের একটা কেস। ১৪ই ফেব্রুয়ারিতে ঘটেছিল ঘটনাটা এই তিলোত্তমা কলকাতার বুকে। চারজন মানুষ হঠাৎ করেই ভ্যালেনটাইন ডে-তে দেখা করতে এসে ভ্যানিশ হয়ে গেলেন। তাদেরকে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজল। কিন্তু তাদের কোনো চিহ্নই পাওয়া গেল না কোথাও। তন্নতন্ন করে খোঁজা হল তাদের। সমস্ত জায়গায় কলকাতা পুলিশের সোর্সদের কাজে লাগানো হল। কিন্তু কোথাও থেকে কেউ কোনো ক্লু পেল না। এই কেসটা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের

BanglaBook.org

প্রায় প্রত্যেকটা ছোটো-বড় কাগজে লেখালিখি হয়েছে। এমনকি ভারতবর্ষের ইংরেজি লিডিং নিউজপেপার গুলোতেও খবরটা ছাপা হয়েছিল। এবং দীর্ঘ আট মাস অনুসন্ধান চালিয়েও যখন লালবাজার গোয়েন্দাবিভাগ কোনো সুরাহা খুঁজে পেলেন না, তখন কলকাতা পুলিশ এটিকে 'আন-সলভড' ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু নগরপালের অনুরোধে গোয়েন্দাবিভাগ কেসটাকে আমার হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই খুব তড়িঘড়ি করে আমাকে কলকাতা ছুটে আসতে হল।

সৌমেনবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''আমাদের অফিসারদের হাতে যা-কিছু তথ্য রয়েছে সমস্ত কিছু আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে।''

আমি অফিসের বাইরে জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললাম, ''লাগবে না।''

সকলেই আমার মুখের দিকে চাইলেন। হয়তো ভাবছেন আমি একটু বেশিই ওভার কনফিডেন্স দেখাচ্ছি তাদেরকে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তেমন কিছু নয়। আসলে আমাকে আবার শূন্য থেকে সবকিছু শুরু করতে হবে। কলকাতা পুলিশের অফিসারদের হাতে যে তথ্যগুলো রয়েছে সেগুলি সবটাই হয়তো ভুল। সেকারণেই তারা ইনভেস্টিগেশনের পরবর্তী স্টেপে পৌঁছোতে পারেননি।

আমি চুপ করে থাকায় এবারে মুখ খুললেন নিউ আলিপুর থানার ও.সি. দীপঙ্কর দত্ত। তিনি বললেন, ''আপনি একবার ঘটনা সম্পর্কিত ইনফরমেশনগুলো দেখে নিন। এতে আপনার সুবিধা হবে।''

আমি মাথা হেলিয়ে বললাম, ''হুম, প্রয়োজন হলে আমি দেখে নেব। কিন্তু এই মুহূর্তে তার কোনো দরকার নেই।''

হোমিসাইড শাখার অফিসার জয়দীপ বনিক আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ''পুরো ঘটনাটা আপনারা যে-কেউ আমাকে একবার ব্যাখ্যা করুন। এর বেশি আর কিছু প্রয়োজন নেই এই মুহূর্তে। ঠিক কী ঘটেছিল ১৪ই ফেব্রুয়ারি?''

সৌমেন চক্রবর্তী তাকালেন থানার ও.সি.-র দিকে। তিনি কিছুটা অন্যমনস্ক

BanglaBook.org

হয়ে পড়েছিলেন। আমার কথা শুনে তৎপর হয়ে উঠলেন। একটু জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করলেন, ''রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বয়েস চল্লিশ। পাগলাটে ধরণের মানুষ। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম মাথায় কিছুটা সমস্যা রয়েছে। তিনি একটি ভালো প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করতেন। কিন্তু হঠাৎ করেই চাকরি থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম একটা অডিটের হিসেব না মেলাতে পারায় তার আপার লেভেলের বসেরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু এটা তার সার্বিক পরিচয় নয়। রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় হলেন পশ্চিমবাংলার খুব পরিচিত একটা নাম।''

আমি তাকালাম ও.সি.-র মুখের দিকে। তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ''আমাকে একটা কাগজ কলম দিন। যে সমস্ত জায়গায় আমার ডাউট লাগছে সেগুলো লিখে রাখতে হবে।''

আমাকে সঙ্গে সঙ্গে একটা প্যাড আর পেন দেওয়া হল। আমি তাকে বললাম, ''স্যার, প্লিজ কনটিনিউ।''

ও.সি. কিছুটা দম নিয়ে আবার বলা শুরু করলেন, ''রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় হলেন কলকাতার একজন নামজাদা কবি। প্রায় একদশক আগের তথ্য খুঁড়ে বের করেছিলাম আমরা।''

আমি সামান্য ভ্রু কোঁচকালাম, ''কবি?''

''হ্যাঁ। তাঁর লেখা ছ'টি বই রয়েছে যা কলকাতা বইলেমালায় এখনও প্রতিবছর বেস্ট সেলার তকমা পায়। যদিও তিনি লেখালিখি ছেড়ে দিয়েছেন এক দশক আগেই। হঠাৎ করেই লেখালিখির জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এর পিছনে অন্য কোনো নিগূঢ় কারণ রয়েছে কিনা তা আমরা জানার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কোনো উপযুক্ত তথ্য আমরা সেভাবে কেউই খুঁজে পাইনি। তবে সার্বিকভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এটা খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছি যে তিনি আসলে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ঠিক এই কারণেই প্রথমে খ্যাতির জায়গা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। এরপর কর্মজীবন থেকেও সরে এলেন। কারণ চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর নতুন

BanglaBook.org

করে আর তিনি কোথাও চাকরি করতে আগ্রহ দেখাননি। বাড়িতেই থাকতেন। এবং বৃদ্ধ মা-বাবার টাকায় পেট চালাতেন।''

একটু থামলেন দীপঙ্করবাবু। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''উনি থাকতেন নিউ আলিপুর পেট্রোলপাম্পের কাছাকাছি। এই কেসটা আমরা হ্যান্ডেল করতে গিয়ে জেনেছি, তিনটি মহিলার সঙ্গে এই লোকটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই তিনজনসহ রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিজেও নিখোঁজ রয়েছেন। অনুমান করতে পারছি ১৪ই ফেব্রুয়ারিতে ওই তিনজনের সঙ্গেই তিনি দেখা করেছিলেন। এবং তাদের দেখা হওয়ার পর কেউই আর নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসেননি। তারা প্রত্যেকেই মিসিং। এবং আমার যতটুকু অনুমান এদের সকলের হঠাৎ করে এই শহরের বুক থেকে নিখোঁজ হওয়ার পিছনে পঞ্চম কোনো ব্যক্তির হাত রয়েছে। কিন্তু মোটিভটা তার কিছুতেই বুঝতে পারছি না।''

ও.সি. কথা থামালেন। তিনি থামতেই অন্যান্য অফিসারেরা তার শেষ কথাকে সমর্থন করে মাথা নাড়ালেন। আমি অবশ্য অন্য একটা বিষয় নিয়ে ভাবছিলাম সেই মুহূর্তে। সেটা হল ফ্লাইট থেকে নেমেই আজ যখন সরাসরি লালবাজারে আসছিলাম, তখন দমদমের কাছে একজায়গায় রাস্তার ধারে হিং-এর কচুরি বিক্রি হচ্ছিল। ওহ, দেখেই আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। ভাবলাম গাড়ি থামিয়ে নেমে খেয়ে আসি। কিন্তু যেহেতু কলকাতা পুলিশের দায়িত্বে আমাকে আনা হচ্ছিল তাই নিজের নোলাটাকে কন্ট্রোল করে নিলাম। একা থাকলে আজকে সাঁটিয়ে দিতুম। কলকাতার রাস্তায় বিক্রি হওয়া ফাস্টফুড আমার ভীষণ প্রিয়। আমি এইসব খাবারের খুব বড় ফ্যান। মুম্বাইতে এই সুযোগটা ঘটে না সচরাচর। ওখানে শুধু বড়াপাও আর পাওভাজি। ওসব খেতে আমার খুব একটা ভাল্লাগে না।

''এ ব্যাপারে আপনার কী মনে হয়?'' সৌমেনবাবু হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করে বসলেন। আমার ভাবনার মধ্যে ছেদ ঘটল।

আমি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, ''থাকতেই পারে। পঞ্চম কোনো ব্যক্তির হাত থাকলেও থাকতে পারে। এই

BanglaBook.org

মুহূর্তে সেটা আমি খুব একটা জোরের সঙ্গে বলতে পারছি না।''

আমি কিছুক্ষণ নীরব রইলাম। ভাবটা এমন যে আমি কিছু একটা ভাবছি। কিন্তু তা নয়। এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি থানায় চলে এসেছি। তাই পেটে ছুঁচো ডন মারছে। খিদে পেয়েছে দারুণ। নিজের পাকস্থলিকে কিছুটা সান্ত্বনা দিয়ে মনে মনে বললাম, 'আর কিছুক্ষণ সোনা। হয়ে এসেছে। আর কিছুক্ষণ সহ্য করে নাও।'

হঠাৎ মাথা তুলে ও.সি.-কে বললাম, ''মহিলাগুলোর সামাজিক অবস্থান জানতে চাই।''

দীপঙ্করবাবু প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন আমাকে ওই ঘটনা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যগুলো জানানোর জন্য। কিন্তু তাকে সেই সময়টুকু না দিয়ে অপর এক অফিসার জয়দীপ বনিক বললেন, ''তিনজন মহিলাই তিনটি ডিফারেন্ট সোশ্যাল পজিশনে রয়েছেন।''

''যেমন?''

আমি চোখ কোঁচকালাম।

জয়দীপবাবু দীপঙ্কর দত্তকে বললেন, ''স্যার, আপনিই বলুন।''

এবারে আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন নিউ আলিপুরের ও.সি.।

তিনি বললেন, ''যে তিনজন মহিলার সঙ্গে ওনার সম্পর্কের বিভিন্ন প্রমাণ আমরা পেয়েছি, সেই তিনটি মেয়েই সমাজের তিনটি ভিন্ন স্তর থেকে উঠে এসেছেন। প্রথমে বলি রণিতা দাসের কথা। এই মেয়েটি আসলে একজন প্রসটিটিউট। কোনো গ্রুপ বা এসকর্টের সঙ্গে যুক্ত নন। নিজেই ব্যক্তিগতভাবে চেনা পরিধির মধ্যে দেহ ব্যবসা করতেন। বাড়িতে তার মা ও খুব কম বয়েসি একটি ভাই রয়েছে। সম্ভবত আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্যেই এই পথে নেমেছেন তিনি। এবং মেয়েটির বয়েস অত্যন্ত কম। ওই বাইশ-তেইশ হতে পারে। তার বাবা নেই। এমন নয় যে তার বাবা মারা গেছেন। দিব্যি বেঁচে রয়েছেন তিনি, তবে ওদের সঙ্গে আর থাকেন না। দ্বিতীয় কোনো এক মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে

BanglaBook.org

গ্রহণ করেছেন। ফলত প্রথমপক্ষের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। রণিতার সঙ্গে রজতেন্দ্রের যে ঠিক কী সম্পর্ক ছিল তা আমরা এখনও ক্লিয়ার নই। তবে চোদ্দই ফেব্রুয়ারিতে তারা একে অপরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।''

ও.সি. কিছুক্ষণের জন্য থামলেন। একটু অসতর্ক হয়ে ডানহাতের আঙুল মটকালেন। এরপর আবার বলা শুরু করলেন, ''দ্বিতীয় যে মেয়েটির কথা বলব, তার নাম পর্ণা ঘোষ। বাড়ি ডায়মণ্ড হারবার। দরিদ্র পরিবারের একমাত্র মেয়ে। কর্মসূত্রে তিনি মেদিনীপুরে থাকতেন। একটি এন.জি.ও.-র স্বাস্থ্য বিভাগে চাকরি করতেন। খোঁজ নিয়ে যতটুকু জানা গেছে উনি খুবই স্বচ্ছ চরিত্রের একজন মানুষ। বয়েস অনেকটাই বেশি। প্রায় উনচল্লিশ। কিন্তু অবিবাহিতা। রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্ভবত প্রেমের সম্পর্ক ছিল তার। তিনিও ওই নির্দিষ্ট দিনে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন মেদিনীপুর থেকে। এ তথ্য প্রমাণ সমেত আমরা পেয়েছি।'' একটু থেমে বললেন, ''তৃতীয় তথা শেষ যে মহিলা সম্পর্কে বলতে চলেছি, তার নাম অন্তরা গোস্বামী। রজতেন্দ্রের বাল্যপ্রেমিকা।''

ও.সি. হাসলেন সামান্য। এরপর জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললেন, ''না, একটু ভুল বললাম। বাল্যপ্রেমিকা নয়। কলেজ থেকে সম্পর্ক রয়েছে রজতেন্দ্রের সঙ্গে। তারা একে অপরকে ভালোবাসতেন। কিন্তু বিয়েটা শেষপর্যন্ত হয়নি। নৈহাটির এক বিত্তশালী পরিবারে অন্তরার বিয়ে হয়ে যায়। এবং পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে সমস্তরকম সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। অন্তরা গোস্বামীর হাজবেন্ডের নাম ইন্দ্রনীল ঘোষ। তিনি একজন ব্যবসায়ী। কাপড়ের বিজনেস আছে তার। মানুষ হিসেবে খুব একটা পদের নয়। সোদপুরে একটা আলাদা ফ্ল্যাট রয়েছে। সেখানে তিনি একা থাকেন। আর তার স্ত্রী নিজের ছোটছেলেকে নিয়ে থাকতেন নিউ ব্যারাকপুরের বাড়িতে। রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রিসেন্টলি ফেসবুকে তার আলাপ হয়। এবং আলাপ হওয়ার পর ওই বিশেষ দিনেই তাদের প্রথম দেখা হওয়ার কথা ছিল। সম্ভবত ওদের মধ্যে সেদিন দেখা হয়েছে।''

BanglaBook.org

দীপঙ্করবাবুর মুখের কথা শেষ না করতে দিয়েই হোমিসাইড শাখার অপর এক দুঁদে অফিসার রূপক সাহা বললেন, ''এখন প্রশ্ন হল এরা প্রত্যেকে গেলেন কোথায়? কোনো খোঁজ নেই? কোনো চিহ্ন নেই এই চারজন ব্যক্তির?''

আমি আড়চোখে দেখলাম গোয়েন্দাপ্রধান গালে হাত দিয়ে চুপ করে কিছু একটা ভাবছেন। জামাইবাবুও মুখ কালো করে গভীর চিন্তায় মগ্ন। বাকি অফিসারেরাও প্রশ্নিল চোখে সকলে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আমি মুখে কোনো কথা বললাম না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, ''আমি কাল থেকে কাজ শুরু করে দিতে চাই।''

সৌমেনবাবু বললেন, ''বেশ তো। যত তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হয় ততই তো ভালো।''

আমি গালের ডানদিকটা হালকা চুলকে নিয়ে বললাম, ''আমি আমার নিজের মতো করে ইনভেস্টিগেশন চালাব।''

''বেশ তো। তাই হোক।''

আমি বাদবাকি অফিসারদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বললাম, ''আপনাদের যাকে যখন প্রয়োজন পড়বে আমি ফোন করে নেব।''

ইতিমধ্যেই এই কেসের জন্য যেসমস্ত অফিসারদের সাহায্য আমি পেতে পারি তাদের সকলের ফোন নাম্বার সেভ করে নিয়েছি। আর সৌমেনবাবু তো রইলেনই। যেকোনো দরকারে আমি তাকে যখন খুশি ফোন করতে পারি। সেকথা তিনি অনেক আগেই আমাকে বলে রেখেছেন।

আমার জন্য একটা হোটেল বুক করা রয়েছে। যদিও আমার দিদির বাড়ি রয়েছে টালিগঞ্জে। কিন্তু সেখানে আমি থাকব না। অবশ্য হোটেলে আমি আজকে উঠছি না। আজকের দিনটা দিদির বাড়িতেই কাটাব। নাহলে আর রক্ষে থাকবে না আমার। কলকাতায় এসেছি অথচ দিদির বাড়ি পায়ের ধুলো দেব না তা কি হয়?

BanglaBook.org

(২)

দিদির বাড়িতে আসা অবধি দেখছি দিদির মুখ ভার।

কারণটা যদিও আমার অজানা নয়। যেহেতু এই কটা দিন বাইরের কোনো হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা রয়েছে, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে দিদি। এমনকি জামাইবাবুও আমাকে কথা প্রসঙ্গে বললেন তার বাড়িতে থেকেই কাজ করতে। অবশ্য এই কেসটা স্টাডি করার জন্য জানি না আমাকে কোথা-কোথা না দৌড়তে হতে পারে।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাধ আমি আর জামাইবাবু বাড়ি ফিরলাম। আমাকে দেখেই দিদি কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ''হ্যাঁ রে, কলকাতা পুলিশ না ডাকলে বুঝি দিদির বাড়ি আসতে নেই?''

আমি কোনোরকমে হেসে দিদির অভিমান ভোলাতে চেষ্টা করলাম।

বললাম, ''তোরাও তো কতদিন যাসনি!''

''আয়ুষের সারাবছরই পরীক্ষা লেগে রয়েছে। আর ওর যখন স্কুল ছুটি পড়ে, তোর দাদার তখন অফিসের ব্যস্ততা। এসবের মাঝে পড়ে আমি এই ফ্ল্যাটের বাইরে দু'দণ্ড বেরোতে পারি না। আর মুম্বাই তো সেই কোন সুদূর!''

আমি ফ্ল্যাটের চারদিকে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ''আয়ুষ কোথায় রে?''

দিদি ইশারা করে বলল, ''ওই যে পাশের ফ্ল্যাটে গেছে। বান্ধবীর বার্থ ডে পার্টি।''

BanglaBook.org

দিদি ঠোঁট ফুলিয়ে হাসল, ''আর বলিস না!''

একটু থেমে দিদি বলল, ''ও অবশ্য জানে না আজ তুই আসছিস।''

আমি হেসে বললাম, ''বাহ! তাহলে তো এটা ওর জন্য খুব বড় সারপ্রাইস।''

''তোমরা ভাই-বোনে কি দরজার কাছে দাঁড়িয়েই সব গল্প শেষ করে ফেলবে?'' জামাইবাবু মোটা স্বরে বলে উঠলেন।

দিদি ব্যস্ত হয়ে উঠে বলল, ''অ্যাই, আয় আয়। ভিতরে ঢোক। তোর জন্য পূবদিকের ঘরটা গুছিয়ে রেখেছি।''

টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর অপোজিটে দিদিদের ফ্ল্যাট। ছোট ফ্যামিলি। জামাইবাবু সাতকূলে একা। কাছের বা দূরের কোথাও কোনো আত্মীয় তার নেই। কিশোর বয়েসে তার বাবা-মা মারা যান। এরপর একা একাই জীবনের কঠিন সময়গুলো পেরিয়ে এসেছেন। অবশ্য তার বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই। লালাবাজার থেকে তিনি তার অফিসের গাড়িতে করে আমাকে ফ্ল্যাটে নিয়ে এলেন। তার অবশ্য ছুটি নেই। আজ রাত্রেই কোন এক তদন্তের ব্যাপারে মেদিনীপুর যেতে হচ্ছে। তাই এর মধ্যে যতটুকু সময় দেওয়া যায়, সেটুকু দিতে চাইছেন তিনি। জামাইবাবু আর আমি সোফাতে বসলাম। দিদিকে বললাম কড়া কফি করে আনতে।

''আপনি কি এখনই বেরিয়ে যাবেন?''

''হাতে কুড়ি মিনিট মতন সময় এখনও আছে।'' জামাইবাবু মুচকি হেসে বললেন।

''কবে ফিরবেন মেদিনীপুর থেকে?''

''কাল সকালের মধ্যেই। অবশ্য...''

কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে রইলেন তিনি।

এরপর একটু থেমে থেমে বললেন, ''আসলে যুগীন্দ্রলের চাঁইটাকে ধরতে যাচ্ছি।'' আবারও থামলেন তিনি।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পর বললেন, ''জানি না কতটুকু সাকসেস পাব। তবে মনে হচ্ছে

জালে মাছ আটকা পড়বেই।''

কথা শেষ না করে আমার দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করলেন, ''দেখা যাক।'' সামান্য হাসলেন তিনি।

আমি জামাইবাবুকে বললাম, ''১৪ই ফেব্রুয়ারির কেসটাকে আপনারাই চাইলে সলভ করতে পারতেন।''

''উঁহু।'' মাথা নাড়ালেন তিনি।

''এই কেসটা সলভ হওয়ার কোনো আশা নেই। আর আমার মনে হয় তুমিও এর থই খুব একটা সহজে খুঁজে পাবে না।''

আমি হেসে বললাম, ''তদন্তে না নেমে কিছুই বলা যাবে না। তবে যা করার আমি তিন সপ্তাহের মধ্যেই করব।''

''এই নাও তোমাদের কফি।'' দিদি রান্নাঘর থেকে ফিরে এল। কফির সঙ্গে গরম গরম ফিসফিঙ্গার। আমাদের সামনের চেয়ারটায় দিদি বসল। টেবিলের উপর প্লেটগুলো নামিয়ে রেখে জামাইবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, ''তুমি কি এখনই বেরিয়ে পড়বে?''

জামাইবাবু ফিসফিঙ্গারে কামড় দিয়ে মাথা নাড়ালেন দু'বার। ইতিমধ্যেই দরজায় বেল বেজে উঠেছে। দিদি উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। আয়ুষ ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে একইসঙ্গে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে উঠল।

ওর বয়েস আট বছর। ক্লাস থ্রি-এ পড়ে। মেথোডিস্টের ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। আমি অবশ্য ওকে 'জিনিয়াস' নামে ডাকি। বাড়ির সকলে ওকে ওর ভালো নামে ডাকলেও, একমাত্র আমিই ওকে ওর মনের মতো একটা ডাকনাম দিতে পেরেছি বলে সকলে মনে করেন। কারণ 'জিনিয়াস' নামটা তার খুব পছন্দ। এবং অন্যদেরও।

সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উঠেই আনন্দে চিল্লে উঠল, ''মামা!''

''জিনিয়াস, কেমন আছিস?''

BanglaBook.org

''আই অ্যাম ফাইন।'' সে আমার কোলের কাছে এসে দাঁড়াল।

আমি ওর ফরসা গালটা আলতো করে টিপে দিলাম। সে আমার আর তার বাবার মধ্যিখানে সোফাতে বসে পড়ল।

আমরা নানারকম গল্পগুজবে মেতে উঠলাম মুহূর্তের মধ্যেই। কিছুক্ষণ পর জামাইবাবুর ফোন বেজে উঠতেই বোঝা গেল তিনি এবারে অফিসে ফিরবেন। হাতের রিস্টওয়াচটার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''আমি উঠি।''

দিদি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। যাওয়ার আগে জামাইবাবু আমাকে বললেন, ''তুমি কলকাতায় যতদিন রয়েছ, ততদিন এখানেই আমাদের কাছে থাকবে। বাইরের পুলিশ কোয়ার্টারে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই।''

বস্তুত জামাইবাবুর মুখের উপর আমি কিছু বলতে পারব না। তবুও কিছু একটা বলার উপক্রম করতেই দিদি কিছুটা বিরক্তি দেখিয়ে তার উদ্দেশ্যে বললেন, ''পুলিশ কোয়ার্টার কিংবা কোনো হোটেলে থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না। কলকাতায় যতদিন আছে ততদিন বর্ণদীপ আমাদের ফ্ল্যাটেই থাকবে।''

এরপর আর কোনো কথা বলে চলে না। আমি চুপ করে রইলাম। জামাইবাবু কিছুক্ষণের মধ্যেই অফিসে বেরিয়ে পড়লেন।

রাত্রিবেলা টেবিলে ডিনারে বসলাম আমরা তিনজন। আমার সমস্ত পছন্দের খাবার মেনু ধরে দিদি রান্না করে রেখেছে। খেতে বসে দিদি বলল, ''তাহলে? তুই পেশাদার ডিটেকটিভ হয়ে গেলি শেষপর্যন্ত?''

আমি চোখ কুঁচকে বললাম, ''ধুস, আমি ডিটেকটিভের 'ডি'-ও জানি না।''

''তোর নামে আমাদের টলিউডে বাংলা থ্রিলার সাসপেন্স সিনেমা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, আর তুই বলছিস কিনা ডিটেকটিভের 'ডি' জানিস না? তা বললে কি হয়?''

আমি সামান্যতম আশ্চর্য না হয়ে বললাম, ''কলকাতার খবরের কাগজগুলো আমাকে প্রদোষচন্দ্র মিত্রের থেকেও বেশি ফুটেজ দিয়ে ফেলেছে। তাই এমন

banglabook.org

দুরবস্থা।''

দিদি আমার প্লেটে পোলাও দিয়ে বলল, ''এটা খেয়ে দ্যাখ। অনেক পুরোনো আইটেম থেকে উদ্ধার করেছি।''

''কী এটা?''

''এটাকে বলে চিংড়ি মাছের কাশ্মীরি পোলাও।''

''ফাটাফাটি। স্রেফ তোর রান্নার হাতের জন্যই তুই একদিন নোবেল পাবি।'' আমার কথা শুনে তিনজনেই হেসে উঠলাম।

খাওয়া-দাওয়া শেষে আমি পূবদিকের ঘরটায় শিফট করলাম। আয়ুষ বায়না ধরেছে রাত্রে সে আমার সঙ্গে ঘুমোবে। কাজেই তাকে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। আমার একটা বদ অভ্যেস রয়েছে যে-রাতে বই না পড়ে আমি ঘুমোতে পারি না। স্কুল ইউনিভার্সিটির পড়াশোনায় খুব একটা আগ্রহ না থাকলেও, বিস্তর বই পড়ার অভ্যেস রয়েছে আমার। সুযোগ পেলেই বই পড়ি। তাই আয়ুষকে বললাম, ''পড়ার ঘর থেকে আমার জন্য তিন-চারটে বই দিতে বল তোর মা'কে।''

সে বাধ্য ছেলের মতো পড়ার ঘরে গেল আমার বই আনতে। ঠিক সেই সময় আমি ও.সি. দীপঙ্কর দত্তকে ফোন লাগালাম, ''হ্যালো, দীপঙ্করদা...''

''হ্যাঁ, বলুন।''

''আমার একটা হেল্প প্রয়োজন।''

''বলুন কী করতে হবে?''

''কাল একবার আমার সঙ্গে আপনাকে রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে যেতে হবে।''

''বেশ তো। কখন যাবেন বলুন?''

''সকাল দশটা।''

BanglaBook.org

"ঠিক আছে।"

ফোনটা কেটে দিলাম। আয়ুষ ইতিমধ্যেই আমার জন্য পড়ার ঘর থেকে বেছে বেছে চারটে বই এনেছে। অবশ্য এগুলো দিদি নির্বাচন করে পাঠিয়েছে ওর হাত দিয়ে। পড়ার ঘরে দিদির বানানো একটা ছোট লাইব্রেরি আছে। আমার দিদি ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় তুখোড়। তাছাড়া পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্যান্য বই পড়ার শখ তার বরাবরই অনেক বেশি। ছেলেবেলায় ওকে দেখেই আমার মধ্যে নানারকম বই পড়ার আগ্রহ জন্মেছে। আর যতদিন গেছে, ততই একটু একটু করে এই নেশা মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে। আজকাল বই না পড়ে একদমই থাকতে পারি না। দিনে অন্তত দু'ঘণ্টা বই খুলে বসতেই হয়।

দিদির লাইব্রেরিতে অনেকরকম বই রয়েছে। আমি যখনই কলকাতায় আসি, দু'জনে মিলে কলেজস্ট্রিট থেকে প্রচুর বই কিনে নিয়ে আসি। কিছু বই লাইব্রেরির জন্য। আর কিছু বই নিজের জন্য।

আয়ুষ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "চারটেই লাগবে মামা?"

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে বইগুলোর ওপর একবার চোখ বোলালাম। বইগুলো হল-

(১) 'Thinking Fast and Slow' (Daniel Kahneman)

(২) 'Authentic Happiness' (Martin Seligman)

(৩) 'Anatomy: A Photographic Atlas' (8th North American Edition)

(৪) 'Black Holes and Baby Universes' (Stephen Hawking)

হাসিমুখে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুই ঘুমিয়ে পড়, আমি কিছুক্ষণ বই পড়ব।"

সে মুখ কালো করে বলল, "ঘুমোতে পারি। একটা শর্ত আছে।"

আমি অবাক হওয়ার ভান করে ওর দিকে তাকালাম, "কী?"

BanglaBook.org

''আমাকে একটা গল্প বলতে হবে। মায়ের কাছে থাকলে আমাকে মা রোজ শোনায়।''

''বেশ তো। একটা ভূতের গল্প বলছি। শোন।''

''না।''

এবারে সত্যি সত্যি খানিকটা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম, ''সে কী রে! না কেন? তোর বয়েসের ছেলেমেয়েরা তো ভূতের গল্প শুনতেই বেশি পছন্দ করে।''

''ধুস, ভূত বলে কিছু হয় না। সব আজগুবি ব্যাপার।''

''কে বলল তোকে?''

''কেউ বলেনি। আমি জানি।''

''বেশ তো। কী শুনতে চাস তাহলে আমাকে বল?''

''জাতকের গল্প বলো।''

''জাতক!'' এবারে আমার ভাগনা আমাকে সত্যি সত্যিই বিস্মিত করে তুলল।

আমি তাকে বললাম, ''আমি তো জাতকের গল্প খুব বেশি জানি না। তুই জাতকের গল্প আগে শুনেছিস কোথাও?''

''আমাকে মা জাতকের বেশকিছু গল্প শুনিয়েছে। তুমি যেক'টা জানো সেকটাই নাহয় বলো।''

''বেশ তো। আমাকে একটু মনে করতে দে।''

আয়ুষ আমার কোল ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি ওকে গল্প বলা শুরু করলাম, ''বোধিসত্ত্ব একবার কুকুর কুলে জন্ম নিয়েছিলেন। তখন রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। স্থান বারাণসী। তিনি তখন অনেক কুকুরদের সাথে একসঙ্গে শ্মশানে থাকতেন।

BanglaBook.org

একদিন রাজা ব্রহ্মদত্ত সাজানো-গোছানো রথে চড়ে সন্ধ্যাবেলা প্রাসাদে ফিরে এলেন। রথটিকে সাজানো হয়েছিল বহুমূল্যের চামড়া দিয়ে। রথের সাজগুলো সেইরাতে আর খুলে রাখলেন না কেউ। সাজসমেত রথটি প্রাসাদের উঠোনেই পড়ে রইল।

রাতে দারুণ বৃষ্টি এল। তাতে রথের সাজ জলে ভিজে জবজবে হয়ে গেল। তখন প্রাসাদের ভেতর থেকে রাজার পোষা কুকুরেরা সেই চামড়ার সাজগুলো খেয়ে ফেলল।

পরের দিন রাজার ভৃত্যেরা রাজাকে কড়া অভিযোগ জানিয়ে বলল, 'মহারাজ, নর্দমার মুখ দিয়ে বাইরের কুকুর ঢুকে রথের সাজ খেয়ে ফেলেছে।'

এ-কথা শুনে রাজা খুবই রেগে গেলেন। তিনি হুকুম দিলেন, 'যেখানে যত কুকুর আছে সব মেরে ফেলো।'

হুকুম শোনা মাত্র শহরের সমস্ত জায়গায় কুকুর হত্যা শুরু হয়ে গেল। ঠিক তখন একদল কুকুর প্রাণভয়ে বোধিসত্ত্বের কাছে ছুটে গেল। তাদের সকলকে একসঙ্গে আসতে দেখে বোধিসত্ত্ব প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা সবাই মিলে হঠাৎ শ্মশানে এলে কেন?'

কুকুরেরা বলল, 'আমাদের রক্ষা করুন। মহারাজের রথের দামি সাজ কুকুরে খেয়ে ফেলেছে। রাজা রেগে গিয়ে হুকুম দিয়েছেন শহরের সমস্ত কুকুরকে নিধন করা হবে।''

এই পর্যন্ত বলে আমি আয়ুষের মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম সে একমনে আমার গল্প শুনছে।

সে বলল, ''থামলে কেন? বলো?''

আমি ওকে প্রশ্ন করলাম, ''বল তো কীভাবে কুকুরদের এই সমস্যাটা বোধিসত্ত্ব সলভ করবে?''

সে খানিক ভেবে নিয়ে বলল, ''রাজার কাছে গিয়ে সকলের হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবেন উনি।''

BanglaBook.org

আমি মাথা নাড়ালাম, ''না।''

''তাহলে?'' সে চোখ বড় বড় করে তাকাল আমার দিকে।

আমি বললাম, ''ক্ষমা চেয়ে নেওয়াটা কি কোনো সলিউশন হল?''

আয়ুষ বলল, ''বাকি গল্পটা বলো।''

আমি আবারও গল্পটা বলা শুরু করলাম, ''বোধিসত্ত্ব সকলের কথা শুনে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তিনি বুঝতে পারলেন রাজবাড়িতে ঢুকে বাইরের কুকুরের পক্ষে এ-কাজ করা কখনওই সম্ভব নয়। রাজার পোষা কুকুরেরাই এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। তাই দোষ করেও তারা নিরাপদে আছে। আর যেসমস্ত কুকুরেরা কোনো দোষ করেনি তারাই রাজার পেয়াদাদের হাতে মারা পড়ছে। কাজেই বোধিসত্ত্ব ভাবলেন তার উচিত রাজাকে আসল দোষীদের চিনিয়ে দেওয়া। যাতে অন্যান্য কুকুরদের প্রাণ বাঁচে। তখন সমস্ত কুকুরকে ডেকে তিনি বললেন, 'তোমাদের কোনো ভয় নেই। তোমাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে আমি রক্ষা করব। কিন্তু যতক্ষণ না আমি রাজার সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসছি ততক্ষণ সকলে এখানেই অপেক্ষা করবে।'

এরপর বোধিসত্ত্ব রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। আর মনে মনে ইষ্টদেবতার জপ করলেন যাতে রাস্তায় পেয়াদাদের হাতে তার প্রাণ না যায়।

রাজা তখন বিচারালয়ে বসে রয়েছেন। বোধিসত্ত্ব সেখানে প্রবেশ করেই এক লাফে রাজার সিংহাসনের নীচে লুকিয়ে পড়লেন। রাজার পেয়াদারা তাকে তাড়া করল। কিন্তু রাজা তাদের বাধা দিলেন। ভরসা পেয়ে বোধিসত্ত্ব রাজার সিংহাসনের তলা থেকে বেরিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মহারাজকে নমস্কার করে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, আপনি কি রাজ্যে সমস্ত কুকুর মেরে ফেলার আদেশ দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ'

'কুকুরদের অপরাধ কী মহারাজ?'

'তারা আমার রথের মহামূল্য চামড়ার সাজ খেয়ে ফেলেছে।'

BanglaBook.org

‘কোন কুকুরগুলো আপনার রথের সাজ খেয়ে ফেলেছে তা কি আপনি নির্দিষ্ট করে বলতে পারবেন?’

‘না, তা আমি বলতে পারব না। কারণ, তাদেরকে আমি নিজ চোখে দেখিনি।’

‘সত্যিকারের অপরাধীকে না খুঁজে সমস্ত কুকুরদের মেরে ফেলার এই আদেশ কি যুক্তিসঙ্গত?’

‘কুকুরেরা রথের চামড়া খেয়েছে। তাই সব কুকুরকেই মারা হবে।’

‘সমস্ত কুকুরকেই কি মারা হচ্ছে? নাকি বিশেষ বিশেষ কোনো কুকুরকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে?’

‘রাজবাড়িতে যেসব ভালো জাতের কুকুর রয়েছে তাদেরকে মারা হবে না।’

‘তাহলে তো সব কুকুরকে মারা হচ্ছে না। রাজবাড়ির কুকুরেরা দিব্যি রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। এটা কি সুবিচারের নমুনা হল রাজামশাই? বিচার হবে দাঁড়িপাল্লার মতো সমান সমান।’

‘বেশ তো, কুকুর দলপতি, আপনিই বলুন না কে রথের চামড়া খেয়েছে?’

‘রাজবাড়ির কুকুর, মহারাজ।’

‘প্রমাণ কী আছে?’

‘আপনি রাজবাড়ির সকল কুকুরকে এখানে ডাকুন। আমাকে একটু ঘোল আর কুশ দিন।’

এরপর বোধিসত্ত্ব ঘোলের সঙ্গে কুশ মিশিয়ে রাজবাড়ির কুকুরদের খাওয়ালেন। তখন তারা বমি করে ফেলল। আর বমির সঙ্গে উঠে এল কুচো কুচো রথের চামড়ার টুকরো।

সব দেখে-শুনে রাজা খুবই প্রীত হলেন। তিনি বললেন, ‘বাহ্, এ তো খুব ভালো ব্যবস্থা।’ এরপর মহারাজ নিজের শ্বেতছত্র দিয়ে বোধিসত্ত্বের পুজো

BanglaBook.org

করলেন। বোধিসত্ত্ব তখন রাজাকে ধর্মকথা শোনালেন।''

গল্প বলা শেষ করে আমি আয়ুষের মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম সে ঘুমিয়ে পড়েছে। টেবিল ক্লকটার দিকে তাকিয়ে দেখি রাত্রি বারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ। আমি পাশ ফিরে শুলাম। চারটে বইয়ের মধ্যে 'থিংকিং ফাস্ট অ্যান্ড স্লো' বইটা হাতে তুলে নিলাম। এটাকে আজ রাতের মধ্যে শেষ করতেই হবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

(৩)

নিউ আলিপুর থানার ও.সি. মিস্টার দীপঙ্কর দত্ত আমাকে সিগারেট অফার করলেন। মাথা নাড়িয়ে বললাম, ''আমি স্মোক করি না।'' আমার কথা শুনে তিনি এমনভাবে আমার মুখের দিকে তাকালেন যে আমি অবিশ্বাস্য কিছু বলেছি। অথচ সত্যিই আমি কোনো প্রকার নেশার সঙ্গে যুক্ত নই। যেকোনো নেশাই আমাদের মস্তিষ্কের ডোপামিনের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। যা পরবর্তীকালে এমন একটা বাজে অভ্যাসে পরিণত হয়ে ওঠে যে তার পিছু ছাড়াতে নিজের জীবন বাজি রাখতে হয় শেষমেষ।

বেলা এগারোটা বাজে। পুলিশ ভ্যানে করে আমরা নিউ আলিপুরের দিকেই চলেছি। গাড়ি চালাচ্ছেন একজন পোশাক পরা কনস্টেবল। গাড়ির পিছনে বসে রয়েছি আমি আর দীপঙ্করবাবু। তিনি একমনে সিগারেট টানছেন। আমি আমার মোবাইলে একটা বাংলা বইয়ের পিডিএফ পড়ছিলাম।

হঠাৎ করে তিনি বললেন, ''ওখানে গিয়ে কিছু পাবেন বলে আমার মনে হয় না।''

প্রত্যুত্তরে আমি একটা মুচকি হাসি ফিরিয়ে দিলাম ও.সি.-কে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললাম, ''কিছু পাওয়ার আশায় যাচ্ছি না দীপঙ্করদা।''

তিনি চোখদুটো গোল গোল করে আমার দিকে তাকালেন, ''তাহলে?''

''একটা বিষয় বোঝার জন্য যাচ্ছি।''

BanglaBook.org

''কী বিষয়?''

''এই যে আপনি শুরু থেকে বলে এসেছেন রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসলে একজন মানসিক রোগি...'' কথাটা সম্পূর্ণ করার আগেই দীপঙ্কর দত্ত আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, ''হ্যাঁ, আমরা অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে যেটুকু বুঝেছি তাতে এটা কনফার্ম যে লোকটার কোনো মানসিক রোগ ছিল।''

''বেশ। তাহলে তো তদন্তের ক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে গেলাম আমি।''

''কীভাবে?'' তিনি সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে নাক কোঁচকালেন।

আমি তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললাম, ''সিঙাড়া কীভাবে তৈরি হয় বলতে পারবেন?''

তিনি অবাক হলেন এই ধরণের প্রশ্ন শুনে। আমার দিকে ছোট ছোট চোখে তাকালেন। ভাবছেন হয়তো আমি তার সাথে ঠাট্টা-তামাশা করার চেষ্টা করছি।

তবুও তিনি সিরিয়াসভাবেই মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিলেন, ''না, আমি জানি না। আপনি জানেন?''

''হ্যাঁ।''

''কীভাবে?'' তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি আমার রিস্ট-ওয়াচটার দিকে তাকিয়ে বললাম, ''দু-কাপ ময়দার মধ্যে হাফ চামচ নুন আর সামান্য সাদা তেল দিয়ে আগে ভালো করে মেখে নিতে হবে। ময়দাতে জলটা যেন পরিমাণ মতো দেওয়া হয় সেটা নিজেকেই বুঝে নিতে হবে। এমনভাবে মাখতে হবে যেন মাখাটা খুব নরম কিংবা খুব শক্ত না হয়। মাখা হয়ে গেলে সেটা ভিজে কাপড় দিয়ে তিরিশ মিনিট রেখে দিতে হবে। এরপর আলু সেদ্ধ করে ছোট ছোট পিস করে নিতে হবে। কড়াইতে তেলের মধ্যে পাঁচফোড়ন আর শুকনো লঙ্কা মিশিয়ে তার মধ্যে আদা আর কাঁচালঙ্কা মেশাতে হবে। এই সময় একটা দারুণ সুন্দর গন্ধ বেরোয়। ঠিক তখন এর মধ্যে নুন, চিনি আর সামান্য হলুদ দিয়ে আলুর মিশ্রণটাকে নামিয়ে নিতে হবে। বেশিক্ষণ নাড়াতে হবে না। এর আধঘণ্টা পরে ময়দা মাখাটাকে লেচি

BanglaBook.org

করে একটু লম্বা আকারে বেলে নিতে হবে। তারপর মাঝখান থেকে কেটে নিন।''

আমি ও.সি.র মুখের দিকে তাকালাম একবার। বললাম, ''বিরক্ত হচ্ছেন না তো?''

''না, না। বলুন। শুনতে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে।''

আমি আবার বলা শুরু করলুম, ''আলুর মিশ্রণটা ঠান্ডা হওয়ার পর ময়দার লেচির ভেতর পুরে নিন। কড়াই-এর তেল একদম গরম হয়ে গেলে এবার সিঙাড়াগুলিকে ডোবা তেলে ভেজে নিন। ব্যস। সিঙাড়া প্রস্তুত।''

আমি এবারে মিস্টার দত্তের মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম তার মুখটা খুব প্রসন্ন।

তিনি বললেন, ''কিন্তু সিঙাড়ার সঙ্গে এই কেসের কী সম্পর্ক?''

''আহা, সবসময় কি সম্পর্ক খুঁজতে হয়?''

''তা অবশ্য ঠিক। এই পুলিশের চাকরি করে করে সবকিছুতেই একটা সন্দেহ তৈরি হয়েছে বুঝলেন তো!''

''হ্যাঁ, তা আমি বিলকুল বুঝি।''

আমাদের কথাবার্তা চলতে লাগল। ইতিমধ্যেই আমরা রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়েছি। গাড়ি থেকে নামলাম। বাড়ির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কলিংবেল খুঁজে না পেয়ে দু'বার টোকা দিতেই একজন মহিলা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। আমাদের দেখে কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেছেন। মহিলাটির বয়েস পঞ্চাশের উপর। মাথার সামনের দিকের বেশিরভাগ চুলেই পাক ধরেছে। এমনকি মুখের চামড়াতেও ঝুল রয়েছে। সারামুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। চোখের তলায় কিছুটা কালচেটে স্পট পড়ে গেছে। তিনি আমাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মৃদুকণ্ঠে বললেন, ''বলুন?''

দীপঙ্করদা মহিলাটিকে বললেন, ''আমরা থানা থেকে কথা বলতে এসেছি।

BanglaBook.org

আগেও আপনাদের কাছে পুলিশ এসেছে আপনার ছেলের মিসিং কেস নিয়ে কথা বলার জন্য।''

মহিলা অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''রাজুর কোনো খোঁজ পাওয়া গিয়েছে?''

''পাওয়া যাবে শিগগির।'' এবারে আমি কথা বললাম।

তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''অনেক মাস তো হয়ে গেল। কোনো খোঁজ-খবর নেই।''

তার মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললাম, ''এ ব্যাপারেই তো কথাবার্তা বলতে এসেছি।''

ভিতরে দ্বিধা নিয়েই ভদ্রমহিলা আমাদেরকে ভিতরে আসতে অনুরোধ জানালেন।

আমি আর ও.সি. দীপঙ্কর দত্ত বাড়ির ভিতরে গেলাম। আমাদেরকে বসতে দিয়ে ভদ্রমহিলা ভিতর থেকে গৃহকর্তাকে ডাকলেন। সাদা ধুতি আর গেঞ্জি পরিহিত একজন শক্তপোক্ত বয়স্ক মানুষ ভিতরের ঘর থেকে এসে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিছুটা অবাক হয়েছেন তিনি। সম্ভবত ও.সি. দীপঙ্কর দত্ত তাদের পূর্বপরিচিত। তাই তার দিকে প্রশ্নিল চোখে তাকিয়ে রইলেন তিনি। উত্তর অবশ্য আমিই দিলাম।

''আপনারা দু'জনেই একটু বসুন। আপনাদের সঙ্গে দু-চার কথা বলতে চাই।''

তারা দু'জনেই আমাদের সামনে চেয়ার টেনে বসলেন। আমি মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বললাম, ''তিন সপ্তাহের মধ্যে আপনার ছেলেকে আমরা আপনাদের সামনে হাজির করব।''

''বেশ তো করুন।'' চটাং করে টোন কাটলেন ভদ্রলোক।

তার বয়েস ষাটের উপর। অথচ গায়ের চামড়া মসৃণ। মাথার চুল ঘন ও

BanglaBook.org

কালো। চোখের দৃষ্টি তীব্র এবং রীতিমতো হ্যান্ডসাম লাগল তাকে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, ''আমার নাম বর্ণদীপ নন্দী। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের তরফে এই কেসটা আমার হাতে দেওয়া হয়েছে। গত আটমাস ধরে আপনার ছেলে-সহ আরও তিনজন মহিলা একই দিনে একই সঙ্গে মিসিং রয়েছেন। আমি প্রমিস করছি তাদেরকে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যেই খুঁজে বের করব। কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাদের কাছে আমার কিছু সাহায্য প্রয়োজন। সেজন্যেই আমি আপনাদের কাছে এসেছি।''

''বলুন।'' রুষ্ট গলায় সংক্ষেপে জানতে চাইলেন ভদ্রলোক।

''রজতেন্দ্রবাবু কি কোনো মানসিক সমস্যায় ভুগতেন?''

আমার কথা শুনে দু'জনেই কিছুটা অবাক হলেন। কিছুক্ষণ মৌন থেকে বৃদ্ধটি বললেন, ''ছিল হয়তো। কিন্তু সে ব্যাপারে সে আমাদের কখনও কিছু জানায়নি। কিংবা আমরাও সেভাবে কখনও কিছুই বুঝতে পারিনি।''

''উনি চাকরিটা ছেড়ে টানা একবছর বসেছিলেন কেন?''

''জানা নেই। তার ইচ্ছে মতো সে চলত।''

''অবিবাহিত জীবনযাপন করতেন শুনেছি। আপনারা কখনও চাইতেন না যে তার বিয়ে হোক? সংসার হোক?''

''ওই যে বললাম। সে তার মর্জি মতো চলত।''

''আপনার ছেলের সঙ্গে আরও তিনজন মহিলা মিসিং রয়েছেন। এবং ওই মহিলাগুলির সঙ্গে আপনার ছেলের বিভিন্নরকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল...'' আমাকে পুরো কথা শেষ করতে না দিয়ে ভদ্রলোক কিছুটা রাগতভাবে বললেন, ''মাফ করবেন। এ ব্যাপারে কিছু জানা নেই।''

''বেশ।'' আমি একটু চুপ করে রইলাম। তারপর বৃদ্ধের চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গলার স্বরটা অনেকটা ভারী করে বললাম, ''আপনার ছেলে এখন কোথায় আছে?''

BanglaBook.org

আমার প্রশ্ন শুনে তারা অবাক হয়ে গেলেন। কিছুটা উত্তেজিত হয়েই বৃদ্ধ এবং তার স্ত্রী দু'জনেই বলে উঠলেন, ''এ আবার কী ধরণের প্রশ্ন? আমরা কী করে জানব সে কোথায়?''

আমি বললাম, ''জানার কথা নয় অবশ্যই।''

এরপর মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বললাম, ''মাসিমা এককাপ চা হবে?''

আমার কথা শুনে বৃদ্ধা রান্নাঘরে চলে গেলেন। ও.সি. দীপঙ্কর দত্ত এখনও পর্যন্ত কোনো কথা বলেননি।

আমি আমার ডান গালের নিচে চুলকোতে চুলকোতে বৃদ্ধকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, ''আপনি এটা চান নিশ্চয়ই যে আপনার ছেলেটি ফিরে আসুক?''

তিনি আমার মুখের দিকে বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, ''না, চাই না।''

''কেন?''

''এরকম অকর্মন্য ও অপদার্থ ছেলে থাকার চাইতে না থাকাই ভালো।''

আমি আর কোনো কথা বললাম না। ও.সি.-কে বললাম, ''ওনার ছেলের ঘরটা আমি একটু দেখতে চাই।''

বৃদ্ধ আমাদেরকে তৎক্ষণাৎ বললেন, ''বেশ তো। যান, ঘুরে দেখুন। বাধা দিচ্ছে কে?''

ইতিমধ্যে আমাদের জন্য চা এসে গেছে। সঙ্গে দুটো করে সিঙাড়া। ও.সি. দীপঙ্কর দত্ত কিছুটা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বললাম, ''নিন, খান। সিঙাড়াটা বাড়িতে তৈরি।'' বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বললাম, ''ঠিক বলেছি তো মাসিমা? সিঙাড়াটা আপনি বানিয়েছেন তো?''

ভদ্রমহিলা অপ্রস্তুতের সুরে বললেন, ''হ্যাঁ, আজ সকালে করেছিলাম। একটু আগেই।''

BanglaBook.org

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ঘরে ঢুকলাম। ভিতরে খুব বেশি জিনিসপত্র নেই। একটা কাঠের খাট। টেবিল রয়েছে একটা। আর ঘরের মধ্যে অনেক বই। আমি এটা ওটা সরিয়ে দেখতে লাগলাম। থানার ও.সি. বললেন, ''কিছু খুঁজছেন আপনি?''

আমি মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়ালাম। তিনি আবারও প্রশ্ন করলেন, ''কী খুঁজছেন?''

আমি মৃদুকণ্ঠে বললাম, ''তেমন কিছু নয়।''

প্রায় পনেরো মিনিট ধরে রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পড়ার বই, ডায়েরি, খাতা বিভিন্ন জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করলাম। আমার হাতে ধুলো লেগে প্রায় কালো হয়ে গেছে হাতের চেটো। ঘরের ভিতরে শুধু আমিই রয়েছি। আর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দীপঙ্করদা এবং রজতেন্দ্রবাবুর বৃদ্ধা মা। তার বাবা সম্ভবত ভিতরের কোনো ঘরে চলে গেছেন। তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। আমি হঠাৎ করে ঘরের মেঝেতে বসে পড়লাম। আমাকে দেখে উপস্থিত দু'জনেই কিছুটা অবাক ও বিরক্ত হলেন।

লক্ষ্য করলাম খাটের নীচে মেঝেতে একটা ডায়েরি রয়েছে। আমি হামাগুড়ি দিয়ে সেটাকে বের করে আনতেই উপস্থিত দু'জনে আরও অবাক হয়ে গেলেন। ডায়েরিটা ২০১০ সালের। সমস্ত পাতাগুলো উল্টে দেখলাম। কোথাও কিছু লেখা নেই। সব পাতাই ফাঁকা রয়েছে। অর্থাৎ এই ডায়েরি কখনও কেউ ব্যবহার করেননি। ডায়েরিটা হাতে নিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বললাম, ''মাসিমা, এই ডায়েরিটা আমি নিয়ে যাচ্ছি।''

তিনি 'হাঁ' বা 'না' কিছুই বললেন না। আমি আর মিস্টার দত্ত বেরিয়ে পড়লাম। পুলিশের গাড়িতে উঠেই দীপঙ্করবাবু বললেন, ''আগেই বলেছিলাম আপনাকে? শুধু শুধু এখানে সময়টা নষ্ট করলেন।''

আমি প্রত্যুত্তরে মুচকি হাসলাম। বললাম, ''দীপঙ্করদা, ড্রাইভারকে বলুন একবার কলেজস্ট্রিটে যাব।''

BanglaBook.org

তিনি অবাক হয়ে বললেন, ''কলেজস্ট্রিট? কেন?''

আমি সামান্য হেসে বললাম, ''কলেজস্ট্রিটে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির মেইন গেটের পশ্চিমে একটা দোকান রয়েছে। সেখানে খুব ভালো ডিমটোস্ট আর চা পাওয়া যায়। ওখানে একটু যেতে হবে।''

দীপঙ্কর দত্ত নিউআলিপুর থানার একজন দায়িত্ববান ও.সি.। আমার এই ধরণের আবদারগুলোকে তিনি ঠিক কোন চোখে দেখছেন আমি জানি না। হয়তো বিরক্ত হচ্ছেন মনে মনে। ভাবছেন হয়তো আমার দ্বারা এই কেস সলভ হওয়ার নয়। কিন্তু আমার উত্তরে তিনি বিশেষ অবাক হলেন না। একটা সিগারেট ধরালেন। আমার দিকে না তাকিয়ে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন, ''কলেজস্ট্রিট চল।''

সিগারেটে দু-বার টান দিয়ে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''ডায়রিটা কী জন্য নিয়ে এলেন? ওটার সবগুলো পৃষ্ঠাই তো ফাঁকা। কোথাও কিছু লেখা নেই। তাহলে ওটা দিয়ে কী করবেন?''

আমি শান্তভাবে হাসলাম। ডায়েরিটা আমার পাশেই সিটে রাখা ছিল। সেটা হাতে নিয়ে দীপঙ্করবাবুকে বললাম, ''একটা পৃষ্ঠা বাদে ডায়েরিটা আগাগোড়াই ফাঁকা রয়েছে।''

খানিকটা অবাক হলেন তিনি। বললেন, ''বিশেষ কিছু পেয়েছেন ডায়েরিতে?''

আমি মাথা নাড়ালাম। মুখে বললাম, ''পেয়েছি বই কী।''

এবারে কিছুটা উত্তেজিত মনে হল তাকে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''আমাকে দেখানো যাবে?''

''অবশ্যই।''

আমি ডায়েরিটার একটা বিশেষ পাতা খুলে ওঁর সামনে ধরলাম। তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ডায়েরির পাতার দিকে। আমি বললাম, ''বলুন তো এখানে আপনি কী কী পেলেন?''

BanglaBook.org

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ''প্রথমত, ডায়েরির এই পেজটা পুরোটাই ফাঁকা। শুধুমাত্র কাগজটার একদম নিচে ছোট্ট করে একটা শব্দ লেখা রয়েছে। এটা ঠিক কোন ভাষা তা আমার জানা নেই। দ্বিতীয়ত, শব্দটা পেনসিল দিয়ে লেখা রয়েছে।''

আমি গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে বললাম, ''ঠিকই বলেছেন। তবে ইমপর্ট্যান্ট ব্যাপারটাই মিস করে গেছেন।''

তিনি আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, ''কোন ইমপর্ট্যান্ট ব্যাপারটা?''

''ডায়েরির এই পেজটার তারিখটা লক্ষ্য করুন।''

''১৪ই ফেব্রুয়ারি!'' তিনি বেশ অবাক হলেন।

আমি তার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকালাম। তিনি বললেন, ''কিন্তু পেনসিল দিয়ে এটা কী লেখা রয়েছে বলুন তো? আমি এর কিছুই বুঝতে পারছি না।''

আমি ডায়েরির পাতাটার দিকে তাকালাম।

ἀμνησία

—এটা একটা গ্রীক শব্দ। এর অর্থ হল— ভুলে যাওয়া। কিংবা কোনো ঘটনা মনে রাখতে না পারা।''

''আপনি কি কোনো হিন্টস পেলেন?''

''পেয়েছি বই কী।''

''একটু বলবেন আমায়?''

আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম, ''না। এখন নয়। সময় হলে ঠিক বলে দেব আপনাকে।''

''ওকে। সরি।''

আমি হেসে দীপঙ্করবাবুর ডানহাতটা ধরে বললাম, ''সরি চাওয়ার কিছু

BanglaBook.org

নেই। আমাকে আগে অঙ্কের পুরোটা মেলাতে দিন। তারপরই তো কনফার্ম হয়ে আপনাদেরকে জানাতে পারব। আর বাকি কাজটা তো আপনাদেরই করতে হবে।''

''একটা প্রশ্ন রয়েছে আমার। করতে পারি?''

''বলে ফেলুন।''

''সকালে আপনি সিঙাড়া তৈরির কায়দাটা জানালেন। আর ওখানে গিয়ে গরম সিঙাড়া দিয়ে আমরা দু'জনেই চা খেলাম। এটা কী কাকতালীয়? এবং আরেকটা ব্যাপার হল, আপনি কী করে এত জোরের সঙ্গে দাবি করছেন যে, তিন হপ্তায়ের মধ্যেই এই কেসটা সলভ করে দেবেন? তার বেশিও তো সময় লাগতে পারে? কিংবা আরও কম সময়ও লাগতে পারে?''

আমি দীপঙ্করবাবুর মুখের দিকে তাকালাম। একটু থেমে বললাম, ''দীপঙ্করদা, আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি যখন-তখন কাজ করে। আমার জিভ হঠাৎ হঠাৎ করে এমন কিছু কথা বলে দেয় যা নির্ধারিতভাবেই ঘটে। এর অন্যথা হয় না কোনোভাবেই। যাওয়ার সময় কেন জানি না মনে হচ্ছিল আমাদের জন্য সিঙাড়া রয়েছে চায়ের সঙ্গে। তাই আপনাকে সিঙাড়ার রেসিপি শোনালুম। আর তিন সপ্তাহের মধ্যে এই কেস সলভ হওয়ার ব্যাপারটাও একইরকম। আমার জিভের করা ভবিষ্যতবাণী অনুসারে ঠিক একুশ দিনের মাথাতেই মূল কালপ্রিট আমার হাতে ধরা পড়বেন। এবং তাকে পেলেই বাকি সকলকে সহজেই পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।''

আমাদের গাড়িটা কলেজস্ট্রিটে ঢুকে পড়েছে। ড্রাইভার ও.সি.-কে জিজ্ঞেস করলেন, ''ইউনিভার্সিটির সামনে দাঁড় করাব গাড়িটাকে?''

ও.সি. আমার মুখের দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, ''আপনার ডিমটোস্টের দোকানটা কোথায়?''

আমি হেসে বললাম, ''ডিমটোস্ট পরে খাব। তার আগে একটা কাজ করতে হবে।''

BanglaBook.org

''কী কাজ?''

''কলেজস্ট্রিট থেকে রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এ পর্যন্ত লেখা ছ'টা বই-ই আমাকে জোগাড় করে দিতে হবে।''

''রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা বই?''

''হুম। আর্জেন্ট দরকার।''

''বেশ তো। আমরা সি.ইউ.-এর মেইন গেটের সামনে গাড়িটা পার্ক করে বইগুলো কিনে নিয়ে আসি।''

''বেশ, তাই চলুন।''

ড্রাইভার আমাদের কথা শুনে বললেন, ''আমি গিয়ে নিয়ে আসছি বইগুলো। আপনারা বরং এখানেই চায়ের দোকানে গিয়ে বসুন।''

ও.সি. আমার মুখের দিকে অনুমতি নেওয়ার জন্য তাকালেন। আমি ড্রাইভারকে বললাম, ''বেশ। আপনি তাহলে বইগুলো নিয়ে আসুন। আমরা এখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।''

***

দুপুরে খাওয়া-দাওয়াটা জোর হয়ে গেছে। নিজের রুমে বসে রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সমস্ত কবিতার বইগুলো পড়ছিলাম। অক্টোবরের বিকেল। সন্ধে নামছে কলকাতার বুকে। আমাদের ফ্ল্যাটের সামনেই একটা প্রকাণ্ড নিমগাছ। সূর্যের হালকা রোদটুকু মুছে গিয়ে চারদিকে রঙিন আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। জানলার মোটা স্বচ্ছ কাচের ভেতর থেকে বাইরেটায় মাঝেমধ্যে চোখ চলে যাচ্ছে।

জামাইবাবু ইতোমধ্যে সকালবেলাতেই ফিরে এসেছেন। যে কাজের জন্য গিয়েছিলেন, তা ব্যর্থ হয়েছে। তাই কিছুটা মনমরা দেখাচ্ছে তাকে। দুপুরবেলা টেবিলে খেতে বসে দু-একটা কথা হয়েছে। এরপর তিনি ঘুমোতে গিয়েছিলেন।

BanglaBook.org

এতক্ষণে উঠে পড়েছেন। পাশের ঘরে তার গলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি দিদির সঙ্গে কথা বলছেন। আয়ুষ পড়ার ঘরে পড়তে বসেছে। আমি টেবিল ক্লকটার দিকে তাকালাম। সন্ধে ছ'টা বেজে দশ মিনিট। আমি আমার পরবর্তী সিডিউলগুলো ফিক্সড করে নিচ্ছিলাম। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল, ''ব্যস্ত নাকি?''

''আরে না জামাইবাবু। আসুন।''

''সারা দুপুর বসে বসে বই পড়লে বুঝি?''

''হ্যাঁ, তা পড়লাম। তবে তদন্তের প্রয়োজনেই পড়লাম।''

''তদন্তের প্রয়োজনে! কী বই?''

''রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা বইগুলি।''

''উনি তো কবিতা লিখতেন?''

''হ্যাঁ, ভালোই লিখতেন। খারাপ নয় লেখাগুলো।''

''কিন্তু এই কবিতাগুলো তোমার তদন্তের কী কাজে লাগবে?''

''লাগবে জামাইবাবু। লাগবে।''

''তা পেলে কিছু সেসব বই থেকে?''

''পেয়েছি।''

''কী?'' জামাইবাবুর চোখ চকচক করে উঠল।

''দুটো শব্দ পেয়েছি।''

জামাইবাবু চোখ ছোট ছোট করে তাকালেন আমার দিকে। কিছুটা চুপ করে থেকে বললেন, ''বুঝলাম না কী বলতে চাইছ।''

''দুটো শব্দ তার প্রত্যেক বইতে বহুবার বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনেক কবিতায় এসেছে।''

BanglaBook.org

''হ্যাঁ কিন্তু সেই দুটি শব্দের সঙ্গে এই কেসের কী সম্পর্ক?''

''সেটা তো কোন্নগরে গেলেই বুঝতে পারব।''

''মানে?''

''মানে তেমন কিছুই নয়। হুগলি জেলার কোন্নগর মফস্বলটি একবার ঘুরে দেখতে চাই। শুনেছি ঋষি অরবিন্দের আদিপুরুষের ভিটে রয়েছে সেখানে।''

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার আমার কথায় হাই ভোলেটেজের ধাক্কা খেলেন। তিনি দারুণরকম অবাক হতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, ''বেশ তো। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কবে বেড়াতে যেতে চাও বলো?''

''এখনই নয়।''

জামাইবাবু কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় দিদি ঘরে চায়ের প্লেট নিয়ে প্রবেশ করল। সঙ্গে আলুর চিপস। আমরা তিনজনে চা পান করতে করতে কথাবার্তা বলছিলাম, ঠিক সেসময় ও.সি. দীপঙ্কর দত্তের ফোন এল, ''বর্ণদীপ, দীপঙ্করদা বলছিলাম।''

''হ্যাঁ, দীপঙ্করদা বলুন।''

''চারটে মিসড কল দেখলাম আপনার। বিকেল পাঁচটা নাগাধ আপনি ফোন করেছিলেন আমায়? সাইলেন্ট মোডে রাখা ছিল ফোনটা। তাই বুঝতে পারিনি। এখন দেখলাম।''

আমি চায়ের কাপে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বললাম, ''ওহ, হ্যাঁ হ্যাঁ। বলছিলাম আরেকবার রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি যেতে হবে।'' একটু থেমে বললাম, ''আজকেই।''

''বেশ তো। আমি আসছি কিছুক্ষণের মধ্যেই।''

''ঠিক আছে। আমি অপেক্ষা করছি।''

''ওকে।''

BanglaBook.org

ফোনটা রেখে দিলেন মিস্টার দত্ত। অন্য কোনো অফিসার হলে হয়তো থানার কনস্টেবলকে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু মিস্টার দত্ত আমাকে শুরু থেকেই সহ্য করে আসছেন। এবং এই সহ্যের কারণ আমার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। এটা বুঝতে এখন আর আমার কোনো অসুবিধা নেই।

দিদি চোখদুটো বড় বড় করে বলল, ''এখন বেরোবি তুই?''

আমি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়ে বললাম, ''হুম।''

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

(৪)

দরজায় দু'বার টোকা দিলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও কেউ দরজা খুললেন না। আমি আগে দাঁড়িয়ে আছি। আমার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দীপঙ্করদা। আমি একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখে ইশারা করলাম। তিনিও চোখের ইশারায় আরেকবার দরজা নক করতে বললেন। আমি পুনরায় টোকা দিলাম। এবারে বেশ জোরে নক করলাম যাতে শব্দটা ভিতরের ঘর পর্যন্ত যায়। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। সম্ভবত লক করা রয়েছে। ছিটকিনি দেওয়া থাকলে বোঝা যেত। ব্যাপারটা নিয়ে সন্দেহ করার মতো কিছুই নেই। বয়েস্ক দু'জন মানুষ একা থাকেন। নিজেদের সিকিওর থাকার জন্য দরজা লক করে রাখাই উচিত। কিন্তু আমার মনের ভেতর অকারণেই একটা কেমন খটকা লাগছে। কেন জানি না মনে হচ্ছে এই বাড়িতে ওই দু'জন ছাড়াও তৃতীয় কেউ একজন রয়েছে এই মুহূর্তে। আমাদের অপেক্ষার বাঁধ ভাঙতে শুরু করেছে এবার। আমি এবারে বেশ জোরে দরজায় আওয়াজ করলাম। দেখলাম দু'মিনিটের ভিতরেই দরজা খুলে গেল। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রজতেন্দ্রের মা।

''নমস্কার মাসিমা।'' আমি হেসে বললাম।

কেন জানি না তার মুখটা অত্যন্ত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। তিনি কথা হারিয়ে ফেলেছেন। কী বলবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না হয়তো। আমার দিকে ভয় যুক্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, ''আ... আপনারা এই সময়?''

''হ্যাঁ, মাসিমা কয়েকটা প্রশ্ন করতে সকালে ভুলে গিয়েছিলাম। এই মুহূর্তে মনে পড়ায় চলে এলাম।''

BanglaBook.org

আমি যথারীতি হেসেই উত্তর দিলাম। কিন্তু বৃদ্ধার মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন হল না। তিনি দরজাতে দাঁড়িয়েই আংশিক কাতরস্বরে বললেন, ''আপনারা আমাদেরকে অযথা বিরক্ত করছেন কেন?''

আমি কিছু বলার আগেই দেখলাম বাড়ির ভেতর থেকে তার স্বামী এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমি তার দিকে তাকিয়েও নমস্কার জানালাম। তিনি কড়া গলায় বললেন, ''কী ব্যাপার? আপনারা তো সকালেই এসেছিলেন একবার!''

আমি এবারে কোনো উত্তর না দিয়ে তাদেরকে পাশ কাটিয়ে সোজা বাড়ির ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করলাম। তার স্ত্রীকে বলা একটু আগের কথাটাই আবার রিপিট করলাম, ''আসলে সকালে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম। এখন মনে পড়ল তাই চলে এলাম।''

বৃদ্ধ বিরক্তির সঙ্গে ঝাঁঝ মেরে বললেন, ''দেখুন আপনারা এই বয়স্ক দুটি মানুষকে রীতিমতো হ্যারাসমেন্ট করতে শুরু করেছেন। আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ জানাব।''

আমি ওদেরকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে অলরেডি ঢুকে গেছি। দীপঙ্করদা সামান্য মুচকি হেসে ওদেরকে বললেন, ''মেসোমশাই এটাকে হ্যারাস বলে না। হ্যারাস করা শুরু করলে আপনারা সইতে পারবেন না। তাই আমাদের কাজে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানাচ্ছি আপনাদের দু'জনকেই।''

দরজার মুখ থেকে ওরা দু'জনেই সরে দাঁড়ালেন। দীপঙ্করদা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে আমার পিছনে পিছনে এলেন। আমি সোজা চলে গেলাম রজতেন্দ্রের ঘরে।

ঘরটা কিছুটা এলোমেলো। চারদিকে চোখ বোলালাম। খাটের নীচে ঝুঁকলাম আমি। দুটো স্লিপার পড়ে রয়েছে। তবে সেটা মহিলাদের ব্যবহার করার জন্য। এবারে বিছানার দিকে চোখ গেল। বালিশের তলা থেকে রেসিয়ারের সরু ফিতে দেখা যাচ্ছে। ঘরের যেদিকটায় প্রচুর বই ঠাঁই করে রাখা আছে, আমি সেদিকে দেওয়ালে ঝোলানো একটা স্টিলের পাতলা তারের দিকে লক্ষ্য করলাম। সেই তারে অনেক কাগজ একসঙ্গে আটকানো রয়েছে। সেদিকে এগিয়ে গেলাম।

BanglaBook.org

কাগজের তোড়াটা নীচে নামালাম।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দু'জনেই চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। দীপঙ্করদা ঘরের ভেতর আমার পাশেই রয়েছেন। বয়েস্ক মানুষদুটোর চোখে আমি দিব্যি ভয় দেখতে পাচ্ছি। তারা নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখতে চাইছেন, এটা স্পষ্ট। আমার অবশ্য তাতে কোনো প্রবলেম নেই। কারণ লুকনো জিনিস খুঁজে বের করতেই তো আমি এসেছি। মানুষের মন পড়ে ফেলার মতো ক্ষমতা আমার রয়েছে। এই যেমন এই মুহূর্তে আমি এটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে পারি, এই বাড়িতে ওই দু'জন মানুষ ছাড়াও তৃতীয় কোনো একজন ব্যক্তি রয়েছেন। কিন্তু আমি তাকে কোনোভাবেই ডিস্টার্ব করব না। অর্থাৎ আমি এদেরকে বুঝতেই দেব না যে ওনার উপস্থিতি আমি টের পেয়েছি। বরং এমন ভাব করব যাতে মনে হয় আমি খুবই বোকা ও গর্দভ একটি ছেলে।

আমি কাগজগুলো একে একে বের করতে শুরু করলাম পাতলা তারের ভিতর থেকে। বেশিরভাগই এইচপি গ্যাসের বিল। এছাড়া কয়েকটা ইলেকট্রিক বিলও খুঁজে পেলাম। কিন্তু যেটার জন্য আমি এখানে ছুটে এসেছি সেই জিনিসটাও অবশেষে পেলাম। দুটো প্রেসক্রিপশন। দুটোই দু'জন আলাদা সাইকিয়াট্রিস্টের। এটাই চাইছিলাম। মনে মনে অঙ্ক মিলতে শুরু করেছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে বললাম, ''এ বাড়িতে আপনারা দু'জনই থাকেন তাই না?''

দু'জনেই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। কিছুটা নার্ভাস হয়ে গিয়ে বৃদ্ধ ধরা গলায় বললেন, ''হ্যাঁ।''

আমি আমার কণ্ঠে কিছুটা করুণা মিশিয়ে বললাম, ''এত বড় বাড়ি আপনারা চাইলে নিচের অংশটা ভাড়া দিয়ে দিতে পারেন। কিছুটা অর্থ উপার্জন হবে। এতে আপনাদের দু'রকম সুবিধা থাকবে। এক, মান্থলি একটা ফিক্সড ইনকাম থাকবে। দুই, যেকোনো বিপদে আপনার পাশে থাকার মতো মানুষ হাতের কাছেই পাওয়া যাবে।''

BanglaBook.org

আমার কথা শুনে কোনো উত্তর দিলেন না কেউ। আমি প্রেসক্রিপশন দুটো পকেটে ঢুকিয়ে নিলাম। তাদের দু'জনের দিকে চোখ তুলে বললাম, ''আপনার ছেলের বন্ধু-বান্ধবদের লিস্ট চাই।''

বৃদ্ধা নীচু গলায় বললেন, ''আমার ছেলের কোনো বন্ধু-বান্ধব ছিল না।''

''কিন্তু আমি তো শুনলাম...'' কথাটা আর সম্পূর্ণ করলাম না। কারণ আদতে আমি কিছুই শুনিনি। এটা একটা ট্রিক। অন্ধকারে সঠিক জায়গায় ঢিল ছোঁড়ার মতো ব্যাপার।

এবারে বৃদ্ধ জবাব দিলেন। তিনি জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললেন, ''রাজু একমাত্র গণেশের চায়ের দোকানে যেত মাঝেমধ্যে। এছাড়া তো ওর কোথাও কোনো যাতায়াত ছিল না। আর বন্ধু-বান্ধবও ছিল না।''

''ওহ আচ্ছা। তো গণেশের চায়ের দোকনটা কি কাছেই?''

''হ্যাঁ।'' অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হয়ে বললেন বৃদ্ধ।

একটু থেমে গিয়ে বললাম, ''আসলে এরকম চার-চারটে মিসিং কেস, বুঝতেই তো পারছেন। তারা সকলে কোথায় আছেন, কেমন আছেন... তাদেরকে সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় নিজেদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া তো আমাদের কর্তব্য। তাই আপনাদের সকলের সহযোগিতা ভীষণভাবে কাম্য।''

কিছুটা থেমে আবারও বললাম, ''ঠিক আছে, চলি।''

আমি আর দীপঙ্করদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। দরজার সামনে গিয়ে ইচ্ছে করেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমাদের পিছনে ওরা দু'জন এগিয়ে আসছিলেন। আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে আবারও কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। আমি তাদের দিকে তাকিয়ে বললাম, ''এভাবে আপনাদের বাড়িতে বারবার আসাটা ভালো দেখায় না। এতে আপনারাও মনে মনে বিরক্ত হন, আর আমাদেরও খাটাখাটনি বাড়ে।''

আমার কথায় ওরা কেউই কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না।

BanglaBook.org

আমি হেসে আবারও বললাম, ‘‘এক কাজ করুন না। আপনাদের ফোন নাম্বারটা আমাকে দিন যেটায় যোগাযোগ করলে আপনাদের সাথে কথা বলা যাবে। যখন কোনো দরকার পড়বে তখন সরাসরি ফোন করে নেব, এখানে আর আসতে হবে না। তাতে সকলেরই সুবিধা, আপনারও এবং আমারও।’’

কিছুক্ষণ ভাবলেন বৃদ্ধ। এরপর বলল, ‘‘লিখুন।’’

আমি দীপঙ্করদাকে বললাম, ‘‘নাম্বারটা লিখে নিন তো।’’

বৃদ্ধ বললেন, ‘‘নাইন ফোর থ্রি টু থ্রি এইট...’’

আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদায় নিলাম। গাড়িতে বসেই ও.সি.-কে বললাম, ‘‘দীপঙ্করদা, দুটো কাজ করতে হবে আপনাকে। প্রথমত, আগে গণেশের দোকানে যাব এখনই। দ্বিতীয়ত, আমাদের টেকনিক্যাল গ্রুপকে বলুন এই নম্বরটাকে এখনই ট্যাপ করতে।’’

দীপঙ্করদা সঙ্গে সঙ্গে লালবাজারের টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টকে ফোন করে দিলেন।

আমাদের গাড়ি কিছুক্ষণের মধ্যেই গিয়ে দাঁড়াল একটা চায়ের দোকানের সামনে। দোকানের ভিতরে কিছুটা ভিড়। উপস্থিত সকলেই আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি গাড়ি থেকে নেমে বললাম, ‘‘তিনটে চা দিন।’’

দোকানদার ছেলেটি বলল, ‘‘চা বসিয়েচি স্যার। পাঁচ মিনিট সময় দ্যান। আপনে বসুন না ওকেন।’’

সে হাত দেখিয়ে একটা বেঞ্চ দেখাল। আমি সেখানে গিয়ে বসলাম। দীপঙ্করদা গাড়ি থেকে নেমে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালেন।

আমি দোকানদার ছেলেটির মুখের দিকে তাকালাম। রোগাপাতলা চেহারা। চোখের নিচে কালো স্পট। মাথার সামনের দিকের সবটুকু চুল উঠে গেছে। গায়ের রঙ বেশ ময়লা। পরনে একটা ময়লাটে সাদা জামা। আর সুতির ফুলপ্যান্ট।

BanglaBook.org

দীপঙ্করদা আমাকে একবার ইশারা করলেন। ছেলেটি ঠিক সেই মুহূর্তেই চা দিতে এল। আমরা চা নিলাম। গরম চায়ের ধোঁয়া থেকে এলাচের গন্ধ বেরোচ্ছে। সে হাসিমুখে আমাদের দিকে তাকাল।

আমি বললাম, ''দারুণ সুবাস ছাড়ছে হে তোমার চা-এ।''

''কমপ্ল্যান দেওয়া চা। খেয়ে বলবেন কেমন লাগল?''

''কমপ্ল্যান দাও চায়ে?'' আমি কিছুটা অবাক হলাম।

ছেলেটি দাঁত বের করে হেসে বলল, ''টেস্টের জন্য দিই। বিক্রিটাও এই জন্যে আর পাঁচটা দোকানের থেকে এখানে অনেক বেশি।''

''বাহ, দারুণ ব্যাপার তো!'' আমি দোকানদারের প্রশংসা করলাম।

দেখে ছেলেটিকে কম বয়েসেরই মনে হচ্ছে। যদিও তার শরীর একদম ভেঙে পড়েছে। কাজেই সঠিক বয়েস আন্দাজ করা সহজ নয়।

আমি চা-এর ভাঁড়ে লম্বা চুমুক দিয়ে বললাম, ''তা গণেশের চা-এর হাত তো একদম পাকা?''

ছেলেটা আমার দিকে হঠাৎ অবাক হয়ে তাকাল, ''আপনি কাকাবাবুর কথা বলছেন?''

আমি মুহূর্তেই নিজের ভুলটা বুঝতে পারলাম। এই ছেলেটির নাম গণেশ নয়। তাই নিজের কথাটাকে শুধরে নিয়ে বললাম, ''হ্যাঁ, গণেশদাকে দেখছি না তো? অনেকদিন যোগাযোগ নেই। কোথায় তিনি?''

ছেলেটির মুখ কালো হয়ে গেল মুহূর্তেই। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে। আমি আর দীপঙ্করদা স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ছেলেটি ধীর গলায় বলল, ''উনি তো মারা গেছেন অনেকদিন আগে।''

আমরা দু'জনেই কিছুটা অবাক হলাম। আমি প্রশ্ন করলাম, ''কবে মারা গেলেন উনি?''

''তা প্রায় ছ'মাসের ওপর।''

BanglaBook.org

''কীভাবে মারা গেলেন? শরীর খারাপ হয়েছিল কোনো?''

ছেলেটি মাথা নাড়াল। দীপঙ্করদা প্রশ্ন করলেন, ''তাহলে?''

''আত্মহত্যা করেছিলেন।''

''আত্মহত্যা?'' মনে মনে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করলাম।

এরপর আমরা কেউই কোনো কথা বললাম না। কিন্তু ছেলেটি নিজে থেকেই বলে চলল, ''ওনার মাথায় হঠাৎ গোলমাল দেখা দিয়েছিল। কেমন দিনদিন পাগল হয়ে উঠেছিলেন উনি। তারপর হঠাৎ করেই একদিন গলায় দড়ি দেলেন।''

ছেলেটি থামল। এবারে আমি বললাম, ''উনি কি তোমার কাকা হন?''

''আমি দূরসম্পর্কের ভাইপো হই তার।''

''ওহ। বাড়ি কোথায় তোমার?''

''কুলপি।''

''আরেহ, দারুণ ব্যাপার। হাত মেলাও ভাই। আমার পিসির বাড়িও ওখানে।'' মিথ্যে করে বানিয়ে বললাম। এরকম মিছিমিছি গল্প বানাতে আমি ওস্তাদ।

ছেলেটির চোখ চকচক করে উঠল আনন্দে। সে আমায় বলল, ''আপনি কাকাকে চিনতেন বোধয়?''

''হ্যাঁ, চিনব না? গণেশদার দোকানে আগে মাঝেমধ্যেই আসতাম। অবশ্য অনেক আগের কথা। তুমি কতদিন আছ এখানে?''

''তা প্রায় একবছর হতে চলল।''

''আমি তারও আগে আসতাম। তারপর বদলি হয়ে গেলাম। অনেকদিন পর কলকাতায় এসেছি তাই দেখা করতে এলাম।''

ছেলেটি কোনো প্রত্যুত্তর না করে হাসি মুখে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

BanglaBook.org

আমি হঠাৎ করে কিছু একটা মনে করার মতো মুখাবয়ব করে বললাম, ''আচ্ছা, গণেশদার সেই বন্ধুটি যাকে আমরা রাজুদা বলে ডাকতাম তার খবর জানো?''

আমি লক্ষ্য করলাম ছেলেটির মুখের ভাব পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর উত্তর দিল, ''তিনি তো অনেকদিন থেকেই নিখোঁজ।''

আমি অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, ''নিখোঁজ?''

''হ্যাঁ।''

''নিখোঁজ হলেন কীভাবে?''

''জানি নে।''

আমি আরও অবাক হওয়ার নাটক করলাম, ''স্ট্রেঞ্জ!''

''শুনিচি তার মাথায় ব্যারাম দেকা দেচিল।''

''কী ধরণের?''

''সেসব অবশ্য জানি নে। তবে দিনদিন পাগলাটে হয়ে যাচ্চিল।''

''ওহ্।''

চায়ের ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। চা-টা বেশ সুস্বাদু। ভালোই লাগল। আমি একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে ওর দিকে এগিয়ে ধরতেই সে টাকাটা নিতে অস্বীকার করল, ''না, না, এ আপনি কী করচেন?''

''এ কী! কেন?''

''আপনারা কাকাবাবুর পূর্বপরিচিত। অনেকদিন পর এদিকে এলেন। কাকাবাবু বেঁচে থাকলে কি টাকা নিতে পারতেন?''

''আরে না না। তা বললে হয় না। এই নাও ধরো, এটা তোমার টাকা।''

আমরা দাম মিটিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। দীপঙ্করদা বললেন, ''এবার?''

BanglaBook.org

আমি হাতের দুটো প্রেসক্রিপশনের মধ্যে একটা বের করে বললাম, ''আওয়ার নেক্সট ডেসটিনেশন ইজ ডক্টর পার্থ ঘোষ। ইনি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট। তার কাছে রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিজের চিকিৎসা করিয়েছিলেন। এমনকি পঁচিশ দিনের একটা কোর্স প্রেসক্রাইব করা ছিল। এই দেখুন।'' আমি প্রেসক্রিপশনটা তার হাতে দিলাম। তিনি মন দিয়ে দেখলেন। পকেট থেকে ফোনটা বের করে বললেন, ''একবার ফোনে নেব?''

আমি বললাম, ''নাহ, হঠাৎ করেই তার সামনে হাজির হব। সেটাই বেটার।''

একটু থেমে দীপঙ্করদাকে জিজ্ঞেস করলাম, ''আচ্ছা দীপঙ্করদা, আপনারা যখন এই কেসটা স্টাডি করছিলেন, তখন কি রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বা তার সঙ্গে যে তিনজন মহিলা মিসিং রয়েছেন, তাদের কারোর বাড়ির কোনো সিজার লিস্ট তৈরি করেছিলেন?''

''না। তা কী করে করব? যারা মিসিং রয়েছেন তাদের কাউকেই আমরা কোনোরকম সন্দেহ করিনি। এই ভাবনা একমাত্র আপনার মনেই আসা সম্ভব। আর তাছাড়া একমাত্র খুন বা অপরাধের জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও কীভাবে এসব কাজ করব? আই মিন টোটালি মিনিংলেস কথা বলছেন আপনি।''

আমি ভাবালু ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ালাম তার কথা শুনে। তিনি আবারও বললেন, ''তাছাড়া রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িটা তো কোনো কুস্থল নয় যে সেটার সিজার লিস্ট তৈরি করব।''

আমি মুখে কিছু বললাম না। পরিবর্তে শুধু মুচকি হাসি ফেরত দিলাম তাকে।

দমদমে ডাক্তার পার্থ ঘোষের চেম্বারে পৌঁছোতে আমাদের বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগে গেল। ডাক্তারবাবু চেম্বারেই ছিলেন। আমরা যেতেই আমাদের দেখে কম্পাউন্ডার ভদ্রলোক কিছুটা ভয় পেয়ে গেলেন। আমরা গিয়ে দরজার বাইরে খোলা বারান্দায় দাঁড়ালাম। কম্পাউন্ডার এসে আমাদেরকে অবাক চোখে বললেন,

BanglaBook.org

''বলুন স্যার।''

আমি ভেজানো দরজার দিকে তাকিয়ে বললাম, ''ভিতরে কোনো পেসেন্ট আছেন বুঝি?''

ভদ্রলোক মাথা নাড়ালেন। বারান্দার কোণে বেঞ্চের দিকে চোখ পড়ল। দেখলাম দু'জন অপেক্ষা করছেন। এরা মানসিকভাবে অসুস্থ। চিকিৎসা করাতে এসেছেন। এদের সঙ্গে আরও কয়েকজন রয়েছেন। তারা তাদের পরিবারের লোকজন।

আমি কম্পাউন্ডারকে বললাম, ''আমরা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।''

''আমি এখনই জানাচ্ছি তাকে।''

''না থাক। ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই।''

হাত তুলে কম্পাউন্ডারকে থামালাম। বললাম, ''যিনি ভিতরে আছেন তার সঙ্গে কথা বলা শেষ হলে আমরা দেখা করব।''

''আচ্ছা, ঠিক আছে।'' তিনি মাথা নাড়লেন।

সামনেই একটা খোলা বাগান। নানারকম বড় বড় গাছ সেখানে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

আমরা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রায় কুড়ি মিনিট পর ভিতর থেকে রোগী বেরলেন। সঙ্গে একজন লোক। আমরা আর একমুহূর্ত দেরি করলাম না। চেম্বারের ভিতরে প্রবেশ করলাম। দীপঙ্করদাকে পুলিশের পোশাকে দেখে সাইকিয়াট্রিস্ট মহাশয় বেশ অবাক হলেন। আমি গিয়ে ডাক্তারবাবুর সামনে টেবিলের এপারে চেয়ারে বসলাম। দীপঙ্করদা দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।

পার্থ ঘোষ বিস্ময়ের সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন, ''কী ব্যাপার?''

আমি তার মুখের দিকে এক পলকের জন্য তাকালাম। বেশ ছিমছাম মানুষ। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। মাথার চুল বেশ বড়। ব্যাকব্রাশ করা। তার মোটা

BanglaBook.org

কাচের চশমার দিকে তাকিয়ে বললাম, ''এই প্রেসক্রিপশনটা আপনার তো?''

পকেট থেকে কাগজটা বের করে টেবিলে রাখলাম। তিনি সেটা বেশ ভালো করে দেখলেন। এবং অত্যধিক অবাক হয়ে বললেন, ''হ্যাঁ, আমারই। কেন?''

''এই ভদ্রলোকের আদৌ কোনো মানসিক রোগ ছিল কিনা সে ব্যাপারে জানতে চাই।''

''আমার তো খুব ভালো করে এখন আর মনে নেই।''

''একটু কষ্ট করে মনে করার চেষ্টা করুন। একটা গুরুত্বপূর্ণ কেস স্টাডি করছি আমরা। সেক্ষেত্রে এই ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য চাই।''

''যতদূর আবছা মনে আছে উনি একদিন সকালবেলা আমার কাছে এসেছিলেন। সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল। সম্ভবত তিনি তার গার্লফ্রেন্ড।''

''কী নাম তার?'' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

''সম্ভবত রণিতা দাস। যতদূর মনে পড়ছে। পদবীটা ভুল হতে পারে।''

''না ভুল নয়। আপনার স্মৃতিশক্তি বেশ প্রখর দেখছি।'' হেসে জবাব দিলাম তাকে। দীপঙ্করদা ইতিমধ্যে আমার পাশের চেয়ারটায় বসেছেন।

পার্থবাবু বললেন, ''দাঁড়ান কফি বলি তিনটে।''

''না, থাক।''

তিনি একটু চুপ থেকে বললেন, ''প্রেসক্রিপশনে তারিখ দেখে প্রায় ৩ মাস আগের বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা আমার এখনও আবছা মনে আছে কারণ ভদ্রলোকের আচরণে কিছুটা অস্বাভাবিকতা ছিল।''

''কী সমস্যা ছিল ওনার?''

''যতদূর আমি বুঝেছি, তিনি আবেগীয় একাকিত্বে ভুগছিলেন। এবং সেই কারণে অসম্ভব ও উদ্ভট জিনিসপত্র চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলেন। এসব

BanglaBook.org

ছেলেবেলা থেকে একা থাকার ও তীব্র মানসিক চাপে থাকার কারণে হয়। আমি ওনাকে তিন সপ্তাহের জন্য একটা ওষুধ দিয়েছিলাম। এবং পঁচিশদিন পর দেখা করে জানাতে বলেছিলাম কেমন থাকেন। কিন্তু তিনি আর কোনোরকম যোগাযোগ করেননি আমার সঙ্গে।''

''আচ্ছা।''

আমরা আর বেশি সময় নষ্ট করলাম না। কারণ এখান থেকে যা পাওয়ার পেয়ে গিয়েছি। রণিতার সঙ্গে রজতেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সেটা আগেই জানতাম। এবং তাদের মধ্যে যে মাঝেমধ্যেই দেখা হত তাও কনফার্ম। পার্থবাবুকে নমস্কার জানিয়ে আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

(৫)

চেঁচামেচিতে ঘুমটা ভেঙে গেল। বসার ঘরে জামাইবাবু আর দিদির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আয়ুষের গলাও পাওয়া গেল। সে তার মাকে বলছে, ''মামার ছবি বেরিয়েছে খবরের কাগজে! কী নাইস লাগছে দ্যাখো একবার মা!'' দিদির কোনো প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না।

গত রাতে দেরি করে ঘুমিয়েছি। তাই চোখের পাতা এখনও ভারী হয়ে আছে। ওদের কথাবার্তার মধ্যিখানেই আবার ঘুমে আমার চোখদুটো বুজে এল। আমি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে গেলাম নিমেষেই। কতক্ষণ যে ঘুমোলাম তা বলতে পারব না। হঠাৎ দিদির ঠেলায় চোখ চাইলাম। সে আমার দিকে চেয়ে বলল, ''কী রে আর কতক্ষণ ঘুমোবি?''

আমি সামনের টেবিলে রাখা ছোট ঘড়িটার দিকে তাকালাম। সকাল এগারোটা বেজে দশ মিনিট। সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে বিছানায় উঠে বসলাম।

''আমাকে ডাকিসনি কেন আগে?''

দিদি হাসিমুখে বলল, ''কেন? কোথাও বেরোবার প্ল্যান ছিল নাকি তোর?''

''না, তা নয়। কিন্তু অনেকটা বেলা হয়ে গেছে। একদম বুঝতে পারিনি। আসলে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল সকালের দিকে। আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।''

''বেশ। উঠে ফ্রেশ হয়ে নে।''

আমি কিছুক্ষণ ওভাবেই বসে রইলাম বিছানায়।

Banglabook.org

দিদি কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। কেন তা বলতে পারব না। কিছুটা ভারি ভারি লাগছে। ঠান্ডা লেগে সর্দি-কাশি হতে পারে। এটা তারই পূর্বলক্ষণ। এ ব্যাপারে একটা কথা মনে পড়ে গেল। কোন একটা বইতে যেন পড়েছিলাম। এখন আর বইটির নাম মনে করতে পারছি না। যতদূর জানি প্রায় আড়াইশোর মতো বিভিন্ন শ্রেণির ভাইরাস আছে যারা মানব শরীরে সর্দি-কাশি সৃষ্টি করতে সক্ষম। তবে এদের মধ্যে রাইনোভাইরাস সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ। কিন্তু সবথেকে আশ্চর্যের যে বিষয়টি তা হল, সর্দি-কাশির কোনো টিকা এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারেননি। যদিও চিকিৎসা দ্বারা এই রোগের উপসর্গগুলি প্রশমিত করা যায়। যাক গে। এসব নিয়ে ভেবে আপাতত লাভ নেই। বিছানা ছেড়ে উঠব উঠব করছি, হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল গত রাতের কথা। ঘুমের মধ্যে কাল দুটো অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। সেদুটো হুবহু আমার মনে নেই। তবে প্রথম স্বপ্নের কিছুটা মনে রয়েছে। স্বপ্নটা ছিল এরকম—

একটি ঘন জঙ্গলে আমি আর টিনটিন। দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছি। কেউই কোনো কথা বলছি না। অথচ ভাবটা এমন যে আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রচুর কথাবার্তা হয়ে গেছে। আমাদের মন বেশ প্রফুল্ল। আমরা হেঁটে চলেছি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। সরু একটা কাঁচা ইঁটের রাস্তা। চারপাশে সবুজ মখমলের মতো ঘাস। আর বড় বড় গাছপালা। হঠাৎ করেই দেখলাম একটা বাঘ দূর থেকে আমাদের দিকে দৌড়ে আসছে। আমি সেদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু আমার মধ্যে কোনো ভয়ের চিহ্ন নেই। আর টিনটিনের মধ্যেও কোনো চাঞ্চল্য দেখা গেল না। সে যেমন মাথা নীচু করে পথের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে মৃদুপায়ে হেঁটে চলেছিল, এখনও তেমনভাবে হেঁটে চলেছে। অথচ এমন নয় যে বাঘটা আর খুব বেশি দূরে রয়েছে। আমাদের দু'জনের ভাবটা এমন যে আসুক না রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। দেখা যাক সে কী করে। আমি আর টিনটিন এগোতে রইলাম। টিনটিন নিজের মনেই হাঁটছে এখনও। আর আমি চেয়ে রয়েছি বাঘটার দিকে। সে এখন অনেকটাই কাছে চলে এসেছে আমাদের। হঠাৎ করেই হিংস্র পশুটা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর। দেখলাম সে আমার হাঁটুতে

BanglaBook.org

ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ভালো করে চেয়ে দেখলাম। সেটা বাঘ নয়। গায়ের লোম উঠে যাওয়া একটা রোগাপাতলা কুকুর।

স্বপ্নটা এটুকুই। কিন্তু এর কোনো মাথামুণ্ডু খুঁজে পেলাম না।

''আসতে পারি?''

''জামাইবাবু আসুন।'' আমি বিছানা ছেড়ে উঠে বসলাম।

তিনি হেসে আমার দিকে তাকালেন, ''আজকের খবরের কাগজটা পারলে দেখো।''

''কেন?'' আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

''তুমি যে কলকাতায় ১৪ই ফেব্রুয়ারির কেসটা নিয়ে কাজ করতে এসেছ সেটা এক সাংবাদিক কোনোভাবে খবর পেয়ে ফলাও করে পত্রিকায় লিখেছেন।''

আমি একটা মুচকি হাসলাম। জামাইবাবু বললেন, ''যদি এই কেসটার পিছনে অনেকগুলো মাথা থাকে তাহলে তুমি আর তাদের নাগাল পাবে বলে আমার মনে হয় না। আর যদি একটি মাত্র মানুষের জন্য এই ঘটনা ঘটে থাকে তাহলেও সেই ব্যক্তি যতদূর সম্ভব সতর্ক হয়ে যাবেন খুব তাড়াতাড়ি।''

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। শুধু জানতে চাইলাম, ''কোন পত্রিকা ছেপেছে খবরটা?''

''দৈনিক কলকাতা এখন।''

''সাংবাদিকের নাম?''

''মিস্টার ডি.কে. দাগা। বিখ্যাত ক্রাইম রিপোর্টার।''

মৃদুকণ্ঠে বললাম, ''হুম, ওনার সম্পর্কে শুনেছি আগে।''

একটু চুপ থেকে বললাম, ''তোমার সঙ্গে কি পরিচিত আছে ভদ্রলোকের?''

তিনি বললেন, ''হ্যাঁ, মোটামুটি আলাপ রয়েছে।'' একটু থেমে গিয়ে বললেন, ''কেন? কী দরকার?''

BanglaBook.org

''তেমন কিছু না। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতাম।''

''বেশ তো। তার সঙ্গে কথা বলাতে আর এমন কী? ফোন নাম্বার দিচ্ছি। কথা বলে নাও।''

ফোন নাম্বারটা নিয়ে নিলাম। উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আজকে বোধয় ছুটিতে রয়েছেন।

আমি জামাইবাবুর ফেলে যাওয়া খবরের কাগজটা কোলের উপর তুলে নিলাম। সংবাদপত্রের একেবারে প্রথম পাতাতেই বড় বড় করে হেডিং ছাপা হয়েছে 'কলকাতায় পা রেখেছেন ডিটেকটিভ বর্ণদীপ নন্দী।' সঙ্গে আমার একটা রঙিন ফটো। ছবিটা গতবছর শীতের সময়কার। মুম্বইয়ে তাজ হোটেলের সামনে তোলা। সম্ভবত ভদ্রলোক আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ফলো করেন। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। অবশ্য কলকাতায় কী উদ্দেশ্যে এসেছি সে ব্যাপারে তিনি বিস্তারিত লিখেছেন নিউজে। কিন্তু সবশেষে একটা প্রশ্নচিহ্ন রেখে দিয়েছেন 'কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ যে রহস্যের কোনো সমাধান খুঁজে পেলেন না, এই তেইশ বছরের ছেলেটি কি পারবে ১৪ই ফেব্রুয়ারির সেই নিখোঁজ রহস্যের সন্ধান দিতে?'

খবরের কাগজটা সরিয়ে রেখে আমি বাথরুমে ঢুকলাম। ফ্রেশ হতে খুব বেশি সময় লাগল না আমার। ব্রেকফাস্টে দিদি কচুরি আর ক্ষীরের মাল্লেট দিল। সঙ্গে কমলা লেবুর পায়েস। আর দু'পিস শোনপাপড়ি। আমি যেকদিন এখানে রয়েছি, সেক'দিন যে দিদি নতুন নতুন মেনু করে খাওয়াবে তা বলাইবাহুল্য। এইসব খাবারের আইটেম একমাত্র তার মাথাতেই রয়েছে। কোথা না কোথা থেকে সে সমস্ত রেসিপি জোগাড় করে রেখেছে।

খাওয়ার টেবিলে বসে দিদিকে বললাম, ''পশ্চিমবঙ্গের নিউজ পেপারে অলরেডি আমার ছবি ছাপতে শুরু করেছে বুঝলি?''

দিদি আমার দিকে হালকা তাকিয়ে বলল, ''এমন বিরস বদনে বলছিস কেন কথাটা?''

BanglaBook.org

একটু চুপ করে থেকে বললাম, ''কারণ এই খবরটুকু এতক্ষণে তাদের কানে পৌঁছে গেছে।''

''কাদের?'' দিদি আশ্চর্য হয়ে তাকাল আমার দিকে।

''যাদেরকে কিডন্যাপ করে রাখা হয়েছে।''

দিদি ততোধিক আশ্চর্য হয়ে বলল, ''কিডন্যাপ?''

''হুম, আমার আপাতত তেমনই মনে হচ্ছে।''

''কিন্তু কী কারণে?''

''সেটাই তো জানার চেষ্টা করছি।''

আমার মোবাইল ফোনটা পকেট থেকে বের করে দুঁদে ক্রাইম রিপোর্টার মিস্টার ডি.কে.দাগা-কে ফোনে নিলাম। খুব সুন্দর একটা কলারটিউন ব্যবহার করেন ভদ্রলোক। বেজে উঠল সেটি। ''অংত কাল রঘুবর পুরজায়ী/ জহাং জন্ম হরিভক্ত কহায়ী।'' বুঝতে বাকি রইল না এটি হনুমান চলিশার মন্ত্র। মিস্টার দাগা ভারতবর্ষে বিশেষভাবে পরিচিত ও আলোচিত ক্রাইম রিপোর্টারদের একজন। তাঁর সম্পর্কে আমি প্রথম জেনেছিলাম একটি ইংরেজি ম্যাগাজিন থেকে। দু'হাজার উনিশে মুম্বাইয়ে ঘটতে যাওয়া একটি সন্ত্রাসবাদী হামলার প্ল্যান চৌপাট করে দিয়েছিলেন তিনি। এছাড়া দিল্লি পুলিশের খুব বড় একটা অপারেশনে তাঁর অনেক বড় অবদান ছিল। এছাড়া আরও বেশ কিছু ঘটনা রয়েছে। ভদ্রলোক সম্পর্কে আমার ইন্টারেস্ট অনেকদিনের। ইচ্ছে ছিল তাঁর সাথে অন্তত একবার দেখা করার। আজ যখন দেখছি তিনি নিজে আমার সম্পর্কে সংবাদপত্রে স্টোরি করেছেন, তখন তো একবার দেখা করতেই হয়।

''ইয়েস স্পিকিং।''

ফোনের ওপার থেকে একটা মোলায়েম গলা পাওয়া গেল। কোনো পুরুষ মানুষের গলার স্বর এতটা পাতলা হতে পারে তা জানা ছিল না। আমি ফোন কানে নিয়ে বাংলাতেই কথা বলা শুরু করলাম, নমস্কার স্যার। আমার নাম বর্ণদীপ নন্দী। আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য ফোন করলাম। সকালে 'দৈনিক

BanglaBook.org

কলকাতা এখন' সংবাদপত্রে আপনার করা স্টোরিটা পড়েছি।''

ওপাশ থেকে বিনয়সূচক হাসির শব্দ পেলাম। তিনিও বাংলাতেই কথা বললেন, ''আরেহ, আমি তো আপনার খুব বড় ফ্যান মিস্টার নন্দী।''

সুযোগটা মিস করা যাবে না। আমি মিস্টার দাগাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বললাম, ''স্যার, একবার যদি আপনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেতাম তাহলে নিজেকে ধন্য মনে হত।''

''ওহ, সিওর। তুমি চাইলে আজকেই করতে পারো।''

হাতে যেন চাঁদ পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ''কখন? কোথায়?''

তিনি মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে বললেন, ''ক্যামাকস্ট্রিট। হলদিরাম। ডট দুপুর তিনটে।''

আমাকে অল্পক্ষণ চুপ থাকতে দেখে আবারও বললেন, ''এনি প্রবলেম?''

''নো স্যার। আই অ্যাম কামিং।''

''ওকে, গুড।''

আমি ফোনটা রেখে দিলাম। একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম। ভদ্রলোক বাঙালি না হয়েও এত সুন্দর বাংলা কী করে বললেন? একদম স্পষ্ট! নিখুঁত!

***

চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। চোখদুটো অদ্ভুত মায়াবী। মুখে কয়েকদিনের জমানো দাড়ি রয়েছে। গায়ের রঙটা ফর্সা। মাথার মাঝখান থেকে চুলের সিঁথি করা। গায়ে একটা নীল রঙের জিনসের শার্ট। নায়কোচিত চেহারা। হাবভাবও বেশ স্মার্ট। এবং প্রফেশনাল। মিস্টার দাগা আমার বিপরীতে টেবিলের ওপারে বসেছেন। তিনি আমাকে হলদিরামের লস্যি খাওয়ালেন। সঙ্গে দইবড়া অর্ডার করেছেন। স্লিপ দেখিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে উনিই খাবারটা নিয়ে এলেন। আমি চামচ দিয়ে দইবড়ার টুকরোটা মুখের ভেতর পুরে দিয়ে বললাম, ''আপনার কী

BanglaBook.org

মনে হয়?''

তিনি চোখ বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, ''কিছুই বলা যাচ্ছে না।''

আমি চামচে করে দইটা ভালো করে বড়াতে মাখিয়ে নিয়ে বললাম, ''আমি আসলে জানতে চাইছি, কলকাতা পুলিশের এত কৃতি গোয়েন্দা থাকতেও ১৪ই ফেব্রুয়ারির ঘটনাটা কেউ কেন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না?''

মিস্টার দাগা হাসলেন। বললেন, ''তাদের তদন্তের পদ্ধতিতে ভুল ছিল।''

আমি তার চোখের উপর চোখ রেখে বললাম, ''আপনার কী মনে হয়? আমি পারব?''

''কেসটা খুবই জটিল। কিন্তু এটা সমাধান করার উপযুক্ত ব্যক্তি একমাত্র তুমিই। এটা আমার বারবার মনে হয়েছে।''

''সম্ভবত আমাকে এখানে ইনভলভ করার বুদ্ধিটা নগরপালকে আপনিই দিয়েছিলেন। অ্যাম আই রাইট?''

নিমেষেই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল ভদ্রলোকের। তার বয়েস আন্দাজ পঞ্চাশের মধ্যেই। তিনি আমার মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, ''এই কথাটা আপনাকে কে জানাল? নিশ্চয়ই সৌমেন চক্রবর্তী বলেছেন?''

আমি হাসিমুখে মাথাটা নাড়ালাম।

''তবে?''

''এটা আমি অনুমান করেছিলাম বহু আগেই। নগরপাল যেকোনো জটিল পরিস্থিতে মাঝেমধ্যে আপনার উপর ভরসা রাখেন তা আমি জানি। তাছাড়া উনি তো আপনার বাল্যবন্ধু?''

তিনি মাথা নাড়ালেন। আমি আবারও বলা শুরু করলাম, ''আসলে আপনার সঙ্গে আলাপ করার বহুদিনের ইচ্ছে ছিল আমার।''

''তোমার প্রথম কেসটা নিয়েও আমি সর্বভারতীয় একটা হিন্দি কাগজে

BanglaBook.org

রিপোর্ট করেছিলাম। বাংলায় করিনি।''

মাথা নাড়িয়ে বললাম, ''হুম, জানি আমি।''

তিনি দইবড়াটা চামচে নিয়ে দাঁতে কেটে বললেন, ''যেকোনো প্রয়োজনে আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি।''

একটু থেমে বললেন, ''তোমাকে শুরু থেকেই 'তুমি' করে বলছি বলে বিরক্ত হচ্ছ না তো?''

''না, না।'' আমি আন্তরিকতার সঙ্গে জবাব দিলাম।

তিনি বললেন, ''তদন্তের কাজ কতটুকু এগোল?''

''ঘুটি সাজানো শুরু করেছি। আগে দেখি ঠিকঠাক সাজাতে পারি কি না। তারপর তো দান চালব।'' তিনি হাসলেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

দীপঙ্কর দত্ত বেশ কয়েকবার ফোন করেছেন। রিসিভ করিনি। ফোনটা সাইলেন্ট মোডে রেখেছিলাম। ফোনটা হাতে নিয়ে মিসড কল দেখলাম চারটে। মিস্টার দাগা বললেন, ''আজকে উঠব। তবে কেসটার আপডেট আমাকে দিতে ভুলো না যেন?''

''না, ভুলব না।'' আমি হেসে হ্যান্ডশেক করলাম ভদ্রলোকের সঙ্গে।

তিনি অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছেন। তাই তাকে আটকালাম না। আমরা বড়জোর কুড়ি মিনিটের মতো বসেছিলাম।

তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমি হলদিরামেই বসে রইলাম। দীপঙ্করদাকে ফোন করতেই সে দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল, ''সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে।''

আমি বললাম, ''কী হল আবার?''

''মার্ডার।''

''অ্যাঁ? কার?''

ফোনের ওপার থেকে নাক দিয়ে জোরে সর্দি টেনে নিয়ে দীপঙ্করদা বললেন,

BanglaBook.org

''দেহ শনাক্ত করা যায়নি এখনও। শরীরের সমস্তটা কেটে টুকরো টুকরো করে শহরের চার জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। গত রাতে বড় প্রসাদের ঝুড়ির মতো শালপাতায় মোড়া চারটে প্যাকেট এভাবে পাওয়া গিয়েছে। প্রতিটাই ওরকম পাটের দড়ি দিয়ে শালপাতার ঝুড়িতে শক্ত করে বাঁধা ছিল।''

আমি বললাম, ''কোন কোন জায়গা থেকে প্যাকেটগুলো উদ্ধার করলেন?''

''একটা পাওয়া গেছে আমাদের এরিয়ায়। নিউ আলিপুরের একটি বাড়ির পিছনের বাগানে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে সেই বাড়ি থেকে একটা মিসিং ডায়েরি করা হয়েছিল তিনদিন আগেই।''

''মিসিং ডায়েরি?''

''হ্যাঁ। ভদ্রলোকের নাম তপন চক্রবর্তী। লোকাল রেশন ডিলার। ভদ্রলোকের বয়েস পঞ্চান্নের কাছাকাছি। তার একটি বাচ্চা মেয়ে রয়েছে। ওনার বউ শ্রীমতী নূপুর চক্রবর্তী গত তিনদিন ধরে মিসিং রয়েছেন। তপনবাবু নিজে এসেই সেই ডায়েরি করে গিয়েছিলেন। আমার যতদূর মনে হচ্ছে এর পিছনে ওই লোকটিই কোনো না কোনোভাবে জড়িত রয়েছে। দেহ শনাক্ত না করা পর্যন্ত কিছু ডিসিশন নিতে পারছি না। যদিও লোকটিকে আটক করেছি ইতিমধ্যেই। ইন্টারোগেশন রুমে জেরা চালাচ্ছি আমরা।''

''লাশটার বাকি তিনটে প্যাকেট কোথা থেকে পেলেন?''

''তিনটে থানার পুলিশ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। নারকেলডাঙা, মুচিপাড়া আর এন্টালি।''

''কেসটা এখন কাদের হাতে?''

''আপাতত আমাদেরকেই তদন্ত করার ভার দেওয়া হয়েছে।''

''বেশ।''

''আপনি কোথায় এখন?''

''ক্যামাকস্ট্রিটে রয়েছি।''

BanglaBook.org

''বিশেষ কোনো দরকারে?''

''না, না। তেমন কিছু নয়।''

''আসবেন নাকি একবার?''

''আসছি।''

দীপঙ্করদা ফোন রেখে দিলেন। আমি একটা মেগা-ক্যাবস বুক করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিন মিনিটের মধ্যেই গাড়ি এসে হাজির।

***

থানায় পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগল না। আমি যেতেই দীপঙ্করদা ওই থানার সাব-ইনস্পেকটর মিস্টার রাহুল কর্মকারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বললেন, ''আপাতত এই ঘটনার রহস্যভেদ করার দায়িত্ব রাহুলকে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আমার তত্ত্বাবধানেই সেটা হবে।''

আমি রাহুলবাবুর সঙ্গে প্রাথমিক আলাপটুকু সেরে নিয়ে বললাম, ''যাকে সন্দেহ করে তুলে এনেছেন তার সঙ্গে কি দেখা করতে পারি একবার?''

দীপঙ্করদা মাথা নাড়িয়ে বললেন, ''উঁহু, সন্দেহ নয়। ওনার স্ত্রীকে উনিই খুন করেছেন। আমি কনফার্ম। কয়েকদিন আগের করা মিসিং ডায়েরি নিজেকে সেফজোনে রাখার একটা চেষ্টা আর কী!''

আমি কোনো কথা বললাম না। রাহুলবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''চলুন, আপনি দেখা করতে চাইছিলেন?''

''হ্যাঁ চলুন।''

আমরা দু'জনে এগিয়ে গেলাম। দীপঙ্করদা অফিসেই রইলেন। সাব-ইনস্পেকটরের বয়েস খুব একটা বেশি মনে হল না। ওই ছত্রিশ কী আটত্রিশের মধ্যেই হবে। হাইট আমার মতোই। তবে পেশিবহুল শরীর বেশ আকর্ষণীয়।

BanglaBook.org

কথাবার্তা বেশ মার্জিত। তিনি আমাকে নিয়ে ইন্টারোগেশন রুমের দিকে এগিয়ে চলেছেন। হঠাৎ করে আমার দিকে ফিরে বললেন, ''স্যার, আমি কিন্তু আপনার খুব বড় ফ্যান।''

আমি ওনার মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলাম। এই ধরণের প্রশস্তিবাক্য যে কতবার শুনেছি। তাই আলাদা করে আর নতুন কোনো উত্তেজনা অনুভব করলাম না। তবে এটা ভাবতে মাঝেমধ্যে খুব ভালো লাগে যে এত মানুষ আমাকে চেনেন এবং পছন্দ করেন, আমি তাকে অভ্যাসবশত ''ধন্যবাদ'' জানিয়ে চুপ করে গেলাম। একটা ছোট ঘরের দরজা খুলে রাহুলবাবু আর আমি প্রবেশ করলাম।

লোহার জং-ধরা একটা চেয়ারে বড় বাল্বের নিচে বসে রয়েছেন একজন মধ্যবয়স্ক লোক। রোগা-পাতলা চেহারা। মুখের দু'দিক কিছুটা তোবড়ানো। চোখের নিচে ভাঁজ পড়ে গেছে। মাথার চুলেও পাক ধরেছে দেখলাম।

ঘরটিতে তখনও জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন দু'জন পুলিশকর্মী। সম্ভবত সাব-ইনস্পেকটরের টিমের হয়ে তদন্ত করছেন তারা। আমি রাহুলবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, ''ইনিই তপন চক্রবর্তী?''

''হ্যাঁ স্যার।''

''জিজ্ঞাসাবাদে কিছু উঠে এল?''

''না স্যার। একইভাবে বলে যাচ্ছেন উনি খুন করেননি।''

আমি ভালো করে লোকটির চোখের দিকে তাকালাম। চোখদুটো তার আধবোজা অবস্থায় রয়েছে। আমি তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, ''তপনবাবু চোখ খুলে তাকান আমার দিকে।''

লোকটি আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর চোখ খুলে তাকালেন। আমার দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে কেঁদে ফেললেন, ''স্যার, বিশ্বাস করুন। আমি খুন করিনি। আপনারা অযথা আমাকে সন্দেহ করছেন।'' লোকটি কান্নায় ভেঙে পড়ল।

BanglaBook.org

আমি সাব-ইনস্পেকটরের দিকে তাকিয়ে বললাম, ''মারধোর করেছেন নাকি?''

''হ্যাঁ, তা একটু আধটু তো করতেই হয়।''

আমি লোকটির চোখের দিকে আবারও তাকালাম। জানি না কেন আমার জিভ নড়ছে। জিভের ভিতর শব্দ তৈরি হচ্ছে। এটা কেবল আমিই বুঝতে পারি। এটা আমার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা কি না জানি না। তবে এসব আমার একটা আলাদা শক্তি। আমি শান্তভাবে আমার জিভকে অনুসরণ করার চেষ্টা করলাম। আমার জিভ ভিতরে ভিতরে নড়ে উঠছে। আমি সেসব বোঝার চেষ্টা করলাম। রাহুলবাবু হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে প্রশ্ন করলেন, ''আপনার কী মনে হয় স্যার?''

প্রত্যুত্তরে আমার জিভ নিজে থেকে বলে উঠল, ''ছেড়ে দিন ওনাকে। ইনি খুনি নন।''

কথাটা বলে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। আমার দিকে ঘরে উপস্থিত সকলেই তাকালেন। আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, ''উনি খুন করেননি বলে মনে হচ্ছে আমার। তবে আপনারা আপনাদের মতো অনুসন্ধান চালিয়ে যান। সত্যটা অবশ্যই বেরিয়ে আসবে।''

আমি ইন্টারোগেশন রুম থেকে আবারও দীপঙ্করদার অফিসরুমে ফিরে এলাম।

তিনি ইতিমধ্যেই কফি আনিয়েছেন আমার জন্য। সঙ্গে সিঙাড়া।

আমি চেয়ারে বসে বললাম, ''দীপঙ্করদা, যিনি খুন হয়েছেন তার সম্পর্কে জানতে চাই।''

দীপঙ্করদা এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন, ''মৃতার বয়েস তিরিশ। নাম নূপুর চক্রবর্তী। হাইট পাঁচফুট তিন ইঞ্চি। শরীরে বিশেষ কোনো চিহ্ন নেই। তবে ডানহাতের কড়ে আঙুলের মাথাটা চার বছর বয়েস থেকে ভাঙা। বিয়ে হয়েছে আট বছর আগে। একটা সাত বছরের মেয়ে রয়েছে ওনাদের। স্বামীর সঙ্গে

BanglaBook.org

সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না। মাঝেমধ্যে ঝগড়া-অশান্তি হত। অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে মহিলার সম্পর্ক থাকাটা খুব স্বাভাবিক। যদিও এখনও জানতে পারিনি। তবে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। সব ইনফরমেশন পেয়ে যাব কাল পরশুর মধ্যেই।''

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''পোস্টমর্টেম কোথায় করানো হচ্ছে?''

দীপঙ্করদা বললেন, ''ডাক্তার অনিরুদ্ধ চৌধুরী ও তাঁর টিম এটা নিয়ে কাজ করছেন।'' কিছুটা থেমে তিনি আবারও বললেন, ''বুঝলেন না? গোটা শরীরটা পিস পিস করে কাটা হয়েছে। যেমনটা মুরগি কাটা হয় ঠিক তেমন। উফ, দেখলে বমি উঠে আসে। এই চব্বিশ বছরের চাকুরী জীবনে এর চেয়ে ভয়াবহ কেস আগে কখনও পাইনি।''

আমি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, ''সত্যি বলছেন?''

''আলবত সত্যি বলচি। এরকম কুচো কুচো করে কেউ যে নিজের বউকে কেটে ফেলতে পারে... উফ, ভাবলেই গা গুলিয়ে উঠছে।''

আমি সিঙাড়ায় কামড় বসিয়ে বললাম, ''আপনি এখন কি অফিসে ব্যস্ত থাকবেন?''

তিনি চোখের পাতা নাচিয়ে ফিসফিস করে বললেন, ''আপনার জন্য ফ্রি। বাদবাকিদের জন্য ব্যস্ত।''

আমি হেসে ফেললাম। তিনিও হাসলেন। কফির কাপটা মুখে নিয়ে বললাম, ''একবার দেখা করতে চাই।''

তিনি চোখ বড় করে বললেন, ''রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাবা-মায়ের সঙ্গে?''

''না।''

''তাহলে?''

''ডাক্তার অনিরুদ্ধ চৌধুরীর সঙ্গে।''

BanglaBook.org

''হঠাৎ?''

''লাশের টুকরোগুলো নিজের চোখে দেখতে চাই।''

''খামোকা কেন এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন বলুন দেকি?''

আমি সামান্য হেসে দীপঙ্করদাকে বললাম, ''আহা, চলুন না। ঘুরেই আসি।''

তিনি আমার মুখের দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে বললেন, ''বর্ণদীপ নন্দী যখন আদেশ করেছেন তখন তো না মেনে উপায় নেই।''

আমরা দু'জনেই হেসে উঠলাম।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

(৬)

অধ্যাপক ড.অনিরুদ্ধ চৌধুরী কলকাতা মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক অ্যান্ড স্টেট মেডিসিন বিভাগের প্রধান। ময়নাতদন্তের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি ও তাঁর টিম। দীপঙ্করদা গিয়ে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ড. চৌধুরী অবাক হয়ে হ্যান্ডশেক করে আমাকে বললেন, ''আরে বাপরে, আপনি তো সেই মানুষটি যার নাম গোটা ভারতবর্ষ জানে!''

আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানালাম, ''তেমন কিছু নয়।''

ডাক্তারবাবু বললেন, ''তেমন কিছু নয় বললে হবে? আপনার সম্পর্কে তো খবরের কাগজে প্রচুর পড়েছি। আজকের বৈকালিক ইংরেজি নিউজপেপার ''BRAHMA''-তেও আপনাকে নিয়ে নিউজ রয়েছে।''

আমি ধীরকণ্ঠে বললাম, ''থাকতে পারে। আসলে আমি এখানে এসেছি ওই শালপাতায় মোড়া লাশের টুকরোগুলো দেখতে। সেটা কি আমাকে একটিবারের জন্য দেখানো সম্ভব?''

''এই খুনের ঘটনাটা কি আপনি ইনভেস্টিগেশন করছেন?''

''না।''

ড. চৌধুরী আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, ''তাহলে অন্য কোনো ইস্যু আছে নাকি?''

''আসলে তা নয়। এটা তো খুব রেয়ার একটা কেস। তাই কিছুটা আগ্রহের বশবর্তী হয়ে চলে এসেছি।''

BanglaBook.org

''প্যাকেটগুলো মর্গে রাখা হয়েছে। রাত্রি আটটা থেকে কাজ শুরু হবে। চলুন দেখে আসবেন।''

আমি আর দীপঙ্করদা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে এগিয়ে গেলাম। ওষুধের গন্ধে হলঘরটা ম-ম করছে। আমরা তিনজনে মর্গের বিশাল বড় হলঘরটার ভিতর দিয়ে হেঁটে গেলাম। বেশ সাফশুতরা জায়গা। মেঝে থেকে তীব্র ফিনাইলের গন্ধ নাকে এসে ঠেকছে। চারপাশটা একবার তাকিয়ে দেখলাম। মরচুয়ারি কুলার রয়েছে প্রায় দুশোটি। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম প্রতিটি ফ্রিজেই চারটি করে ড্রয়ার রয়েছে। এবং একটি ফ্রিজে সব মিলিয়ে কুড়িটি মৃতদেহ রাখা যায়। আমরা এগিয়ে গেলাম একটি ছোট্ট কক্ষের দিকে। এই ঘরেই মানুষের লাশ কাটাছেঁড়া করেন ডাক্তারবাবুরা কিংবা তাঁদের সহযোগীরা। প্রধান হলঘরে এ.সি. চলায় এখানকার তাপমাত্রা বেশ কম। রীতিমতো শীত করছে আমার। ছোট্ট ঘরটায় ঢুকতেই দেখি দু'জন ব্যক্তি একটি স্টিলের লম্বা টেবিলের মতো ট্রে-তে কাটা মানুষের টুকরো জমা করেছেন। আমরা ঘরে প্রবেশ করতেই তারা আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। ড. চৌধুরী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি অ্যানাটমি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সুবীর রায়। আর উনি ফরেনসিক প্যাথলজিস্ট অধ্যাপক সুব্রত বিশ্বাস।''

আমি কিছুটা অবাক হয়ে বললাম, ''আপনি যে বললেন রাত্রি আটটা থেকে কাজ শুরু হবে!''

তিনি হেসে বললেন, ''ঠিকই শুনেছেন। তবে কাজটা শুরু হওয়ার আগে সবরকম ব্যবস্থা সেরে নেওয়া হচ্ছে।''

আমি হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। সন্ধে সাতটা বাজতে পাঁচ। ডাক্তারবাবু বললেন, ''অনেকটা সময়ের ব্যাপার। লাশের টুকরোগুলোকে জোড়া লাগাবার আগে আমাদেরকে দেখতে হবে কোন কোন অংশগুলোতে পচনক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।''

এইসময় ড. বিশ্বাস বললেন, ''কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই পচন আসেনি এখনও। ব্যাপারটা খুব তাজ্জবের।''

BanglaBook.org

মুহূর্তেই শালপাতায় মোড়া মানুষের খণ্ড খণ্ড টুকরোগুলোর দিকে তাকালাম। রীতিমতো বমি উঠে এল। বুকের ভিতরটা কী এক অজানা ভয়ে ঢিপ ঢিপ করতে শুরু করেছে। নিজের মনকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। এমন নয় যে আমার স্নায়ু খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এরকম কোনো মানুষকে টুকরো টুকরো হয়ে লাশকাটা ঘরে শুয়ে থাকতে দেখিনি কখনও। এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথমবার। আমি অবশ্য ওই বীভৎস লাশের টুকরোগুলোর দিকে কিছুটা এগিয়ে গেলাম। কেন জানি না মনে হচ্ছে, যেন টাটকা খুন। দুটো মোড়ক খোলা হয়েছে ইতোমধ্যে। এখনও দুটো রয়েছে। শালপাতার তৈরি বেশ বড় ঝুড়িতে পাটের দড়ি দিয়ে টানটান করে বাঁধা রয়েছে লাশটা। তখনও ফাঁক থেকে হাতের তিনটে আঙুল দেখা যাচ্ছে। বেশ লম্বা লম্বা আঙুলগুলো। আমি ডাক্তারবাবুকে বললাম, ''মাথাটা দেখা যাবে?''

তিনি আমাকে কোনো উত্তর না দিয়ে কর্মরত ডাক্তারকে ইশারা করলেন। মুখে সার্জিকাল মাস্ক পরা ডাক্তার সুবীর রায় এগিয়ে এসে একটা সাদা রঙের পাতলা বস্তার মাঝারি ব্যাগ থেকে একটি মুণ্ডু বের করলেন। দীপঙ্করদা আঁতকে উঠলেন, ''উফ কী বীভৎস!''

আমি লক্ষ করলাম মুখের চামড়া অবশিষ্ঠ নেই। নাক, ঠোঁট সমস্তটাই ধারাল কিছু দিয়ে চেঁচে তুলে নেওয়া হয়েছে। ডাক্তারবাবু বললেন, ''এটা মোড়ক ছাড়া আলাদাভাবে এই ব্যাগটায় পাওয়া গিয়েছে।''

কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, ''ডাক্তার বিনোদ কয়ালকে আসতে বলেছি। উনি প্লাস্টিক সার্জারিটা করবেন। দেখি আলটিমেটলি কার এমন দুর্দশা করা হল।''

''কে বা কারা যে এভাবে খুন করতে পারে তা মাথাতেই আসছে না।'' আমি খুব মৃদুভাবে বললাম।

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, ''আমি চাই যে বা যারা এই কাজ করেছে তাদের কঠোরতম শাস্তি হোক।''

BanglaBook.org

আমি কোনো প্রত্যুত্তর না করে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে শালপাতার ঝুড়িটার ছবি তুলে রাখলাম। কারণ এই ধরণের শালপাতার ঝুড়ি সচরাচর খুব একটা চোখে পড়ে না। কিংবা কেউ ব্যবহার করেন বলেও আমার মনে হয় না। দীপঙ্করদা আমার কাছে সরে এসে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, ''চলো হে। আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে আমার ব্লাডপ্রেসার হাইরিস্কে চলে যেতে পারে।''

আমরা আর দাঁড়িয়ে না থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে এসে যেন হাঁফ ছাড়লেন দীপঙ্করদা। আমি তাকে ধীর গলায় বললাম, ''মাথা থেকে বের করে দিন। চলুন চা খাই।''

তিনি একপলক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''কী ধাতু দিয়ে যে আপনি তৈরি! লাশটাকে ওভাবে দেখার পরও কোনোরকম প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে না আপনার ভিতর?''

হেসে বললাম, ''ওটাকে সাবজেক্ট হিসেবে নিন। এত চাপের কিছু নেই।''

আমি নিজেকে যথারীতি সামলে নিয়েছি। গাড়িতে উঠে দীপঙ্করদাকে বললাম, ''তপন চক্রবর্তীকে থানায় আটকে না রেখে ছেড়ে দিতে বলুন। উনি খুনটা করেননি।''

তিনি বিস্ময়ে চোখের ভুরুটা কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন, ''মানে?''

''মানে উনি খুনি নন।''

''কী বলতে চাইছেন?''

''আমি কিছু বলতে চাইছি না। আমার জিভ বলছে তপনবাবু খুনি নন। আর এটা ওনার স্ত্রীর লাশ নয়।''

নিউ আলিপুর থানার ও.সি. মিস্টার দীপঙ্কর দত্ত মারাত্মকভাবে চমকে উঠলেন।

তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, ''কী বলছেন কী আপনি? তাহলে এটা কার লাশ? আর ওনার স্ত্রী, যিনি মিসিং রয়েছেন তিনি যে এটা নয় আপনি এত

BanglaBook.org

সিওর হয়ে কীভাবে বলছেন?''

আমি শান্তকণ্ঠে বললাম, ''দেহটা জোড়া লাগিয়ে ময়নাতদন্তের পর সেসব আপনারা জানতে পারবেন। আপাতত আমার জিভ বলছে এই কেসটার সঙ্গে ১৪ই ফেব্রুয়ারির কানেকশন রয়েছে।''

দেখলাম তিনি ঘামতে শুরু করেছেন। আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, ''আপনি খামোকা টেনশন নিচ্ছেন। আপনাদের সাব-ইনস্পেকটর যেমন তদন্ত করছেন করুক। তাকে এসব বলার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি জাস্ট আপনাকে জানালাম।''

তিনি কেমন একটা চোখে আমার দিকে তাকালেন। তার দৃষ্টিতে বিস্ময়ের অভাব নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে কেমন একটা ভয়ও লক্ষ করছি। আমি বললাম, ''আপনার সঙ্গে আমার যেসমস্ত কথাবার্তা এই মুহূর্তে হল এসব কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। চলুন আমি একবার আপনার এরিয়ার সেই জায়গাটা দেখতে চাই যেখান থেকে শালপাতার মোড়কটা পাওয়া গিয়েছে।''

দীপঙ্করদা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, ''তপন চক্রবর্তীর বাড়ির পিছনের অংশটা?''

''হ্যাঁ।'' আমি মাথা নেড়ে সংক্ষেপে জানালাম।

পুলিশের ভ্যান ছুটেছে নিউ আলিপুর পেট্রলপাম্পের দিকে। আমি চুপচাপ বসে মনে মনে একটা অঙ্ক মেলাবার চেষ্টা করছি। দীপঙ্করদা বললেন, ''একটা সিগারেট ধরাচ্ছি। আপনার কোনো অসুবিধা নেই তো?''

আমি বললাম, ''এখন সিগারেট না ধরানোই ভালো। আপনার মস্তিষ্কের নার্ভ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আছে। পারলে কিছুটা জল খান।''

তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন। মুখে কোনো কথা বললেন না। গাড়িটা অবশ্য তিনি ড্রাইভ করছেন। আমি তার পাশে বসে রয়েছি। তার নার্ভাসনেস কাটাবার জন্য আমি গাড়ির এফ.এম.-টা অন করলাম। কলকাতার মানুষদের এই এক সমস্যা। তারা জগাখিচুড়ি ভাষায় কথা বলতে বেশি পছন্দ করেন। কোন স্কুল থেকে পাশ করে এসে যে এরা চাকরি পায় তা ভেবেও পাই

BanglaBook.org

না। মুম্বাইতে অন্তত এমন কোনো ব্যাপার নেই। যিনি রেডিওতে অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন তিনি অদ্ভুত বাংলা, হিন্দি আর ইংরেজি ভাষার মিশ্রণ তৈরি করে এমন বকবক করছেন যে মনে হবে এটা নতুন কোনো ভাষা। কিশোর কুমারের একটা পুরনো গান শুরু হল। 'ফির সুহানি সাম ঢলি।' আমি চুপ করে রইলাম। মিউজিক একটা মেডিসিন। মানুষকে শান্ত ও স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। নিউ আলিপুর পৌঁছতে আমাদের আধঘণ্টা সময় লেগে গেল। গাড়িটা একটা গলিতে পার্ক করা হল। দীপঙ্করদা আমাকে ইশারায় বোঝালেন কিছুটা হেঁটে যেতে হবে। আমি নিচু গলায় তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ''বাড়ির সামনে থেকে না গিয়ে পিছন দিক থেকে যাওয়ার কোনো রাস্তা আছে?''

তিনি একটু ভেবে বললেন, ''যাওয়া যেতে পারে। তবে পাঁচিল টপকাতে হবে।''

''তাহলে পিছন দিক থেকেই চলুন।''

তিনি জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি বললাম, ''কারোর চোখে পড়তে চাই না। কিছুটা গোপনীয়তা বজায় রাখতে চাই।''

''বেশ।''

বাপের বয়েসী দীপঙ্করদাকে কাঁধে হাত দিয়ে বললাম, ''আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।''

তিনি মাথা নাড়ালেন। অর্থাৎ আমার উপর তার ভরসাটুকু রয়েছে। আমরা একটা গলির মধ্যে ঢুকলাম। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একটা পাঁচিল দেখিয়ে তিনি বললেন, ''এটাকে টপকালে আমরা বাড়ির পিছনের বাগানে ঢুকে পড়তে পারব।''

আমি চারপাশটা একবার দেখে নিলাম। দিব্যি শুনসান এলাকা। আশেপাশে কেউ নেই। ল্যাম্পপোস্টে হালকা একটা বাল্ব জ্বলছে। একটা কুকুর শুয়ে রয়েছে কিছুটা দূরে। আমাদের দিকে একবার মাথা তুলে সে তাকাল। কিন্তু কোনোরকম ইন্টারেস্ট দেখাল না। যেমনি শুয়ে ছিল, তেমনই সামনের দু'পায়ে মুখ গুঁজে পড়ে রইল।

BanglaBook.org

আমি মনে মনে বললাম, ‘‘গুড।’’

আশেপাশে গাছপালা রয়েছে। নারকেলগাছ আর আমগাছ রয়েছে বেশ কিছু। এদিকটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা। কলকাতার ভিতরে এমন জায়গা বেশ অন্যরকম লাগে। অনেকটা মফস্বলের মতো। পাঁচিলটার গা ঘেঁষে একটা ছোট ড্রেন। আমরা দু’জনে পাঁচিলের কাছে এগিয়ে এলাম। খুব বেশি হাইট নয়। দু’জনেই লাফ মারলাম। পাঁচিলে উঠে বাগানের দিকে লাফিয়ে পড়লাম। দীপঙ্করদা মাটিতে পড়েই ‘উঁহু’ করে শব্দ করলেন।

আমি নিচুস্বরে বললাম, ‘‘কী হল?’’

‘‘মাটিটা নরম। জুতোটা ডেবে গেছে।’’

‘‘হুম, তাই তো দেখছি।’’

বেশ অন্ধকার চারদিকে। ঘন গাছপালা রয়েছে। বাগানের মধ্যে আমগাছ আর নিমগাছ রয়েছে অনেকগুলো। শিউলিফুলের গন্ধ পেলাম নাকে। কাছেপিঠে কোথাও শিউলি গাছ রয়েছে নিশ্চয়ই। দীপঙ্করদা আমার হাতটা ধরে বললেন, ‘‘বাড়িটা পুরো অন্ধকার।’’

আমি ফিসফিসিয়ে বললাম, ‘‘শালপাতার মোড়কটা কোনদিকে পেয়েছিলেন?’’

‘‘এদিকটা নয়। বাড়ির পিছনে যেখানটায় ময়লা স্তূপ হয়ে রয়েছে সেদিকটায়।’’

‘‘ওদিকটায় চলুন তাহলে।’’

দু’জনে এগিয়ে গেলাম নিঃশব্দে। কয়েকটা জোনাকি উড়তে দেখলাম। গোটা বাড়িটা নিস্তব্ধতায় থমকে রয়েছে। একটা ঘন অন্ধকার যেন গ্রাস করছে বাড়িটাকে। কিছুটা এগিয়ে যেতেই দীপঙ্করদা বললেন, ‘‘এই যে ওইখানটায় দেখুন।’’

আমি তাকালাম। বাড়ির সমস্ত নোংরা এই জায়গাটায় সম্ভবত ফেলা হয়ে থাকে। মোবাইলের আলোটা জ্বালিয়ে আমি চারপাশটা দেখলাম। বাড়ির পিছনে

BanglaBook.org

একটা বড় জানলা রয়েছে। মাটির উপর আলো ফেলে এদিক-ওদিক লক্ষ করছিলাম। দীপঙ্করদা ফিসফিস করে বললেন, ''কিছু খুঁজছেন নাকি?''

আমি মুখে কোনো কথা বললাম না। নোংরার স্তূপের দিকে এগিয়ে যেতেই তিনি আবারও প্রশ্ন করলেন, ''নোংরা থেকে তুলে ওটা আবার কী পকেটে ঢোকাচ্ছেন?''

আমি ইশারায় মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বললাম দীপঙ্করদাকে। তিনি চুপ মেরে গেলেন। আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। চারপাশটা ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। মাথা নেড়ে চাপা গলায় বললাম, ''চলুন।''

দু'জনে পাঁচিলের কাছটায় ফিরে এলাম। লাফ মেরে রাস্তার ওপারে নামলাম। গলিটা ফাঁকাই ছিল। কেউ কোথাও নেই। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দু'জনে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছি। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বললাম, ''একটা আধখাওয়া ট্যাবলেটের স্ট্রিপ পেয়েছি।''

''ট্যাবলেটের স্ট্রিপ? ওটা দিয়ে কী হবে?''

''নেশা করার ট্যাবলেট।''

''নেশা করার?''

আবারও বড় বড় চোখে তাকালেন তিনি। আমি বললাম, ''ইয়াবা।''

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

(৭)

কাল সারারাত ঘুম হয়নি। একটা হিসেব কষেছি মাথার মধ্যে। প্রায় রাত্রি তিনটে অবধি এসব চলেছে। আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে ১৪ই ফেব্রুয়ারির মিসিং কেস-এ নূপুর চক্রবর্তীর নামটাও জড়িয়ে পড়েছে। আর এই ঘটনাটার শেকড় অনেক দূর পর্যন্ত প্রোথিত রয়েছে। ভোরের দিকে অস্থির লাগছিল বেশ। কিন্তু আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত ফরেনসিক রিপোর্ট নাগালে আসছে ততক্ষণ আমাকে প্রতীক্ষা করতেই হবে। আমি ভোর চারটের সময় আমার ঘরে রাস্তার ধারের জানলাটা খুলে দিয়েছিলাম। অক্টোবরের ভোররাত। দূরের রাস্তাগুলোতে গাড়ি-ঘোড়া চলতে শুরু করেছে। যদিও শহরের ঘুম ভাঙতে দেরি আছে। হালকা অন্ধকারে পাখিদের ডাক শুনতে পেলাম। কাছেই ফুটপাতের বড় গাছটা থেকে একঝাঁক পাখি উড়ে চলে গেল। আমি সেদিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে ছিলাম। আজকে আর ঘুম হবে না আমার। মাথাটা ভারী হয়ে আছে। অবশ্য আলাদা কোনো ক্লান্তি নেই। আমার নার্ভ বরাবরই খুব সচল ও পরিশ্রমী। এই ব্রহ্ম মুহূর্তের একটা আলাদা শক্তি রয়েছে। সেই তেজটুকু আমি আমার প্রাণের ভেতর অনুভব করতে পারছি। যে অঙ্কটা ধরে আমি এগিয়ে চলেছি সেটা সঠিক নাকি ভুল তা নির্ভর করছে আজকের ময়নাতদন্তের রিপোর্টটার উপর। দোতলার ব্যালকনিতে কিছুক্ষণ পায়চারি করে আমি ঘুমোতে গেলাম। কিন্তু ঘুম এল না। তাই একটা বই নিয়ে বসলাম।

বইটির নাম ''দ্য স্ট্যান্ড''। লেখকের নাম স্টিফেন কিং। বইটি অনেক মোটা। পড়তে শুরু করে দিলাম। আজকে শেষ করতে পারব না হয়তো। টোটাল পৃষ্ঠা সংখ্যা তেরশো চুয়াল্লিশ। মূলত পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক হরর-

BanglaBook.org

ফ্যান্টাসি ঘরানার বই। পড়তে শুরু করে শেষ না করে উপায় নেই। কিন্তু কতক্ষণে শেষ হবে তা বলা খুব মুশকিল। তাই অতশত না ভেবে বইয়ের পাতায় নিমেষেই ডুবে গেলাম। জৈব যুদ্ধের জন্য তৈরি সাঙ্ঘাতিক সব জীবাণু নিয়ে গবেষণা করার কথা লেখা রয়েছে বইটিতে। একটি সুরক্ষিত গবেষণাগার থেকে একদিন এই জীবাণুগুলো অসাবধানবশত বের হয়ে যায়। ফলে মহামারীর সৃষ্টি হয় এবং বিশ্বের ৯৯%-এরও বেশি মানুষ তাতে মারা যান। এই বিষয় নিয়েই পুরো বইটা নানারকম ঘাত-প্রতিঘাতে এগিয়ে গেছে।

বেলা এগারোটার সময় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। প্রায় ৮০০ পাতা পড়ে ফেলেছি। বাকিটা খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুরে পড়ব ঠিক করলাম। বিছানা ছেড়ে সবে নেমেছি এমন সময় দিদি ঘরে ঢুকে বলল, ''আজকের দৈনিক বহমান পড়েছিস?''

আমি মুচকি হেসে বললাম, ''ইস, কতদিন আগে খবরের কাগজ পড়া ছেড়ে দিয়েছি জানিস?''

দিদি আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বলল, ''কী লিখেছে একবার পড়ে দ্যাখ।''

খবরের কাগজটা আমার বিছানার উপর রেখে দিদি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি খবরের কাগজটা হাতে নিতেই দেখি প্রথম পাতাতেই বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে '১৪ই ফেব্রুয়ারির রহস্য উন্মোচনে ব্যর্থ দুঁদে ডিটেকটিভ বর্ণদীপ নন্দী।'

আমি হেডিং দেখেই কাগজটা উল্টে সামনের টেবিলে রেখে দিলাম। ভিতরের স্টোরি আর পড়ে দেখলাম না। অনুমানে বুঝলাম এটা সম্ভবত মিস্টার দাগার সঙ্গে দেখা করার ফলাফল। এসব ব্যাপার নিয়ে বেশি না ভাবাই ভালো। পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়া হাউসগুলোর মধ্যে মারাত্মক রেষারেষি। যেহেতু মিস্টার দাগা আমাকে নিয়ে একটা ইতিবাচক কভারস্টোরি ছেপেছিলেন, তাই তাঁকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে একটা নেতিবাচক পাবলিসিটি লুফে নিতে চাইছেন বহমান সংবাদ সংস্থা। এসব পাঠক বাড়ানোর খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। আমি যদি ভেবে বসি

BanglaBook.org

যে, এ লেখা আমাকে অপমান বা ব্যঙ্গ করে লেখা হয়েছে তাহলে তা সম্পূর্ণই ভুল হবে। আসলে 'দৈনিক কলকাতা এখন' আর 'বহমান' সংবাদপত্র দুটি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বহুল পরিচিত ও পঠিত দুই কাগজ। এদের নিজেদের মধ্যে কমপিটিশনটা খুব বেশি। তাই কোনো ঘটনাকে এরা সাদা লিখলে, ওরা লেখে কালো। ওরা সবুজ লিখলে, এরা লেখে লাল।

আমি ফ্রেশ হয়ে এলাম। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ব্রেকফাস্টে গেলাম। দিদি বলল, ''কী ব্যাপার বল তো?''

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, ''কী ব্যাপার?''

''চোখ দুটো লাল কেন?''

''ওহ।'' মুচকি হেসে বললাম, ''রাত জেগে একটা বই পড়েছি তাই।''

''ঘুমোসনি রাতে!''

''না।''

''সে কী রে!''

''দ্য স্ট্যান্ড। পড়েছিস?''

দিদি মাথা নাড়ল, ''না।''

''দারুণ বই। আর খুব ইন্টারেস্টিং।''

''বেশ। এখন ঘুমিয়ে পড় তাহলে।''

''না।''

''তাহলে কী করবি এখন?''

''কাজ আছে।''

আমি প্লেট থেকে দুটো কচুরি আর দুটো ছানার জিলেপি তুলে নিলাম। দিদি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ''তোকে কিছুটা চিন্তিত দেখাচ্ছে।''

''তেমন কিছু নয়।''

BanglaBook.org

সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ''আমার চোখের চশমাটা কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্ছি না। একবার দেখিস তো।''

''মোটা কালো ফ্রেমেরটা?''

''হুম।''

''আয়ুষ তুলে রেখেছে তোর ড্রয়ারে। তুই কাল সকালে ফেলে রেখেছিলিস এখানেই।''

''ওহ, ঠিক আছে।''

আমি টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম। বইটা পুরো শেষ না করা অবধি একটা উত্তেজনা অনুভব করছি। ঘরে গিয়েই সেটা নিয়ে বসলাম। কাছেই রাখা ছিল 'বহমান' সংবাদপত্র। হঠাৎ করেই সেটা নিয়ে ভিতরের পাতাগুলো ওল্টাতে শুরু করলাম। রাশিফলে গিয়ে চোখ আটকে গেল আমার। বৃশ্চিক রাশিতে লেখা রয়েছে 'নতুন কাজের জন্য চেষ্টা করতে হবে। সন্তানের পড়াশোনার জন্য খরচ বাড়বে। বেকারদের আশা পূর্ণ না হওয়ার জন্য হতাশা আসতে পারে। বুদ্ধির ভুলে বিপদের আশঙ্কা। সন্দেহ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বড় অশান্তি। অর্থ নিয়ে একটু চাপ বাড়তে পারে। শিল্পীদের সময় খুব ভালো। অপব্যয়ের জন্য সঞ্চয় কম রইবে। বাড়ির কাজের জন্য কর্মে ব্যাঘাত। গোয়েন্দাতে সাফল্য আসবে।'

আমি ওই শেষ লাইনটায় গিয়ে আটকে পড়লাম 'গোয়েন্দাতে সাফল্য আসবে।' এখন ব্যাপারটা হল আমি বৃশ্চিকজাত নই। তাছাড়া এসব রাশিচক্র-ফক্র-তেও আমার তেমন কোনো বিশ্বাস নেই। কিন্তু আমি ভাবছি 'গোয়েন্দাতে সাফল্য' ব্যাপারটা আর আমার ব্যর্থতা নিয়ে ফলাও করে লেখা আর্টিকেলটা কি একই ব্যক্তির লেখা নয়? হতে পারে। আমি উঠে গিয়ে ড্রয়ার থেকে চোখের কালো চশমাটা বের করলাম। আমার দুটো চশমা রয়েছে। একটা বাড়িতে থাকলে পরি। আরেকটা বাইরে বেরলে। চশমার পাওয়ার মাইনাস তেরো। ছেলেবেলা থেকেই আমার চোখের সমস্যা রয়েছে। অবশ্য তাতে খুব বেশি অসুবিধা হয় না। বই নিয়ে বসে পড়লাম।

BanglaBook.org

স্টিফেন কিং লিখেছেন 'No one can tell what goes on in between the person you were and the person you become. No one can chart that blue and lonely section of hell. There are no maps of the change. You just come out the other side. Or you don't.'

এমনি সময় ফোন বেজে উঠল আমার। মনোযোগ ছিন্ন হল বইয়ের পাতার সঙ্গে। উঠে টেবিল থেকে ফোনটা তুলে নিতেই দেখি দীপঙ্করদা ফোন করেছেন। কলটা রিসিভ করব কি করব না এসব ভাবতে ভাবতেই ফোনটা কেটে গেল। আমি কলব্যাক করতেই ফোনের ওপার থেকে ও.সি.-র অসম্ভব উত্তেজিত গলার স্বর শোনা গেল, ''সব উল্টো ঘটতে শুরু করেছে বর্ণদীপ।''

আমি অবাক হয়ে বললাম, ''কী হয়েছে?''

''অনেক ব্যাপার। এতকিছু ফোনে ডিটেলে বলা যাবে না।''

''ঠিক আছে। আমি বেরোচ্ছি।''

''আমি এই মুহূর্তে থানাতে নেই।''

''আপনি কখন ফিরবেন?''

''বিকেল পাঁচটার পর।''

''বেশ। আমি তখনই আসছি।''

''ওকে।''

কলটা কেটে দিলেন তিনি। আমি ফোনটা হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। সবকিছু উল্টো ঘটতে শুরু করেছে? কী এমন হল? নিউ আলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত ও.সি. হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন?

বইটা আর শেষ করা হল না। আটশো তেইশ পাতায় এসে থেমে গেলাম। দুপুরে স্নান সেরে দু'ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলাম। ঘুম থেকে উঠে বিকেলে লাঞ্চ করে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময় দীপঙ্করদা আবার ফোন করলেন, ''হ্যালো, তোমার ফ্ল্যাটের নিচের রাস্তায় রয়েছি। তৈরি হয়ে চলে এসো জলদি।''

BanglaBook.org

কালো ফ্রেমের চশমাটা চোখে পরে বেরিয়ে এলাম।

***

দীপঙ্করদা একাই অফিসের গাড়ি নিয়ে এসেছেন। গাড়িতে উঠতেই তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, ''নূপুর চৌধুরীর কেসটা আর রাহুলের হাতে নেই।''

আমি যথাসম্ভব শান্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, ''কেন?''

দীপঙ্করদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''এটার দায়িত্ব এখন আপনার আর আমার উপর বর্তেছে।''

আমি হালকা হেসে বললাম, ''সে তো ভালো ব্যাপার। কিন্তু কারণটা বললেন না তো?''

তিনি সম্ভবত একটা ঢোঁক গেলার চেষ্টা করলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে করে বললেন, ''যে লাশটা নিয়ে আমরা সকলে কাল থেকে ইনভেস্টিগেশনে আছি সেটা পর্ণা ঘোষের মৃতদেহ।''

কথাটা বলেই তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমিও তার মুখের দিকে তাকিয়ে হালকা হাসলাম। তিনি আমাকে দেখে কিছুটা অবাক হলেন। আমি যথাসম্ভব শান্ত থেকেই বললাম, ''এটাই অনুমান করছিলাম।''

তিনি ততধিক অবাক হয়ে বললেন, ''আ... আপনি জানতেন?''

''টুকরো টুকরো লাশগুলো পর্ণা ঘোষের কিনা জানতাম না। তবে আমার মন বলছিল ১৪ই ফেব্রুয়ারির হারিয়ে যাওয়া চার মানুষের মধ্যে ওটা যেকোনো একজনের।'' একটু থেমে বললাম, ''আর আমার হিসেব কখনও ভুল হয় না।''

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে রইলাম। গাড়ির কাচটা নামিয়ে বাইরের কলকাতাকে দেখলাম। মানুষের ভিড় পিঁপড়ের মতো। ব্যস্ত তিলোত্তমা। সন্ধে নামছে। আলোতে ভরে উঠছে শহর। আমি বাইরের দিকে তাকিয়েই দীপঙ্করদাকে বললাম, ''আপাতত কোথায় চলেছি?''

BanglaBook.org

তিনি আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন, ‘‘কোথায় যাওয়া উচিত আমাদের এই মুহূর্তে?’’

আমি মুচকি হেসে বললাম, ‘‘এনসি রোড।’’

‘‘এনসি রোড?’’ দীপঙ্করদা আবারও অবাক হলেন।

আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম, ‘‘অধ্যাপক ডক্টর অনিরুদ্ধ চৌধুরীর বাড়ি।’’

আমার দিকে হাঁ করে তাকাতেই আমি বললাম, ‘‘উনি আজকে মেডিকেল কলেজে থাকবেন না। সকালে ফোন করেছিলাম। কথা হয়েছে। বাড়িতে যাব ছ'টার মধ্যে জানিয়ে দিয়েছিলাম। আপনি ঠিক পথেই যাচ্ছেন। এখান থেকে আর হাফ কিলোমিটার এগোলেই ফুলবাগান। ডানদিকে একটা মোড় পড়বে। সেটা বাঁক নিলেই জোড়া পেট্রোল পাম্প। তার পাশেই আশিয়ানা ফ্ল্যাট। রুম নাম্বার ৪৪৭A। থার্ড ফ্লোর।’’

ঠিকানা বাতলে দিয়ে আমি চুপ করে গেলাম। দীপঙ্করদাও আর কোনো কথা বললেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুলবাগান পৌঁছে গেলাম। রাস্তা ফাঁকাই আছে এদিকটা। পেট্রলপাম্পের কাছে এসে তিনি বললেন, ‘‘একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব?’’

আমি বললাম, ‘‘বলুন?’’

‘‘ফেলু মিত্তির কি আপনার পূর্বপুরুষ ছিলেন?’’

দীপঙ্করদার ঠাট্টায় না হেসে পারলাম না। ‘‘পূর্বপুরুষ কিনা জানি না। কিন্তু তাঁর আশীর্বাদ রয়েছে আমার মধ্যে। এটুকু বুঝতে পারি।’’

‘‘বেশ।’’ তিনি চোখ পাকিয়ে ইশারা করলেন এগিয়ে যেতে।

***

আমরা ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসলাম। কাজের দিদি এসে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে বলে গেলেন। আমি চারপাশটা চোখ বুলিয়ে দেখতে শুরু করেছি।

BanglaBook.org

দীপঙ্করদা সোফায় বসে ডানহাতের আঙুল নাচাচ্ছেন লক্ষ্য করলাম। মস্তিষ্কে উত্তেজনার সঞ্চার ঘটলে এমনটা ঘটে থাকে। বসার ঘরটা দারুণ ডেকোরেট করা। আমি আশ্চর্য হয়ে পূব দিকের দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে রয়েছি। সেখানে পর পর তিনটে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুণ্ডু টাঙানো রয়েছে। এছাড়া বুনো মোষের দুটি মাথা সামান্য চামড়াসহ ঝুলছে ঠিক তার নিচেই।

কিছুটা অবাক হয়ে দীপঙ্করদাকে বললাম, ''ডাক্তারবাবুর কি শিকারের নেশা রয়েছে নাকি?''

তিনি আমার প্রশ্ন শুনে কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরে প্রবেশ করলেন অধ্যাপক অনিরুদ্ধ চৌধুরী। তিনি আমার দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে বললেন, ''না হে আমার কোনো শিকারের নেশা নেই। এসব আমার পিতৃদেবের সম্পত্তি।''

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকাতেই তিনি উচ্চৈঃস্বরে বললেন, ''ব্যারিস্টার সমীরণ চৌধুরীর নাম শুনেছেন?''

নামটা শোনা শোনা লাগছে। আমি মনে করার চেষ্টা করলাম। মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল। পাঁচের দশকের কলকাতার একজন নামকরা লেখক। শিকার বিষয়ক বহু বই বাংলাভাষায় তিনি লিখেছেন। এমনকি তাঁর লেখা বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ পেঙ্গুইন প্রকাশনা থেকেও প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়েছিল। আমি সৌভাগ্যবান যে তাঁর লেখা একটি বই আমার পড়া আছে। আমি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম, ''উনি তো একজন বিখ্যাত লেখক!''

আমার কথাটা শেষ না করতে দিয়েই ডাক্তারবাবু বললেন, ''উনি যে শুধুই একজন বিখ্যাত লেখক তা নয়, এছাড়াও তিনি একজন বিখ্যাত শিকারী।''

দীপঙ্করদা আর আমি দু'জনেই একে অপরের মুখের দিকে তাকালাম। অনিরুদ্ধবাবু বললেন, ''আপনার তো দেখছি শিকারে দারুণ ইন্টারেস্ট রয়েছে?''

আমি কিছুটা ইতস্তত করে বললাম, ''না ইন্টারেস্ট ঠিক নয়। আসলে আমি ওনার লেখা একটি বই অনেক আগে পড়েছিলাম।''

BanglaBook.org

''নাম মনে আছে?'' তিনি শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি কিছুটা ভেবে নিয়ে বললাম, ''বারো শিকারের কথা।''

''আরিব্বাস।'' ডাক্তারবাবু ভীষণ খুশি হলেন আমার উত্তরে।

ইতিমধ্যেই আমাদেরকে কফি দেওয়া হল, সঙ্গে মিষ্টি। অনিরুদ্ধবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''আপনি আমার বাড়িতে আসছেন শুনে আনিয়েছি। বলুন তো এই মিষ্টির নামটি কী?''

কথাটা বলেই তিনি হা হা করে হেসে উঠলেন। হাসপাতালে তাকে যতটা সিরিয়াস দেখেছিলাম, বাড়িতে ঠিক ততটাই খোলামেলা। আমি প্লেটে রাখা চমচমের মতো দেখতে মিষ্টিটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ালাম, ''নাম তো বলতে পারব না।''

তিনি আবারও অট্টহাসি দিয়ে বললেন, ''তা বললে কি চলবে মশাই? আপনি হচ্ছেন ভারতবর্ষের একজন প্রথম শ্রেণির দুঁদে গোয়েন্দা। মিষ্টির নাম জানেন না বললে কি মেনে নেব আমরা? কী বলেন মিস্টার দত্ত?''

তাঁর কথায় দীপঙ্করদাও সুযোগ নিলেন। আমাকে ফাঁদে ফেলা গেছে এমন একটা ভাব দেখিয়ে অনিরুদ্ধবাবু বললেন, ''এর নাম বালিশ মিষ্টি। এগুলো নেত্রকোনার প্রোডাক্ট। কলকাতার গয়ানাথ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে আনানো হয়েছে।''

আমি কফিতে চুমুক দিয়ে বললাম, ''খুনটা কবে আর কীভাবে করা হয়েছে?''

আমাকে সিরিয়াস হয়ে উঠতে দেখে বাকি দু'জনের মুখের পেশি হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল। আমি ডাক্তারবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ''খণ্ড খণ্ড মাংসের টুকরোগুলো দিয়ে আপনারা কি শেষ পর্যন্ত জোড়া লাগাতে পারলেন অবিকল মানুষটাকে?''

''নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট সাকসেস হয়েছি আমরা। সমস্ত ছবি তুলে রেখেছি।''

তিনি উঠে গেলেন সোফা থেকে। পাশের ঘরে চলে গেলেন হঠাৎ। কিছুক্ষণের

BanglaBook.org

মধ্যেই একটা ল্যাপটপ নিয়ে বসলেন আমাদের সামনে। মেশিনটা অন করে আমাকে বললেন, ''খুনটা প্রায় বারোদিন আগে করা হয়েছে।''

''হোয়াট?'' আমি আর দীপঙ্করদা দু'জনেই সমস্বরে চিল্লে উঠলাম।

''ইয়েস।''

''সেটা কী করে সম্ভব? তাহলে তো লাশ পচে যাওয়ার কথা। এরকম শরীরের টুকরো টুকরো মাংস তো পাওয়া যেত না!''

ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, ''প্রায় বারোদিন আগে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। এবং খুনটা করা হয়েছিল সকাল পৌনে ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে। আর এরপর দেহটাকে টুকরো টুকরো করা হয় খুনের অল্প কিছুদিন পরে। মাংসের টুকরোগুলো থেকে অ্যাসেটোন আর পলিমার পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া শবদেহের ভিতরের অঙ্গগুলি থেকে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিও পাওয়া যায়। এগুলি সবই মৃতদেহকে টাটকা ও সতেজ রাখার কাজে ব্যবহার করেছে খুনি।''

তিনি কিছুক্ষণ থামলেন। লম্বা শ্বাস টেনে আবারও বলা শুরু করলেন, ''সমস্ত কাটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত কঠিন অধ্যবসায়ে চিকিৎসকরা জোড়া লাগিয়েছেন। লাশের কাটা মাথা থেকে সামনের কপালের মাথার চুল, নাক, ঠোঁট সব চেঁছে কেটে ফেলা হয়েছিল। অধ্যাপক বিনোদ কয়াল প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে মুখাবয়বটি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া খুন শ্বাসরোধ করে করা হলেও মৃতার শরীরে দীর্ঘদিন ধরে নানারকম অত্যাচার করা হয়েছে। এরকম বহু ক্ষতচিহ্নের হদিশ পেয়েছি আমরা হাড় ও ওষুধ মেশানো চামড়ার নীচের স্তরে। লম্বা লম্বা দাগ দেখতে পেয়েছি আমরা। ঠিক যেন দিনের পর দিন যদি কাউকে চাবুক মারা হয় তাহলে ওই দশা হতে পারে।''

ডাক্তারবাবু থামলেন। আমি মুখ নিচু করে হিসেব মেলাতে চেষ্টা করলাম। দীপঙ্করদা বললেন, ''আপনি কনফার্ম করলে তবেই ওনার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করব।''

BanglaBook.org

কোনো প্রত্যুত্তর না করে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, ''আর কিছু পেয়েছেন যা কিছুটা উদ্ভট মনে হয়েছে আপনার চোখে?''

তিনি কিছুটা সময় নিয়ে বললেন, ''মহিলাটির জরায়ু খুঁজে পাইনি।''

''মানে?''

''জরায়ু কেটে ফেলা হয়েছে।''

তিনি ল্যাপটপে একের পর এক ছবিগুলো দেখাতে শুরু করলেন আমাদের। দীপঙ্করদা বললেন, ''ডি.এন.এ. রিপোর্টে পর্ণা ঘোষকে আপাতত শনাক্ত করা গেল।''

অনিরুদ্ধবাবু বললেন, ''শুধু ডি.এন.এ. নয়, আমরা তার আগে Photographic Superimposition পদ্ধতিতেও পরীক্ষা করে দেখেছি, ওটা পর্ণা ঘোষেরই লাশ। মুখের ডানদিক ঘেঁষে পরপর দুটো গজদাঁত পাওয়া গেছে। আর কী চাই বলুন তো?''

এতক্ষণে তিনি আবারও হা-হা করে হেসে উঠলেন। আমি মন দিয়ে সমস্ত ছবিগুলো দেখছিলাম। পর্ণা ঘোষের মুখটা লম্বাটে। শরীরের উচ্চতা প্রায় ছ'ফিটের মতো হবে। হাতের আঙুলগুলো বেশ লম্বা। পায়ের পাতা অনেকটা চওড়া। মুখের সারল্যটা দিব্বি বোঝা যায়। যেন জীবন্ত পর্ণা ঘোষ আমাকে বলছে, ''খুনি যেন এর শাস্তি পায়। তিল তিল করে যে কষ্ট আমাকে দেওয়া হয়েছে তার প্রতিশোধ যেন তুমি নিতে পারো ভাই।''

আমি সোফা ছেড়ে উঠে পড়লাম। ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বললাম, ''যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে তাহলে আপনাকে ফোন করব।''

তিনিও করমর্দন করে বললেন, ''নিশ্চয়ই। এ কী বলার কথা নাকি। এনি টাইম। চলে এসো।''

BanglaBook.org

(৮)

একটা চায়ের দোকানের সামনে গাড়িটা থামানো হল। দীপঙ্করদা বললেন, ''একটা সিগারেট না ধরালে হচ্ছে না।'' তিনি আমার দিকে ছোট চোখ করে তাকিয়ে বললেন, ''আপনি তো আবার সিগারেট স্পর্শ করেন না।''

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। তিনি বললেন, ''তাহলে এক ভাঁড় চা হোক।''

আমি সংক্ষেপে বললাম, ''হোক।''

আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি শিয়ালদার কাছাকাছি। কিছুক্ষণ আগেই কোলেমার্কেটের ভিতর থেকে ঘুরে এলাম। একটা চাবুক বিক্রির দোকানে গিয়েছিলাম আমরা। শঙ্কর মাছের লেজ দিয়ে তৈরি অনেক ধরণের চাবুক দেখার সৌভাগ্য হল আজ।

দীপঙ্করদা বললেন, ''চা-এ বড্ড চিনি হয়ে গেছে।''

আমি বললাম, ''খারাপ লাগছে, না?''

তিনি মুখে 'হুঁ' শব্দ করে চুপ মেরে গেলেন। হঠাৎ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''কী মনে হচ্ছে? পারবেন তো?''

প্রত্যুত্তরে সামান্য হাসলাম আমি। ঘাড় নাড়িয়ে বললাম, ''দেখাই যাক না।''

তিনি সরাসরি আমাকে বললেন, ''আপনি কি জানেন এই ১৪ই ফেব্রুয়ারির কেসটাকে কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ?''

BanglaBook.org

চায়ের ভাঁড়টায় লম্বা চুমুক দিয়ে বললাম, ''অনেক কারণ রয়েছে। কিন্তু প্রধান কারণ রজতেন্দ্র মুখার্জী। তিনি একসময়ের নামজাদা কবি ছিলেন এটা ভুলে গেলে চলবে না। হতে পারে সমস্ত কিছু থেকে ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে সরিয়ে ফেলেছিলেন। সম্পূর্ণ বেপাত্তা হয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিখোঁজের খবর কোনোরকমে লিক হতেই সমস্ত প্রিন্ট মিডিয়ায় নিউজটা ছেয়ে গেছে। প্রায় এক দশক পর কবি রজতেন্দ্র মুখার্জী আরও একবার তাঁর ভক্তদের স্মৃতিতে ফিরে এসেছেন। আর আমার কাছে যতটুকু ইনফর্মেশন আছে তাতে এটুকু জানি তিনি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিশেষ পুরস্কারও পেয়েছিলেন। কাজেই চাপ তো আছেই। কলকাতা পুলিশ যদি ম্যাটারটা সলভ করতে না পারে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার এটাকে ইস্যু করেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ভোটের সময় খোঁচা দিয়ে প্রচার চালাবে। এ আর নতুন কী! কাজেই একদম উপরমহল থেকেই যে প্রেশার দেওয়া হচ্ছে কলকাতা পুলিশকে তা আপনি খোলসা করে না বললেও আমি বুঝি।''

তিনি ঠোঁট কামড়ে বললেন, ''এগজ্যাক্টলি। আর পাঁচটা মিসিং কেসের মতো ব্যাপারটা নয়। কিন্তু আমি ভাবছি আটমাস আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। তাহলে এতদিন কেন কোনো খুনের ঘটনা ঘটল না। এতদিন পর কেন পর্ণা ঘোষের লাশ হঠাৎ করে আমরা খুঁজে পেলাম?''

''হয়তো বাকি সকলেই এতদিনে খুন হয়ে গেছেন। একমাত্র পর্ণা ঘোষকেই বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল।''

দীপঙ্করদা আমার মুখের দিকে তাকালেন, ''তার মানে আপনি বলতে চাইছেন নিখোঁজ হওয়া চারজনের কেউই আর জীবিত নেই?''

''দীপঙ্করদা, ওরা জীবিত থাকতে পারে। কিংবা নাও থাকতে পারে। ওদের চারজনকে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি খুঁজছি সেই মানুষটিকে যে এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে। হতে পারে এতে তার কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। কিংবা নেই। সেসব যাই হোক না কেন, আমার অঙ্ক ঠিক পথেই এগোচ্ছে।''

তিনি কিছুটা চুপ মেরে রইলেন। এরপর আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন,

BanglaBook.org

''জীবনে অনেকরকম খুন-খারাবির কেস পেয়েছি। কিন্তু এই কেসটা এতটাই অড যে মাথার ঘিলু ঘুলিয়ে উঠছে আমার।''

আমি তাকে হাসিমুখে বললাম, ''খামোখা টেনশন নিচ্ছেন কেন? আর একটা সূত্র তো পেয়েই গেছি এগিয়ে যাওয়ার। আটমাস যখন অপেক্ষা করলেন, তখন আর কিছুদিনের জন্য অপেক্ষা করে নিন। খুনিকে আমি খুঁজে বের করবই।''

''হুম, তোমার ওপর সেই বিশ্বাস আমার আছে। তোমার বয়েস কম হতে পারে কিন্তু তুমি কর্মে আমাদের পিতা।''

কথাটা শুনে আমি নিতান্তই লজ্জায় পড়ে গেলাম। তাকে বললাম, ''ওভাবে বলবেন না। আপনারা আমাকে ভরসা করেন, এই বিশ্বাসটুকু অর্জন করতে পারাটাই আমার কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি বলে মনে করি আমি।''

''জানো তো, ক'দিন ধরে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছি!''

আমি প্রশ্ন করলাম, ''যেমন?''

''এই যেমন গত তিনদিন ধরে একই স্বপ্ন মাঝেমধ্যে ঘুমের মধ্যে দেখে নিদ্রাভঙ্গ ঘটছে। দেখছি, আমি একটা গাড়িতে বসে রয়েছি। আর গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটা লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে। অদ্ভুত সব ব্যাপার।''

একটু চুপ থেকে বললাম, ''অদ্ভুত কিছু নয়। এই স্বপ্নটার একটা ব্যাখ্যা এমন হতে পারে যে, আপনি কোনো একটি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তার প্রতীক হল এই গাড়ি। আপনার অবচেতনে যদি কোথাও এমন ভাবনা থেকে থাকে যে জীবনের ওপর আপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই তাহলে এমন স্বপ্ন দেখা সম্ভব।''

''সত্যি বলছ?''

''আলবাত সত্যি বলছি।''

''এক্ষেত্রে আমার কী করা উচিত?''

BanglaBook.org

''কিছুই না। আপনি অতিরিক্ত প্রেশার নিয়ে ফেলছেন। আপনার কিছুটা রিল্যাক্স করা উচিত।''

দীপঙ্করদা কখন যে 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নেমে এসেছেন তা বোধহয় তিনি নিজেও ঠাওর করতে পারেননি। অবশ্য এই আপনি থেকে তুমিতে আসতে তার অনেকটাই সময় লেগে গেল। তিনি আমাকে 'তুমি' 'তুমি' করেই সম্বোধন করতে শুরু করেছেন।

আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। তিনি গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললেন, ''গন্তব্য কোথায়?''

আমি বললাম, ''সাইকিয়াট্রিস্ট সব্যসাচী সরকারের বাড়ি যাওয়া একবার দরকার আমাদের।''

''বিশেষ কোনো কারণ?''

''আমাকে জানতে হবে রজতেন্দ্রবাবুর মানসিক রোগটা আসলে কী ছিল।''

তিনি বললেন, ''চলুন। খোঁজ নেওয়া যাক।''

গাড়ি চলল নিউ আলিপুরের দিকে। জায়গাটার নাম বুড়ো শিবতলা। ভদ্রলোক সম্পর্কে আগেই ইনফর্মেশন জোগাড় করে রেখেছিলাম। ওনার কাছে রজতেন্দ্রবাবু মাঝেমধ্যেই যেতেন। এবং ডাক্তারবাবু বিশেষ উপায়ে তার চিকিৎসা শুরু করেছিলেন একসময়। যদিও এ ব্যাপারে সবটা আমার জানা নেই। জোনাকি দেখে তপোবন খুঁজতে যাওয়ার মতো ব্যাপার আর কী!

আমাদের পুলিশ ভ্যানটা বুড়ো শিবতলার একটা গলিতে দাঁড় করানো হল। দীপঙ্করদা আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, ''ঠিকানাটা?''

''এই গলিতেই। চলুন না এগোনো যাক।''

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। দীপঙ্করদার চোখের দিকে ইশারা করলাম। বেল বাজাতেই কিছুক্ষণের মধ্যে একজন মহিলা দরজা খুলে দিলেন।

BanglaBook.org

''কী ব্যাপার? কাকে চাই?'' ভদ্রমহিলা বেশ অবাক হয়েছেন। সম্ভবত পুলিশের পোশাকে দীপঙ্করদাকে দেখেই বিস্মিত হয়েছেন তিনি।

আমি বললাম, ''ডাক্তারবাবু আছেন?''

''হ্যাঁ, কিন্তু আপনারা?''

''আমার নাম বর্ণদীপ নন্দী। আর উনি নিউ আলিপুর থানার অফিসার ইনচার্জ শ্রী দীপঙ্কর দত্ত।''

''ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কী দরকার আপনাদের?''

''সেটা ওনাকেই বলব। তাকে বলুন আমরা দেখা করতে চাই।'' বেশ ঝাঁঝিয়ে উঠলেন দীপঙ্করদা।

এতটা কর্কশ না হলেও চলত। কিন্তু ভদ্রমহিলা এত সওয়াল-জবাব করছিলেন যে সেকারণেই বোধয় তিনি এমনভাবে কথাগুলো বললেন। তার ধমকানি খেয়ে ভদ্রমহিলা মুখে কোনো কথা না বলে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। আমরা দু'জনে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিন মিনিটের মাথায় আবার মহিলাটি ফিরে এলেন। আমাদেরকে বললেন, ''বসার ঘরে আপনারা অপেক্ষা করুন। ডাক্তারবাবু আসছেন।''

আমরা সাইকিয়াট্রিস্ট সব্যসাচী সরকারের বসার ঘরে গিয়ে বসলাম। ভিতরটা খুব সুন্দর সাজানো-গোছানো। বেশ কিছুক্ষণ চুপটি করে বসে থাকার পর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দীপঙ্করদা বললেন, ''সাত মিনিট হতে চলল।'' কথাটা শেষ হওয়ার আগেই ডাক্তারবাবু ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। দেখে মনে হল বয়েস সত্তরের কাছাকাছি। গায়ের রঙ যথার্থ ফর্সা। অবশ্য তার মাথার চুলে কোনো পাক ধরেনি। এমনকি তার গায়ের চামড়াও একদম টানটান।

তিনি এসে আমাদের সামনের একটা চেয়ারে বসলেন। আমরা সোফায় বসেছিলাম। তাঁর দিকে তাকিয়ে নমস্কার জানালাম। উত্তরে তিনিও প্রতিনমস্কার জানিয়ে বললেন, ''বলুন, কী ব্যাপার?'' অনেকক্ষণ কথা না বলে চুপ করে

BanglaBook.org

থাকলে গলার স্বর যেমন ধরে গিয়ে ঘড়ঘড় করে, ডাক্তারবাবুর কথাগুলোও তেমনি শুনতে লাগল।

''আমার নাম বর্ণদীপ নন্দী। মুম্বাই থেকে এসেছি। আর ইনি নিউ আলিপুর থানার ও.সি. মিস্টার দীপঙ্কর দও। আমরা কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের পক্ষ থেকে একটা কেস স্টাডি করছি। এ ব্যাপারে আপনার কাছে একটা সাহায্যের আর্জি নিয়ে এসেছি।''

''আমার কাছে?'' ভদ্রলোক কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি হেসে বললাম, ''তেমন কিছু নয়। আসলে আমরা রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কে জানতে চাই।''

''রজতেন্দ্র!'' তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

''হুম, কবি রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আপনি তো খুব ভালো করেই চিনতেন তাকে?''

তিনি মুখে কোনো উত্তর দিলেন না। ছোট করে ঘাড় হেলিয়ে দিলেন। যার অর্থ—হ্যাঁ রজতেন্দ্রকে চিনতেন তিনি। কিন্তু নামটি শুনেই যেন একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ''কী জানতে চান তার সম্পর্কে?''

সুযোগ পেয়ে আমি প্রশ্ন করা শুরু করে দিলাম। তার মুখের দিকে হাসিমুখে তাকালাম, ''আপনি কতদিন ধরে চিনতেন তাকে?''

''খুব বেশিদিন নয়।''

''তাও?''

''ওই এক-দু'মাসের আলাপ ছিল।'' ধীর শান্তস্বরে বললেন তিনি।

আমি বললাম, ''আপনার কাছে কি উনি নিজে থেকে এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য?''

BanglaBook.org

''নিজে থেকে নয়। রাস্তায় হঠাৎ করেই আলাপ হয়েছিল তার সঙ্গে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝেছিলাম সে সুস্থ নয়। আমি নিজে থেকেই তাকে ডেকে এনেছিলাম আমার বাড়ি। তার যাবতীয় সমস্যার কথা জানতে চেয়েছিলাম।''

''কী সমস্যা ছিল তার?'' এবারে দীপঙ্করদা প্রশ্ন করলেন।

ভদ্রলোক চোখের চশমাটা পিছন দিকে সামান্য ঠেলে দিয়ে বললেন, ''সমস্যা ছিল কিছু। কিন্তু আমার মনে হয় সে আমাকে তার আসল সমস্যার কথাই গোপন রেখেছিল।''

আমি আর দীপঙ্করদা দু'জনেই কিছুটা অবাক হলাম। পরস্পর একে অপরের মুখের দিকে তাকালাম।

''আসল সমস্যা বলতে?'' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

''ছিল হয়তো কিছু। কিন্তু আমাকে কখনও বলতে চায়নি সে।''

''আপনি তার চিকিৎসা করেছিলেন। আপনার কী মনে হয় তার সম্পর্কে?''

''আমি যেটা বুঝেছিলাম তা হল সে একটা রেয়ার মানসিক রোগে আক্রান্ত ছিল। রোগটির নাম আনতিদায়েফোবিয়া। কিন্তু এর বাইরে অনেক জটিল মানসিক রোগের দ্বারা সে জর্জরিত বলে আমার দৃঢ় অনুমান রয়েছে। সেসব কথা সে আমাকে বলতে চায়নি। তবে আমি কিছুটা হলেও বুঝতে পারতাম।''

দীপঙ্করদা ডাক্তারবাবুকে প্রশ্ন করলেন, ''যেমন?''

''আমার মনে হয় তিনি মাঝেমধ্যেই নিজেকে ভুলে যেতেন।''

আবারও কিছুটা আশ্চর্য হয়ে তাকালাম ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে। তিনি বললেন, ''অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে নিজেই পুরপুরি ভুলে থাকা। এই ব্যাপারটা তার মধ্যে ছিল।''

''শেষ কবে দেখা হয়েছিল আপনাদের মধ্যে?''

''১৩ই ফেব্রুয়ারি।''

BanglaBook.org

‘‘বিশেষ কিছু লক্ষ্য করেছিলেন সেদিন?’’

ডাক্তারবাবু মাথা নাড়ালেন, ‘‘করেছিলাম।’’

আমরা তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ‘‘কী বুঝেছিলেন?’’

‘‘তাকে খুনিদের মতো দেখাচ্ছিল সেদিন।’’

‘‘খুনিদের মতো?’’

আবারও মাথা নাড়ালেন তিনি। আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। হঠাৎ করে আমি জানতে চাইলাম, ‘‘তার মধ্যে কি কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন আপনি শেষের দিকে?’’

‘‘হ্যাঁ করেছিলাম। অনেকরকম পরিবর্তন ঘটছিল তার মধ্যে।’’ জোরে জোরে বার দুই মাথা নাড়ালেন তিনি। প্রশ্ন করার আগে নিজে থেকেই তিনি বলতে শুরু করলেন, ‘‘তার আচরণে বেশকিছু চেঞ্জ এসেছিল।’’

‘‘সেগুলি কী?’’

‘‘আর পাঁচজন পুরুষের থেকে আলাদারকম লাগত তাকে।’’

‘‘বিস্তারিত বলা যাবে?’’

‘‘না।’’ একটু থেমে তিনি বললেন, ‘‘আমি ভুলও হতে পারি।’’

‘‘আপনি কি তাকে কোনো ওষুধ প্রেসক্রাইব করেছিলেন?’’

‘‘না।’’ তিনি মাথা নাড়ালেন।

‘‘তাহলে কীভাবে তার চিকিৎসা শুরু করেছিলেন?’’

‘‘গোল্ডেন ইমেজ টেকনিকের মাধ্যমে।’’ তিনি না থেমেই বললেন, ‘‘রোগটা তার মাথার নয়, স্বভাবের।’’

‘‘মানে?’’

‘‘অ্যাবনরমাল সাইকোলজি মতে রজতেন্দ্র ছেলেবেলা থেকে নিশ্চয়ই

BanglaBook.org

কোনো না কোনো খারাপ ঘটনা দ্বারা পীড়িত হয়েছিল। এটাকে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা মোটেও খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। তাই সবার প্রথম একটা পজিটিভ ভাইব্রেশন দরকার ছিল যার জন্য গোল্ডেন ইমেজ টেকনিকের আশ্রয় নিয়েছিলাম। কিন্তু সে হঠাৎ করেই আমার কাছে আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। আর হঠাৎ করেই একদিন নিখোঁজ হয়ে গেল। তার মিসিং হওয়ার খবরটা খবরের কাগজ থেকেই প্রথম জানতে পারি।''

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, ''আপনার কী মনে হয় সে কাউকে খুন করতে পারে?''

সব্যসাচীবাবু মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''খুন করা তার পক্ষে স্বাভাবিক।''

''বেশ।''

আমি উঠে পড়লাম। আমার মুখের দিকে দীপঙ্করদা কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে তিনিও উঠে দাঁড়ালেন। আমরা বাইরে এসে পুলিশের জিপে উঠলাম। গাড়িতে উঠেই দীপঙ্করদা বললেন, ''তার মানে কি এই এত ঘটনার পিছনের মূল কালপ্রিট রজতেন্দ্র মুখার্জী?''

আমি বললাম, ''না হওয়ার কিছু নেই, হতেই পারে।''

তিনি গাড়িটা গলির রাস্তা থেকে বের করে বললেন, ''তাহলে তো কেস সলভ।''

আমি হেসে বললাম, ''ঈশ্বর আমার উপর এতটা সদয় নন দীপঙ্করদা। এখন তো সবে পরীক্ষার শুরু।''

গলি থেকে গাড়ি বের করতেই বললাম, ''তপন চক্রবর্তীকে কি আপনারা রিলিজ করে দিয়েছেন?''

একটু থেমে তিনি উত্তর দিলেন, ''রাহুল তো তোমার কথা মতো গতকালই ওকে শর্তসাপেক্ষে ছেড়ে দিয়েছিল।''

BanglaBook.org

আমি মৃদুকণ্ঠে বললাম, ''বুঝলুম।''

দীপঙ্করদা একটু অবাক হওয়ার মতো মুখ করে বললেন, ''হঠাৎ তার কথা জানতে চাইলে কেন?''

''একবার তপনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।''

''ক'টা বাজে এখন?''

আমি হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। সংক্ষেপে বললাম, ''সাড়ে ন'টা।''

''চলো তাহলে।'' দীপঙ্করদাও সংক্ষেপে জবাব দিল।

এবারে আর বাড়ির পিছন দিক থেকে লুকিয়ে নয়। আমি আর দীপঙ্করদা সরাসরি বাড়ির দরজায় গিয়ে বেল দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিতর থেকে একজন ষাটোর্দ্ধ বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। আমাদেরকে দেখে কিছুটা ভয় পেয়েছেন বলে মনে হল। আমাদেরকে দেখে পাতলা গলায় বললেন, ''বলুন?''

দীপঙ্করদা হুকুমের স্বরে বললেন, ''তপন চক্রবর্তী বাড়িতে আছেন?''

''আজ্ঞে, বাড়িতে আছেন তিনি।'' ঘাড় নাড়ালেন বৃদ্ধ।

''ডেকে দিন। বলুন থানা থেকে এসেছি।''

বৃদ্ধটি ডাকতে যাওয়ার আগেই দোতলার সিঁড়ি থেকে হাওয়াই চটির শব্দ তুলে কেউ একজন নেমে এলেন।

আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতেই দেখলাম তপন চক্রবর্তী নিজেই। ভদ্রলোকের অবস্থা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই কেমন শোচনীয় হয়ে উঠেছে। খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। মাথার চুল সব উস্কোখুস্কো। মুখের ঠোঁটদুটো শুকনো দেখাচ্ছে। চোখদুটো ভয়ে ক্লান্ত। তিনি আমাদের সামনে এসে হঠাৎই কাঁদো কাঁদো স্বরে দুইহাত জড়ো করে বললেন, ''বিশ্বাস করুন স্যার আমি খুন করিনি।''

এবারে পুরোপুরি কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, ''আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। আপনার সাহায্য চাই।

BanglaBook.org

আর লাশের যে খণ্ড খণ্ড অংশগুলো উদ্ধার করেছিল পুলিশ, সেগুলি আপনার স্ত্রীর নয়। এই লাশ অন্য একজনের।''

''অন্য একজনের?''

তপন চক্রবর্তীর মুখের ভাব পুরোপুরি পাল্টে গেল। শুধু যে পাল্টে গেল তা নয়। এমনকি কান্নার আবেশটুকুও মুছে গেল তার মুখ থেকে।

এবারে দীপঙ্করদা মুখ খুললেন। তিনি বললেন, ''আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।''

তপনবাবু ধরা গলায় বললেন, ''আসুন, ভিতরে আসুন।''

আমরা ভিতরে গিয়ে বসলাম। তপনবাবু ভিতরে গিয়ে বৃদ্ধ লোকটিকে কিছু একটা বলে এলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটি আমাদেরকে দু'কাপ কফি দিয়ে গেলেন। তপন চক্রবর্তী আমাদের সামনে এসে সোফায় বসতেই দীপঙ্করদা বললেন, ''আপনার কাছে যা জানতে চাইব সব সত্যি জবাব দেবেন।''

''হ্যাঁ স্যার। আমি কিছুই গোপন রাখব না কথা দিলাম।''

ওদের কথার মধ্যিখানেই আমি বললাম, ''কতদিন হল আপনাদের বিয়ে হয়েছে?''

''ওই প্রায় আট বছর তো হবেই।''

''বয়েসে তো আপনার স্ত্রী অনেকটাই ছোট আপনার থেকে?''

''আজ্ঞে হ্যাঁ।'' তিনি মাথা নাড়ালেন।

''দেখাশোনা করে নাকি...?''

''হ্যাঁ দেখাশোনা করেই।''

''তা আপনার সঙ্গে নূপুর চক্রবর্তীর সম্পর্ক কেমন ছিল?''

''মোটামুটি। খুব একটা ভালো নয়। আবার খুব একটা খারাপ নয়। ও ওর মতো থাকত আর আমি আমার মতো।''

BanglaBook.org

''আপনার কোনো পরকীয়া রয়েছে?''

তপন চক্রবর্তী এক মুহূর্ত তাকালেন আমাদের দিকে। মুখে কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ালেন। পরের প্রশ্ন করার আগেই দীপঙ্করদা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনার স্ত্রীর কি অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল?''

কথাটায় ভদ্রলোকের কিছুটা আহত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। মনে মনে বিরক্তও হতে পারতেন। কিন্তু তার মুখ দেখে কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম না।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তপনবাবু। তারপর হঠাৎ করেই আমাদেরকে বললেন, ''আপনাদের সামনে বলতে লজ্জা বোধ করছি। কিন্তু কথাটা সত্যি যে একাধিক ছেলের সঙ্গে নূপুরের শারীরিক সম্পর্ক ছিল।''

আমি আর দীপঙ্করদা দু'জনেই চুপ করে গেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ''আপনি কিছু বলতেন না?''

''নাহ।'' দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি।

''আপনার তো একটা ছোট্ট মেয়ে রয়েছে?''

আবারও ঘাড় নাড়লেন তিনি। আমি বললাম, ''সে কি এখানেই রয়েছে?''

''হ্যাঁ। ঘুমোচ্ছে উপরের ঘরে।''

''আর কে কে রয়েছেন এই বাড়িতে?''

''আমি, আমার মেয়ে আর আমার অনেকদিনের বিশ্বস্ত ভৃত্য রমেন কাকা।''

''আর কেউ নেই!''

''না।''

''আপনার স্ত্রী আপনার অগোচরে নাকি সামনেই অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত?''

''আমার অগোচরেই করত সব। আমি বহুবার প্রমাণ পেয়েছি।''

''প্রমাণ পেয়েও কিছু বলেননি কেন?''

BanglaBook.org

''মেয়েটা ছোট। ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবেই চুপ থেকেছি সবসময়।''

''যাদের সঙ্গে রিলেশন ছিল তাদের নামগুলো বলতে পারবেন?''

''না। আমি এসব নিয়ে ঘাঁটতে চাই না।''

''আহ। কিন্তু আমাদের তো দরকার রয়েছে।'' দীপঙ্করদা বেশ জোরে বললেন কথাটা।

''আমার মেয়েকে পড়াতে আসত এ পাড়ারই এক আধপাগলা ছেলে। আমার বারণ সত্ত্বেও নূপুর ওকেই টিউশনে রেখেছিল। তার সঙ্গে নিয়মিত দৈহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল সে। এমনকি একটা সময় পর নূপুর প্রেগন্যান্ট হয়ে যায়। কিন্তু জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি গোপনে গর্ভপাত করার ব্যবস্থা করি।''

দীপঙ্করদা হাসলেন, ''ইন্টারেস্টিং গল্প।''

''না গল্প নয়। আপনারা বিশ্বাস করুন।'' তপন চক্রবর্তীর কণ্ঠে আকুতি।

''ঠিক আছে। বিশ্বাস করলাম। কী নাম সেই ছেলেটির?''

''রাজু।''

''আহ, ভালো নাম বলুন।'' আবারও ধমকে উঠলেন দীপঙ্করদা।

মুখটা কালো করে ভদ্রলোক বললেন, ''রজতেন্দ্র মুখার্জী।''

আমরা দু'জনেই একে অপরের মুখের দিকে তাকালাম। আমি বললাম, ''রজতেন্দ্র মুখার্জী? সেই বিখ্যাত কবি যিনি আটমাসের ওপর নিখোঁজ?''

তিনি মাথা নাড়ালেন, ''বিখ্যাত কবি কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু লোকটা যে নিখোঁজ একথা সত্যি।''

আমি আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলাম, ''এ বাড়িতে কি তার যাতায়াত ছিল?''

''হ্যাঁ। পড়াতে আসত আমার মেয়েটাকে।''

BanglaBook.org

কথাটা শুনে আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। তার মানে অঙ্ক ঠিক পথে এগোচ্ছে। দীপঙ্করদাকে বললাম, ''চলুন, উঠি।''

''আর কিছু জিজ্ঞাসা করার নেই?''

আমি বললাম, ''না।''

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন করার ছিল ওনাকে।''

''করে ফেলুন। অপেক্ষা কীসের?''

তিনি সরাসরি তপন চক্রবর্তীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''আপনি কি কোনো নেশার সঙ্গে যুক্ত?''

তিনি দীপঙ্করদার কথা শুনে অনেকটা অবাক হয়ে বললেন, ''নেশা বলতে আমি সিগারেট খেতাম একসময়। কিন্তু সে তো অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি।''

তিনি বললেন, ''সিগারেট নয়। এই ধরুন নেশার ট্যাবলেট বা ওই ধরনের কিছু?''

তপনবাবু জোরে মাথা নাড়ালেন, ''না।''

''ওকে। ঠিক আছে। দীপঙ্করদা উঠুন।''

একপ্রকার জোর করেই দীপঙ্করদাকে তুলে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলাম। তিনি আশ্চর্য হয়ে আমাকে বললেন, ''কী ব্যাপার? তাড়াহুড়ো কীসের?''

''আলো খুঁজে পেয়েছি।''

তিনি উত্তেজিত হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। উৎসুক চোখে বললেন, ''কী বুঝছ?''

''এখন কোনো প্রশ্ন নয়। আগে বলুন আমি আপনাকে রজতেন্দ্র মুখার্জীর বাড়ির ফোন নাম্বারের CDR চেয়েছিলাম। সেটার আপডেট কিছু দিলেন না তো?''

BanglaBook.org

''অফিসে রাখা আছে। চলুন, আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি রেকর্ডের ডিটেলসগুলো।''

''বেশ। বেশ। তাই চলুন।''

থানা খুব একটা দূরে নয়। আমরা দশ মিনিটের মধ্যেই অফিসে চলে এলাম। দীপঙ্করদা থানায় ঢুকেই একজন কনস্টেবলকে বললেন, ''চা-সিঙাড়ার বন্দোবস্ত করো তো।'' হুকুম শুনেই সেই হাবিলদার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, ''একটু দেরি করে বাড়ি ফিরলে কোনো অসুবিধা নেই তো?''

আমি বললাম, ''না, না, কোনো চাপ নেই।''

''তাহলে চলো একটু আয়েশ করে চা পান করা যাক। সেই দুপুর থেকে দৌড়োদৌড়ি করছি।''

আমি কোনো কথা বললাম না। তিনি নিজের অফিসরুম থেকে অন্য ঘরে হাঁক পাড়লেন, ''সত্যেন কর্মকার আছেন ওখানে?''

মুহূর্তেই একজন হাবিলদার ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন, ''হ্যাঁ স্যার, বলুন।''

''আমাদের সাব-ইনস্পেকটর কোথায়? তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না?''

''আজ্ঞে স্যার, রাহুলবাবুর আজ থেকে অনলাইন ডিউটি রয়েছে।''

কথাটা শুনে তিনি মনে মনে বিড়বিড় করে বললেন, ''বাহ, খুব ভালো ব্যাপার।''

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ''অনলাইন ডিউটি মানে?''

''অনলাইন ডিউটি মানে রাত জেগে ফোনের কাছে বসে থাকা। যদি কোনো ইমারজেন্সি কল আসে তাহলেই একমাত্র সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিতে হয়। তাও অবস্থার গুরুত্ব বিচার বিবেচনা করে তবেই।'' বলতে বলতে তিনি কিছুক্ষণের জন্য থামলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন, ''আসলে অবিবাহিতদের রাতের ডিউটি বেশি দেওয়া হয়।''

BanglaBook.org

প্রত্যুত্তরে আমিও হাসলাম। আমাদের চা আর সিঙাড়া ইতিমধ্যেই চলে এসেছে। আমি চায়ের ভাঁড়ে একটা চুমুক দিয়ে বললাম, ''আপনি কি ফেরার পথে আমাকে বাড়ি ছেড়ে দিতে পারবেন?''

''অবশ্যই। আমিও তো এবার বেরব। চলো তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আসি।'' কথাটা না থামিয়ে সেই কনস্টেবলটিকে তিনি বললেন, ''সত্যেন, আপনি রাহুলবাবুকে ইমেডিয়েটলি ফোন করে একবার জিজ্ঞেস করুন রজতেন্দ্র মুখার্জীর বাড়ির সি.আর.ডি. কোন ফাইলটায় রেখেছেন?''

''ঠিক আছে স্যার।''

ভদ্রলোক অফিসার ইনচার্জের ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাকে মাঝপথে বাধা দিয়ে দীপঙ্করদা বলে উঠলেন, ''শোনো, কথাটা জেনে নিয়ে সেই ফাইলটা আমাকে এনে দাও এখনি।''

কনস্টেবলটি আরেকবার মাথা নাড়িয়ে ''ঠিক আছে স্যার'' বললেন।

ঠিক দশ মিনিটের মাথায় কল ডিটেলস রেকর্ডের একতাড়া কাগজ আমার হাতে এসে পড়ল। আমি সেটা ভালো করে চোখ বুলিয়ে বললাম, ''রজতেন্দ্র মুখার্জীর বাড়ির একমাত্র যে মোবাইল ফোনটা তার পরিবার এই মুহূর্তে ব্যবহার করছেন তাতে প্রায় সমস্ত ফোন এই নাম্বারগুলি থেকে এসেছে। এবং এখানে যেটা আশ্চর্যের তা হল নাম্বারগুলো একই কোড দিয়ে শুরু। কিন্তু পরের চারটি নাম্বার আলাদা। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম প্রতিটা নাম্বার বারো অঙ্কের।''

দীপঙ্করদা চোখ বুজিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে আছেন। আমি আরও ভালো করে ইনকামিং কলের নাম্বারগুলো পরীক্ষা করতে লাগলাম। সবকটাই ল্যান্ড নাম্বার। গত একমাসের কল ডিটেলস এটা। দীপঙ্করদাকে বললাম, ''এই কোডটা কোন এরিয়ার বলতে পারবেন? টু সিক্স সেভেন ফোর...''

তিনি চোখ বুজেই উত্তর দিলেন, ''কোন্নগর।''

আমি বললাম, ''প্রতিটাই বারো অঙ্কের।''

BanglaBook.org

''সব কটাই পাবলিক বুথের নাম্বার।''

''তার মানে...''

''আরেহ, অত ভাবলে হবে? চলো, ওঠা যাক। কাগজগুলো তোমার কাছেই রাখো। তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আসি।''

আমি অন্যমনস্ক হয়ে বললাম, ''চলুন।''

BanglaBook.org

(৯)

''টেলমা এইচ-এও কাজ হচ্ছে না?'' জামাইবাবু মুখ কোঁচকালেন। চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ''ডাক্তারবাবু কী বললেন?''

''কিছু বলেননি। উনি ডয়টার টুয়েন্টি সাজেস্ট করলেন।''

দিদি অনেকক্ষণ ধরে নিঃশব্দে বসেছিল। সে এবারে নীরবতা ভঙ্গ করল। জামাইবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ''তুমি অযথা বেশি টেনশন করো। ওষুধটা কিছুদিন নিয়ম মেনে খাও। দেখবে তোমার ব্লাডপ্রেসার ঠিক কন্ট্রোলে চলে এসেছে।''

আমি বললাম, ''এমন কী ঘটল যাতে তোমার ব্লাডপ্রেসার এত হাই হয়ে রয়েছে?''

''জানি না।'' তিনি আবারও মাথা নাড়ালেন।

আমি চায়ের কাপটা টেবিল থেকে তুলে নিলাম। দিদিও আমার দেখাদেখি চায়ের কাপটা তুলে নিল হাতে। কিন্তু জামাইবাবু যেভাবে বসেছিলেন, সেভাবেই বসে রইলেন। ভাবটা এমন যে কোনো একটা দুঃসময়ের শুরুমাত্র হয়ে গেছে তার জীবনে। অথচ তাকে আমি শক্তপোক্ত মনের একজন মানুষ হিসেবে বরাবর দেখে এসেছি।

দিদি বলল, ''তুমি কিছুদিন লিভ নিয়ে নাও।''

তিনি মাথা নাড়ালেন, ''নেওয়া যাবে না।''

BanglaBook.org

''কেন?''

''অনেক কাজ জমে আছে ডিপার্টমেন্টে।''

''সব মাথাব্যথা কি তোমার নিজের?''

''সব না-হলেও, অনেকটা তো বটেই।''

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, ''জামাইবাবু, আপনি শুধু শুধু বেশি টেনশন নিয়ে ফেলছেন। সব ঠিক হয়ে যাবে। হাইপ্রেসার কন্ট্রোলে চলে আসবে। আপনি এক হপ্তার জন্য ছুটি নিয়ে নিন। আর অবশ্যই কিছু যোগব্যায়াম করা উচিত আপনার।''

তিনি জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাকে বোঝালাম, ''শুনুন, আমিষজাতীয় খাবার একেবারেই খাবেন না। টাটকা শাকসবজি বেশি করে খান। মাঝেমাঝে উপবাস করতে পারেন। আসলে আমরা অসুস্থ হই নিয়মভঙ্গের জন্যই। আমাদের স্বাভাবিক জীবন যখন কোনো নিয়ম না মেনেই দিনের পর দিন যাপিত হতে থাকে, তখনই আমাদের শরীরে বিভিন্নরকমের অসুস্থতা তৈরি হয়।''

তিনি মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনলেন।

আমি আবারও বলা শুরু করলাম, ''আপনাকে যে যোগব্যায়ামগুলো মন দিয়ে করতে হবে তা হল শবাসন (প্রাণায়াম), বজ্রাসন, অর্ধশলভাসন এবং অবশ্যই ভ্রমণ প্রাণায়াম। এসব অভ্যেস হয়ে গেলে আর ডাক্তারের কাছে আপনাকে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে হবে না। কী বুঝলেন?''

''আজ থেকেই শুরু করব।''

''এটাই তো চাই।''

দিদির মুখে হাসি ফুটল। এতক্ষণ সে মুখ কালো করে বসেছিল। ডাইনিং টেবিলে বসে আমরা কথা বলছিলাম। হঠাৎ করে ফোন বেজে উঠল আমার। ফোনটা হাতে নিতেই দেখি দীপঙ্করদা ফোন করেছেন।

BanglaBook.org

''হ্যালো, বর্ণদীপ...''

''হ্যাঁ দীপঙ্করদা। বলুন। শুনতে পাচ্ছি। না, না- শুনতে পাচ্ছি বলুন।''

''সাইকিয়াট্রিস্ট সব্যসাচী সরকার খুন হয়ে গেছেন।''

''হোয়াট? কী বলছেন কী!'' চমকে উঠলাম আমি।

''হ্যাঁ, যা বলছি ঠিকই বলছি।''

''গতকালই তো ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এলাম আমরা!''

''এসবের পিছনে কিছু একটা রয়েছে বর্ণদীপ। আমার মনে হচ্ছে পর পর এই খুনগুলো বড় কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে। কিংবা হত্যাকারী আমাদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ নিতে চাইছে।''

''কিন্তু এই সবকটা খুন যে একে অপরের সঙ্গে রিলেটেড সেটা আগে আমাদের কনফার্ম হতে হবে।''

''তুমি এলে আমার মনোবল বাড়বে। তুমি কি আসবে এখন?''

''আমাকে তো যেতেই হবে দীপঙ্করদা!''

''গাড়ি পাঠাচ্ছি।''

''ওকে।''

দীপঙ্করদা থানাতেই ছিলেন। আমি পৌঁছতেই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললেন, ''কী শুরু হয়েছে বলো তো ভায়া?''

আমি তার হাতে সামান্য চাপ দিয়ে বললাম, ''ধৈর্য হারালে কি চলবে?''

''কিন্তু...''

তার কথাটুকু তাকে শেষ না করতে দিয়ে বললাম, ''প্রথমটায় সব্যসাচী সরকারের খুনের খবর পেয়ে খুব অবাক বনে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটার ফলে এটুকু বুঝতে পারছি যে ১৪ই ফেব্রুয়ারির কেসটা মোটেও কোনো

BanglaBook.org

হালকা ব্যাপার নয়। এর পিছনে একটা জটিল ইঙ্গিত পাচ্ছি আমি।''

''তুমি কি বলতে চাইছ এই সমস্ত খুন আসলে ১৪ই ফেব্রুয়ারির ওই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত?''

''এটা আমার অনুমান। জোর দিয়ে কিছু বলতে পারছি না। তবে আমার মনে হয় প্রথমে পর্ণা ঘোষের খণ্ড খণ্ড কাটা দেহের অংশ খুঁজে পাওয়া আর পরে সব্যসাচী সরকারের এই খুন... আমাকে ভাবাচ্ছে ভীষণ।''

''তুমি কি ঘটনাস্থলে যাবে একবার?''

''সে তো যাবই। কিন্তু তার আগে জানতে চাই আপনাদের থানা থেকে স্পটে প্রথম কে পৌঁছেছিল?''

''আমাদের সাব-ইনস্পেকটর রাহুল কর্মকার। তিনি কালকে অনলাইন ডিউটিতে ছিলেন। ভোররাতে কল পেয়েই চলে গিয়েছিলেন রাহুলবাবু।''

''তাকে একবার ডাকুন। কিছু খবরাখবর দরকার আমার।''

দীপঙ্করদা বললেন, ''এই খুনের ব্যাপারটা ও-ই ইনভেস্টিগেট করছে।''

''রাহুলবাবু কি থানাতেই রয়েছেন?''

''না। উনি ঘটনাস্থলেই রয়েছেন। ফরেনসিক টিম সঙ্গে রয়েছে তার। উনি নিজের মতো করে কেসটাকে দেখছেন।''

''চলুন তাহলে একবার ঢুঁ মেরে আসা যাক?''

''চলো।''

থানা থেকে সব্যসাচী সরকারের বাড়ি খুব বেশি হলে দশমিনিটের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে। কাজেই আমরা চট করে সেখানে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম পুলিশ আর ফরেনসিক দল দারুন ব্যস্ত হয়ে কাজ করছেন। আমাদেরকে রাহুল কর্মকার দূর থেকে একবার আড়চোখে দেখলেন। মুহূর্তেই চোখ সরিয়ে নিলেন। মনে হল ঘটনাস্থলে আমার উপস্থিতি তাকে কিছুটা বিব্রত করেছে। আমি আর দীপঙ্করদা তার কাছে পৌঁছতেই তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। আমি প্রত্যুত্তরে

BanglaBook.org

একটা নরম হাসি ফিরিয়ে দিলাম। তবে আন্তরিকতার সঙ্গে। অন্যদের মতো কৌশল করে আমি হাসতে বা কথা বলতে পারি না। আমি রাহুলবাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, ''লাশটাকে একটু দেখতে চাই।''

তিনি মুখে কোনো কথা বললেন না। মাথা ঝাঁকিয়ে ডানহাতটা বাড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। আমি আর দীপঙ্করদা সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের ঘরটার দিকে এগিয়ে গেলাম। দীপঙ্করদা চাপা গলায় বললেন, ''রাহুল তোমায় ইগনোর করছে।''

শান্ত গলায় বললাম, ''বেশ তো। তাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। কিংবা সুবিধাও নেই।'' তিনি মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসলেন।

আমি ঘরের ভিতর ঢুকেই চমকে উঠলাম। সব্যসাচী সরকার বিছানায় চোখ খুলে শুয়ে আছেন। চোখ দুটো যেন ভয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। ধীর পায়ে লাশটার দিকে এগিয়ে গেলাম। ভদ্রলোকের চোখেমুখে রীতিমতো একটা আতঙ্ক লক্ষ করছি। গতকাল রাতে কথা বলার সময় তাকে বেশ শান্ত দেখাচ্ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মুখাবয়ব বীভৎস দেখাচ্ছে। আমি আরেকটু ঝুঁকে দেখলাম তার কাঁধের কাছে রক্তের দাগ চাপ হয়ে লেগে রয়েছে। দীপঙ্করদার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ''রাহুল কর্মকারকে একবার ডাকুন।''

একজন কনস্টেবলকে ইশারা করতেই সাব-ইনস্পেকটরকে ডেকে আনা হল। তিনি ঘরে ঢুকতেই আমি বললাম, ''রাহুল, আপনি কাঁধের দিকটা লক্ষ করেছেন?''

''করেছি। একটা আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।''

''আঘাত নয়।''

''আঘাত নয়?'' তিনি অবাক হলেন। আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্ষণকাল।

আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম, ''কোনো একজনকে বলুন লাশের জামাটা খুলে ফেলতে।''

BanglaBook.org

আমার কথার কোনো উত্তর না করে তিনি নিজেই লাশের জামাটা খুলে ফেললেন। এরপর যে দৃশ্যটা আমরা দেখলাম তাতে যে শুধু অবাক হলাম তা নয়, রীতিমতো বমি উঠে এল পেটের ভিতর থেকে। আমরা দেখলাম লাশটার কাঁধের কাছটা থেকে বুকের কিছুটা কেউ খেয়ে ফেলেছে। কোনো হিংস্র মাংসাশী পশু যেমন করে শিকার ধরার পর গলার একাংশ প্রথমেই খেয়ে ফেলে, ঠিক তেমনই খুবলে মাংস খেয়ে ফেলার কারণে লাশটার বুকের হাড় দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে। দীপঙ্করদা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। সাব-ইনস্পেকটর পকেট থেকে স্যানিটাইজার বের করে হাতে ঘষলেন। এরপর মুখে অভ্যাসবশত রুমাল চাপা দিলেন। তারপর আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। মাথা নিচু করে কিছু একটা ভাবলেন। এরকম একটা বিষয় কীভাবে তার চোখ এড়িয়ে গেল সম্ভবত সেটাই মনে মনে ভাবছেন তিনি এই মুহূর্তে। হঠাৎ করে আমাকে বললেন, ''আপনি তো গতকালই এসেছিলেন এখানে?''

মাথা নাড়ালাম আমি। মুখে বললাম, ''জাস্ট দেখা করতে এসেছিলাম একবার। কারণ উনি রজতেন্দ্র মুখার্জীর মানসিক চিকিৎসা করেছিলেন বেশ কিছুদিন। তাই ঠিক কী ধরণের মানসিক অসুখে রজতেন্দ্র ভুগছিলেন তা জানার জন্যেই এখানে আসা।''

''ব্যাপারটা খুব জটিল হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।''

''তা যাচ্ছে বই কী।''

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ''আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।''

আমি ইনস্পেকটরের মুখের দিকে একবার তাকালাম। হ্যাঁ বা না কিছুই বললাম না। সে আমার অনুমতির জন্য অধীর আগ্রহে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে আমি তাকে মাথা হেলিয়ে অনুমতি দিতেই সে বলল, ''আপনি থানায় সেদিন অনেক জোরের সঙ্গে আমাকে বলেছিলেন তপন চক্রবর্তীকে থানায় আটকে না রেখে ছেড়ে দিন। নূপুর চক্রবর্তীর হঠাৎ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া কিংবা পর্ণা ঘোষের খুন এই দুই ঘটনার সঙ্গেই তার

BanglaBook.org

কোনোরকম যোগ নেই।''

আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম, ''হ্যাঁ বলেছিলাম।''

''আপনি এতটা সিওর কীভাবে হলেন?''

''ওটা আমার অনুমান ক্ষমতা এবং আমার মনে হয় আমি ঠিকই বলেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?''

তিনি কিছুটা থেমে গিয়ে বললেন, ''আমরা ওনার পলিগ্রাফ টেস্ট করিয়েছিলাম।''

আমি তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। তিনি উত্তর দিলেন, ''ফলাফল নেগেটিভ এসেছিল। অর্থাৎ আপনার কথাই ঠিক। তিনি ওই দুই ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত নয়। আমরা নানারকম প্রশ্ন করেছিলাম। উনি সবটাই সত্য বলেছিলেন। আর সেজন্যেই ওনাকে আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম।''

আমি হেসে বললাম, ''আপনারা যে আমার কথাতে ওনাকে ছেড়ে দেবেন না এ আমি জানি।''

''কিন্তু আপনার অনুমান ক্ষমতার উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে।''

''থ্যাঙ্ক ইউ।'' আবারও হেসে জবাব দিলাম।

''স্যার আসব?'' আমরা দরজার দিকে তাকালাম। ফরেনসিক টিমের একজন বান্দা। আমার দিকে কিছুটা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবারও রাহুলবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, ''আসব?''

''হ্যাঁ, আসুন।''

তিনি ঘরে ঢুকে একপলক আমাকে দেখে নিয়ে বললেন, ''ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যানালিসিস রিপোর্ট তৈরি স্যার।''

রাহুলবাবু অধীর আগ্রহে বললেন, ''পেলে কিছু?''

''এই বাড়িতে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে একমাত্র কাজের মহিলাটির

BanglaBook.org

আঙুলের ছাপ আটচল্লিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত যাচ্ছে। কিন্তু এটাকে নেওয়া যাবে না।''

তিনি মাথা নাড়ালেন, ''বেশ।''

আমি হঠাৎ করে বললাম, ''ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে কিছু পাবেন না। খেলাটা অন্য জায়গায়।''

আমার মুখের দিকে ফরেনসিক টিমের লোকটি অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। রাহুলবাবু তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''সুভাষবাবু আপনি যান। আমি দেখছি বিষয়টা।''

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই রাহুল কর্মকার আমাকে বললেন, ''আমাকে আমার মতো কাজটা করতে দিন।''

''বেশ তো। আমি কি কোনো বাধা দিলাম? যদি অজান্তে তেমন কিছু ঘটে থাকে সেক্ষেত্রে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।''

ঠিক এই মুহূর্তে দীপঙ্করদা ঘরে ঢুকলেন। আমাকে বললেন, ''খুব খারাপ খবর।''

''কী হল আবার?'' আমি আর রাহুল কর্মকার দু'জনেই সমস্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

মনে হচ্ছে তিনি যেন কিছুটা হাঁফিয়ে উঠলেন। আমার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, ''রজতেন্দ্র মুখার্জীর মা এবং বাবা দু'জনকেই খুন করে ঘরের ভেতর টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে।''

''হোয়াট! রজতেন্দ্র মুখার্জীর বাবা-মা?''

''এখান থেকে খুব বেশি দূরত্ব নয়। চলো এখনই।''

আমরা জিপে বসলাম। কেউ কোনো কথা বললাম না। চুপচাপ বসে রয়েছি। একজন কনস্টেবল গাড়ি চালাচ্ছেন। দীপঙ্করদা একবার হালকা গলায় বললেন, ''পুরো ঘেঁটে যাচ্ছি ভাই।''

BanglaBook.org

আমি মুখে কিছু বললাম না। কারণ আমিও এই মুহূর্তে ঘেঁটে রয়েছি। এই

দু'জন একলা বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে কে খুন করতে পারে হঠাৎ? আর কেনই বা খুন করবে? এই খুনটা কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত? নাকি কোনো দুর্ঘটনাবশত এটা ঘটে গেছে?

পুলিশ ভ্যানটা গলির মোড়ে দাঁড় করানো হল। আমরা সদর দরজার কাছে পৌঁছতেই একটা ভিড় দেখতে পেলাম। আশেপাশের লোকজন ভিড় জমিয়ে রেখেছে ওখানে। অবশ্য ভিতরে নিউ আলিপুর থানার অফিসারেরা রয়েছেন। ভেজানো দরজা ঠেলে আমরা ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। দীপঙ্করদাকে দেখে একজন অফিসার এগিয়ে এলেন, ''স্যার, একজনকে রান্নাঘরে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর অন্যজনকে দোতলার একটা ঘরে একইভাবে গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলানো হয়েছে।''

আমরা প্রথমে রান্নাঘরে ঢুকলাম। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমি আর দীপঙ্করদা। এইচপি-র গ্যাস ওভেন তখনও মৃদুমন্দ আভায় জ্বলছে। হালকা লাল আঁচের আগুন। ওভেনের উপর কড়া বসানো। কড়ার মুখটা থালা দিয়ে ঢাকা রয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে ভিতরের জিনিস পুড়ে গেছে ততক্ষণে। তার মানে হঠাৎ করেই খুনী এই খুনটা করেছে। আর এরকম ঘটনা পরিচিত কেউ ছাড়া অন্য কারোর পক্ষে কখনওই সম্ভব নয়। আমি রান্নাঘরের ভিতরটা একবার ভালো করে নিরীক্ষণ করলাম। এলোমেলো হয়ে আছে সমস্তটা। মশলাপাতির কৌটো, আনাজের ঝুড়ি, থালা-গ্লাস সবকিছু ছড়ানো রয়েছে সামনেটায়। বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকালাম। গলার ফাঁসটা খুব শক্ত করে লাগানো হয়েছে। ঠোঁট দুটো কিছুটা ফাঁক হয়ে গেছে। মাঝের দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। নাকের নীচে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে ফেলার আগে শ্বাসরোধ কিংবা শরীরের কোনো স্থানে আঘাত করা হয়ে থাকতে পারে। মুখের মধ্যে একটা যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্টতই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

আমি দীপঙ্করদাকে বললাম, ''ফরেনসিক টিমকে ডাকুন এখনই। ফিঙ্গারপ্রিন্ট দরকার আমার। আর্জেন্ট।''

তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''তুমি কি কিছু আন্দাজ করতে পারছ?''

BanglaBook.org

আমি মুখে কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ালাম। তিনি তেমনই আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমরা উপরের দোতলার ঘরে গেলাম। রজতেন্দ্র মুখার্জীর বাবাকেও গলায় ফাঁস দিয়ে টাঙানো হয়েছে। ঘরের চারপাশে চোখ বোলালাম। কোথাও কিছু বিসদৃশ ঠেকল না। বিছানায় গতকালের আনন্দবাজারটা পড়ে রয়েছে। তবে পুরো ঘর পরিপাটি করে গোছানো। আমি লাশটার মুখের দিকে তাকালাম। মুখে কোনো যন্ত্রণার অভিব্যক্তি নেই। তবে চোখদুটোতে বিস্ময় ও কষ্টের একটা ছাপ রয়েছে। দীপঙ্করদাকে বললাম, ''এই খবরের কাগজ থেকে নমুনা সংগ্রহ করতে বলুন। এই সব রিপোর্ট দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে আমার খুবই দরকার দীপঙ্করদা। পুলিশ যেমন কাজ করছে করুক। তাতে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমার অঙ্কের হিসেব মেলাতে গেলে এই তথ্যগুলো প্রয়োজন।''

''বেশ তো। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আর লাশ দুটোকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে দিই?''

''হুম, এখনই।''

***

রাত্রে বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম এল না। এপাশ-ওপাশ করছিলাম। ডক্টর সব্যসাচী সরকার এবং রজতেন্দ্র মুখার্জীর বাবা-মা এদের সকলের খুনী একজন নয়। কারণ ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যানালিসিস করে দু'জন আলাদা আলাদা ব্যক্তির আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। তার মানে ঘটনাটা কী দাঁড়াল? এদের তিনজনের শত্রু কমন নয়। অথবা এমনও হতে পারে এই খুনগুলো কেউ একজন অন্যদের দিয়ে করাচ্ছে। এই সম্ভাবনাটাও উড়িয়ে দেওয়া যাবে না চট করে। কিন্তু এই নতুন ঘটনাগুলো ঘটে যাওয়ায় আমার হিসেবও অনেকটা এলোমেলো হয়ে গেছে। আমাকে ভালো করে ভাবতে হবে। কে এই খুনগুলো করাচ্ছে? এবং কেনই বা করছে? ডাক্তার সব্যসাচী সরকার কিংবা ওই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এদের সঙ্গে কী শত্রুতা থাকতে পারে ওই ব্যক্তির? আর যদি কোনো

BanglaBook.org

শত্রুতা নাই থাকে, তাহলে কি কোনো গোপন খবর জেনে গিয়েছিলেন ওই বয়স্ক তিনজন মানুষ?

কিছুতেই ঘুম আসছে না। চোখের পাতা আজ সারারাত এক করতে পারব না, তা আমি জানি। মাথাটা ভারী হয়ে আছে। হাতের সামনে বই থাকা সত্ত্বেও পড়ার কোনো আগ্রহ বোধ করছি না। আসলে আমার সমস্ত প্ল্যানিং ভেস্তে গেছে। আমি যেভাবে এগোচ্ছিলাম তা আর সম্ভব নয়। নতুন কোনো উপায় আমাকে খুঁজে বের করতে হবেই। বিছানায় পাশ ফিরে শুলাম। হঠাৎ আমার শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম খোলা জানলার বাইরে থেকে কেউ একজন আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। আমি তার দিকে পিঠ করে রয়েছি। নাহ, এই মুহূর্তে নড়াচড়া করা ঠিক হবে না। আমাকে বুঝতে হবে ইনি কে? কী চান আমার কাছে? আমার ঘরটা দোতলার পূবে। এই ফ্ল্যাটের বাইরের দেওয়ালে প্রচুর জলের মোটা পাইপ লাগানো রয়েছে। কাজেই সেই পাইপ বেয়ে ওপরে ওঠা খুব একটা অসম্ভব কিছু নয়। এখন কম করে হলেও রাত্রি তিনটে বাজতে যায়। কলকাতায় ছিঁচকে চুরির চেয়ে ডাকাতি আর গ্যাঙথীভস বেশি হয়। কাজেই একে ঠিক চোর বলে আমার মনে হচ্ছে না। যদি চোরই হয় তাহলে জানলার বাইরে কী করছে? আর আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েই বা আছে কেন? আমি ঘাড়টাকে হালকা করে ঘুরিয়ে আমার মাথার সামনের ড্রেসিং টেবিলটার দিকে আড়চোখে তাকাবার চেষ্টা করলাম। সেখানে বড় আয়নার কাচে ছায়ামূর্তিটাকে দেখার চেষ্টা করছি। বাইরে আবছা আলো থাকায় লোকটার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। তাছাড়া মুখটা ওড়না জাতীয় কিছু একটা দিয়ে ভালো করে ঢাকা দেওয়া রয়েছে। পরনে কুর্তার মতো কিছু একটা। আবছা আলোয় কিছুই বুঝতে পারলাম না। লোকটা জানলার বাইরে প্রায় দশমিনিটের মতো দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ করে ঝুপ করে শব্দ হল। আমি বিছানা থেকে দ্রুত বেগে নেমে দাঁড়ালাম। দেখলাম জানলার সামনের টেবিলটায় একটা কাগজ। সেটা হাতে নিয়ে জানলার কাছে সরে আসতেই রাস্তার আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে একজন লোক হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছে। আমি সেদিকে তাকিয়ে চেয়ে রইলাম।

BanglaBook.org

(১০)

(পাঁচদিন পর)

আজকের সকালটা খুব চমকপ্রদ। শহর আলো হয়ে দারুণ রোদ উঠেছে। বাইরের আকাশটা অসম্ভব নীল। নীলের মধ্যে সাদা রঙের পোঁচ। যেন শিল্পীর দক্ষ তুলির একেকটা টান। আমি এই মুহূর্তে খাবার টেবিলে বসে রয়েছি। আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার জামাইবাবু, দিদি আর নিউ আলিপুর থানার ও.সি. দীপঙ্করদা। এখন সকাল দশটা বেজে দশ মিনিট। কলকাতা শহরের ব্যস্ততা আজ তুমুল। তবে এই শহরের বেশিরভাগ মানুষের রক্তে আজ উত্তেজনার পারদ কিছুটা বেশি চড়ে রয়েছে। সকাল থেকেই একটা খবর এতক্ষণে সারা শহর তোলপাড় করে দিয়েছে আজ। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে দেখেছি হকারেরা বিশেষ একটি খবরকে হাইলাইট করে চিল্লে চিল্লে বাড়ি বাড়ি খবরের কাগজ দিয়ে যাচ্ছেন। আবার সামনের গলির মোড়ে চায়ের দোকানের আড্ডাতেও ভিড়টা যেন আজ দশগুণ বেড়ে গেছে। বেশিরভাগ মানুষ খবরের কাগজ ঘিরে এখানে সেখানে গোল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সকলের চোখে-মুখেই একাধিক প্রশ্ন।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। আমাকে নিয়ে নিউজ বেরিয়েছে ফ্রন্ট পেজে। এবং এটা বেরিয়েছে প্রতিটা প্রথম শ্রেণির বাংলা সংবাদপত্রে। এমনকি ইংরেজি খবরের কাগজেও ওই একই খবর নজরে এল। এই মুহূর্তে আমার হাতে পাঁচটা নিউজপেপার রয়েছে। অবশ্য এতক্ষণে ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকেও একাধিক ফোন পেয়েছি। কোনো কোনোটা অ্যাটেন্ড করেছি। বিশেষ করে যে চ্যানেলগুলো ভারতবর্ষের মুখ বলা যেতে পারে, সেই সমস্ত টিভি চ্যানেলকে তাদের করা প্রশ্ন

BanglaBook.org

অনুযায়ী যতটুকু তথ্য দেওয়া প্রয়োজন, তা আমি দিয়েছি।

বিখ্যাত বাংলা সংবাদপত্র 'প্রথমকণ্ঠ'-তে লেখা হয়েছে 'হেরে গেলেন বর্ণদীপ নন্দী। ১৪ই ফেব্রুয়ারির রহস্য উন্মোচন অর্ধপথেই সমাপ্ত রেখে ফিরে যাচ্ছেন মুম্বাই।' এই লাইনগুলি তারা অত্যন্ত বড় ফন্টে বোল্ড করে ছেপেছেন। ভিতরের ম্যাটারটা আরও সাঙ্ঘাতিক। অপর একটি জনপ্রিয় খবরের কাগজ 'সঠিক বার্তা'-তে লেখা হয়েছে 'বাঙালির প্রিয় গোয়েন্দা বর্ণদীপ নন্দী কলকাতা গোয়েন্দা বিভাগের কাজ অর্ধপথেই সমাপ্ত রেখে ফিরে যাচ্ছেন মুম্বাই।' আবার 'আজকের সুখবর' সংবাদপত্রে হেডিং ছেপেছে এভাবে '১৪ই ফেব্রুয়ারির নিখোঁজ রহস্যের কোনো জট খুলতে পারলেন না বিখ্যাত গোয়েন্দা স্বয়ং বর্ণদীপ নন্দীও। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অনুরোধে তিনি মুম্বাই থেকে কলকাতায় রহস্য উন্মোচন করতে এসেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার কোনো কূলকিনারা না পেয়ে তিনি ফিরে যাচ্ছেন আজ।'' বিখ্যাত সাপ্তাহিক ক্রাইম ম্যাগাজিন 'মেঘের আভাস'-এর কভার স্টোরিতে লেখা হয়েছে 'ব্যর্থ হলেন বর্ণদীপ। ভরসা ভাঙল কলকাতা গোয়েন্দা বিভাগের।' ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়া ইংরেজি নিউজপেপার 'BRAHMA'-তে হেডলাইন করা হয়েছে 'Kolkata Shame on Barnadip Nandi'।

প্রত্যেকটা খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছেন আমার জামাইবাবু আর দিদি। মুখে একটা হতাশা রয়েছে তাদের। দীপঙ্করদা আমার দিকে চেয়ে বললেন, ''কী দরকার ছিল বাপু এসবের?''

আমি বললাম, ''এসব আমার গোয়েন্দাগিরির নিজস্ব রীতি।''

জামাইবাবু হাতে ধরে রাখা নিউজপেপারটা পাশে সরিয়ে রেখে বললেন, ''সব মিডিয়ার খবরে ছিঃ ছিঃ করছে তোমাকে। নিজের ইমেজটা নষ্ট করলে তুমি।''

আমি মুচকি হাসলাম, ''তা নয় জামাইবাবু। এটাই খুব দরকার ছিল। এই নিউজগুলোর ফলে এই কেসের জট খুলতে আমার ইনভেস্টিগেশন আরও সহজ হয়ে যাবে।''

BanglaBook.org

''তুমি বেরোচ্ছ কখন?'' দীপঙ্করদা প্রশ্ন করলেন।

আমি বললাম, ''দুপুরবেলা।''

''তুমি আর গোয়েন্দাবিভাগের মিস্টার রহমান কি একসঙ্গে যাবে?''

মাথা নাড়ালাম আমি, ''ওনার কোনো দরকার ছিল না। ওর পরিবর্তে তুমি থাকলেই যথেষ্ট ছিল।''

দীপঙ্করদা সামান্য মাথা হেলিয়ে বিরস বদনে বললেন, ''এটা ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সিদ্ধান্ত। এখানে আমি কীই-বা বলতে পারি। তাঁরা পুলিশের থেকে সরিয়ে এই কেসে তোমাকে হেল্প করার জন্য সরাসরি গোয়েন্দাবিভাগের হোমিসাইডকে ইনভলভ করে দিয়েছেন।''

সামান্য হাসলেন তিনি। হতাশার হাসি। জামাইবাবু বললেন, ''মিটিং-এ কে কে ছিলেন?''

আমি বললাম, ''মহামান্য নগরপাল, গোয়েন্দাপ্রধান সৌমেন চক্রবর্তী এবং হোমিসাইড প্রধান ও তাঁদের একজন হোমিসাইডের অফিসার।''

''ক'টার সময় মিটিং হয়েছিল?'' জামাইবাবু আবারও প্রশ্ন করলেন।

''কাল রাত সাতটা নাগাদ। খুবই সিক্রেট মিটিং। অফিসিয়ালি আমাদের চারজনের মধ্যে ব্যাপারটা গোপন রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু চারজনের সঙ্গে তোমরা তিনজনও যুক্ত হয়ে গেছ। অর্থাৎ এই গোপন মিশনের কথাটা এই মুহূর্তে আমরা সাতজন ছাড়া আর কেউ জানবে না।''

''কিন্তু এই প্ল্যানটা সাকসেস হবে তো?''

''আলবাত হবে। এই যে নিজেই নিজের নামে চুনকাম মাখিয়ে সব খবরের কাগজের শিরোনামে খবর হয়ে উঠলুম তা কি বৃথা যাবে?''

''এতে কতটুকু সুবিধা হতে পারে?''

''অনেকটাই।''

BanglaBook.org

দীপঙ্করদা বললেন, ''তুমি এত কী করে সিওর হচ্ছ খুনী কোন্নগরেই রয়েছে?''

''এটা একটা অনুমান। এবং এই অনুমানের উপর ভিত্তি করেই আমাকে এগোতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। তাছাড়া এই অনুমান কোনোভাবেই মিথ্যা নয়। তোমার কি মনে আছে দীপঙ্করদা, আমি কলেজস্ট্রিট থেকে রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সমস্ত কবিতার বই জোগাড় করে এনেছিলাম?''

তিনি মাথা নাড়িয়ে বললেন, ''হ্যাঁ মনে আছে।''

''সমস্ত বইয়ে একটা শব্দ বারবার খুঁজে পেয়েছি।''

''কী শব্দ?''

''কোন্নগর।''

উপস্থিত সকলের চোখে একাধিক প্রশ্ন। আমি আবার বলতে শুরু করলাম, ''তাছাড়া তোমার হয়তো মনে নেই যেদিন আমরা রজতেন্দ্রবাবুর বাড়িতে শেষ ওনার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাই, সেদিন একটা বিশেষ জিনিস দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম।''

''কী জিনিস?''

''শালপাতা দিয়ে তৈরি বড় ঝুড়ি এবং সেই ঝুড়িতে রাখা প্রসাদ।''

''কিন্তু এর সঙ্গে কোন্নগরের কী সম্পর্ক...?''

''সম্পর্ক তো আছেই। আমি খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছি এই ঝুড়ি একমাত্র কোন্নগরের বহু প্রাচীন কালীবাড়ির নিজস্ব তৈরি করা ঝুড়ি যা ভোগ ও প্রসাদের জন্য ব্যবহার করা হয়। এবং এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও কোনো মন্দিরের ব্যবহৃত ঝুড়ির মিল নেই।''

''কিন্তু এসব দিয়ে কী প্রমাণ করতে চাইছ?'' জামাইবাবু কথা বললেন এবার।

আমি শান্তকণ্ঠে বললাম, ''কিছু প্রমাণ করতে চাইছি না। আমি বলতে

BanglaBook.org

চাইছি এই শালপাতার ঝুড়িতেই পর্ণা ঘোষকে কেটে কুচো কুচো করে প্যাকিং করা হয়েছিল।''

''ওহ মাই গড।'' দীপঙ্করদার স্বরে যথেষ্ট ভীতি জেগে উঠল।

''কিছু মনে পড়ছে দীপঙ্করদা?''

তিনি মাথা নাড়ালেন। আমি একটু থেমে বললাম, ''মুখার্জী বাড়ির কললিস্ট চেক করে আমরা যেসমস্ত বুথের ফোন নাম্বার পেয়েছিলাম তার সবগুলিই কোন্নগরের। আমার বিশ্বাস খুনী কোন্নগরের কোথাও লুকিয়ে রয়েছে এবং কলকাতায় তার মাঝেমধ্যে নিয়মমাফিক আসা-যাওয়াও রয়েছে। তাছাড়া মুখার্জী বাড়ির সঙ্গে খুনির ঘনিষ্ঠ কোনো সম্পর্ক ছিল।''

''কে হতে পারে খুনি?''

''এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।''

''আমার কিন্তু প্রথম থেকেই রজতেন্দ্র মুখার্জীকে সন্দেহ হচ্ছে।'' দীপঙ্করদা বললেন।

আমি বললাম, ''সন্দেহের বাইরে তো কাউকেই বাদ দেওয়া যাবে না দীপঙ্করদা। আমাকে আর কিছুদিন সময় দাও। এই জট খোলার সময় হয়ে এসেছে এবার।''

আমরা সকলেই এবার চুপ করে গেলাম। কিছুক্ষণ নীরবতা বজায় রইল ঘরে। দিদি বলল, ''তোদের দু'জনের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সব করা আছে তো?''

আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, ''হ্যাঁ রে। কেন এত ভাবছিস তুই? আর তাছাড়া সৌমেনবাবু আমার প্ল্যানমাফিক সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কোনো অসুবিধা হবে না।''

জামাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''তোমার সঙ্গে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের যে ইনভেস্টিগেটরকে পাঠানো হচ্ছে তার নাম কী?''

BanglaBook.org

''চৌধুরী আবদুল রহমান।''

নাম শুনে তিনি মাথা নাড়ালেন। কিছুটা চুপ থেকে বললেন, ''উনি হোমিসাইডের খুব নামী একজন অফিসার।''

আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম, ''হুম, আমিও শুনেছি।''

দীপঙ্করদা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তিনি বললেন, ''তাহলে বেস্ট অফ লাক। এই সিক্রেট মিশন সার্থক হোক। তোমার সাফল্য কামনা করি। আর যেকোনো দরকারে আমাকে ফোন কোরো।''

আমি হেসে বললাম, ''অবশ্যই। সে আর বলতে দীপঙ্করদা?''

আমরা সকলে একে অপরের মুখের দিকে তাকালাম। দিদি নতুন করে আরেক রাউন্ড কফি আনতে গেল সকলের জন্য।

BanglaBook.org

(১১)

নিজেকে দেখে নিজেই চমকে উঠেছি। একেবারেই যেন অচেনা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কোনোভাবেই বোঝার উপায় নেই যে আমিই শ্রী বর্ণদীপ নন্দী। মেকআপ করে নিজেকে আগাগোড়া পরিবর্তন করে ফেলেছি। শুধু যে হুলিয়া বদলে গেছে তা নয়। এমনকি নিজের চালচলনের মধ্যেও ষাটোর্ধ এক বয়স্ক ব্যক্তির ভাবভঙ্গি আনতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু এটাও ঠিক যে নিজেকে অন্যরকম ছাঁচে গড়ে তুলতে আমাকে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। রীতিমতো বই পড়ে এবং কলকাতা গোয়েন্দাবিভাগের কয়েকজন সিনিয়র অফিসারের সহায়তায় এসব সম্ভব হয়েছে। ফলে, নিজেকে এখন নিজেই চিনতে পারছি না। আমিই কি বর্ণদীপ নন্দী? দেখে কোনোভাবে কি বোঝার উপায় আছে? একজন তেইশ বছরের ছেলেকে সাজানো হয়েছে ঊনসত্তর বছরের বুড়ো। অবশ্য এই ছদ্মবেশ ধরার অনেক কারণ রয়েছে। তবে প্রধান কারণ হল সেদিনের সেই চিঠিটা। চিঠিটায় কী লেখা রয়েছে? প্রাণ নাশের হুমকি? চিঠির ব্যাপারটা আমি কাউকেই বলিনি। কারণ এই বিষয়টা গোপন রাখতে চেয়েছি নিজের মধ্যে। কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে কেউ না কেউ আমাকে অনবরত অনুসরণ করে চলেছে।

গাড়িতে বসে এসবই ভাবছিলাম। একটা ট্যাক্সিতে করে আমাদের হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা রওনা হতে, আমি আর হোমিসাইডের সেই দুঁদে অফিসার। তিনি আমার পাশেই বসে রয়েছেন। ট্যাক্সি করে প্রথমে হাওড়া। তারপর সেখান থেকে কোন্নগর। আমরা চাইলে এই গাড়িতে চড়েই সরাসরি কোন্নগরে যেতে পারতাম। কিন্তু ট্রেনে করে সেখানে যাওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। আমার পাশে উপবিষ্ট অফিসার আমার দিকে

BanglaBook.org

তাকালেন। জামার বাঁ-হাতাটা খানিকটা গুটিয়ে নিয়ে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করলেন। একটু হেসে বললেন, ''আপনার কোনো অসুবিধা নেই তো?''

অসুবিধা থাকলেও আমি মাথা নাড়িয়ে 'না' বললাম। নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বটা বাড়াবার জন্যই এই সামান্য স্বার্থত্যাগটুকু আমাকে করতে হল। একটা ব্যাপার আমি বুঝি যে যদি কোনো মানুষকে নিজের অনুগামী করতে হয়, তাহলে তার সাথে ভালোভাবে কথা বলা উচিত। এবং অবশ্যই ভালো আচরণ করা প্রয়োজন। কারণ নিজের ধারণার অনুগামী কখনওই কাউকে করা যায় না। বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করলে অনেকসময় বিরুদ্ধবাদীরাও কিছুটা নমনীয় হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রেও তাই ঘটল। ভদ্রলোক সিগারেট জ্বালাতে গিয়েও জ্বালালেন না। সেটা পকেট থেকে বের করে আবারও পকেটেই তুলে রাখলেন।

আমাকে বললেন, ''আপনার প্রচুর নামডাক শুনেছি।''

প্রত্যুত্তরে আমি ট্যাক্সির ড্রাইভারের দিকে হালকা চোখের ইশারা করলাম। তিনিও আমাকে ইশারা করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন ট্যাক্সি চালক কানে হেডফোন পরে রয়েছে। এবং তার ফোনটিতে গান চালিয়ে রাখা আছে। ফলে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা চালাতে কোনো অসুবিধা নেই। আমি ব্যাপারটা আগেই লক্ষ্য করেছিলাম। তবুও রিস্ক নিতে চাইছি না। আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরে অফিসার বেশ জোরে গলা খাঁকারি দিয়ে তিনবার গাড়ির চালককে ডাকলেন। কিন্তু ড্রাইভার কোনো শব্দ করল না। কিংবা ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকালও না। সে যেমন গাড়ি চালাচ্ছিল, তেমনই গাড়ি চালাতে ব্যস্ত রইল। অর্থাৎ সে আমাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে না। নিজের মনে কানে হেডফোন গুঁজে যাত্রীদ্বয়কে হাওড়ায় পৌঁছে দেওয়াই তার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি পুরো ব্যাপারটা লক্ষ করে অফিসারকে একটা নরম হাসি ফিরিয়ে দিলাম।

তিনিও সামান্য হেসে বললেন, ''আপনার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে খুব ভালো লাগছে।''

আমিও তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একই কথা শোনালাম। মানুষের মুখের কথা তার পোশাকের থেকে অনেক বেশি দামী। তাই এই ইনভেস্টিগেশনে

BanglaBook.org

নিজের মতো কাজ করতে গেলে আগে এই অফিসারকে আমার অধীনে আনতে হবে। এবং সেটা অবশ্যই বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে। আমি খুব আস্তে করে বললাম, ''আপনার নামটি বেশ লম্বা কিন্তু দারুণ।''

তিনি হেসে বললেন, ''আপনি প্রয়োজনে ছোট করে নেবেন।''

''চৌধুরী আবদুল রহমান।'' তিনি হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বললাম, ''আপনাকে 'নবকুমার' বলে ডাকলে আপনার কোনো আপত্তি আছে?''

''বিলকুল নয়। বেশ পছন্দ হয়েছে।''

তিনি কথা শেষ না করে বললেন, ''তোমাকেও আমি 'ন'কাকা' বলে ডাকব।''

আমি হেসে হ্যান্ডশেক করলাম তার সঙ্গে। আসলে নিজেদের মধ্যে একটা হিসেব ও বোঝাপড়া করে নিচ্ছি আমরা।

চৌধুরী আবদুল রহমান হলেন কলকাতা গোয়েন্দা বিভাগের একজন দায়িত্ববান ও পরিচিত দুঁদে অফিসার। তার নাম কলকাতা পুলিশের সকলেই জানে। এবং তাকে সমীহ করেন সকলেই। '১৪ই ফেব্রুয়ারি'-র ইনভেস্টিগেশনে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য গোয়েন্দাবিভাগ থেকে তাকে পাঠানো হয়েছে। তার বয়েস খুব বেশি হলে একচল্লিশ কী বিয়াল্লিশ হবে হয়তো। গায়ের রঙ কিছুটা কৃষ্ণবর্ণ। তবে পরিষ্কার। মাথার চুল বেশ মোটা ধরণের এবং কোঁচকানো। চোখের ভুরুটা মোটা। আর চেহারাটা বেশ ভারী। স্টাউট ফিগার বলতে যা বোঝায় একদমই তাই। দিব্যি উনি একাই হয়তো চারজনকে সামলে নিতে পারবেন। দেখে অন্তত তাই মনে হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ট্যাক্সি হাওড়ায় পৌঁছে গেল। আমি একটা ছোট ট্রলিব্যাগে সামান্য কিছু দরকারি জিনিস গুছিয়ে নিয়েছি। আবদুল স্যারও একটা পিঠব্যাগ ছাড়া সঙ্গে আর কিছু নেননি। ট্যাক্সি থেকে নেমেই ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। আমরা স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেলাম। অফিসার ফিসফিস করে আমার

BanglaBook.org

কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন, ''আপনাকে কিন্তু একদম চেনাই যাচ্ছে না। হাঁটার স্টাইলটাও দিব্যি বয়স্কদের মতো।''

আমি কাঁপা কাঁপা গলায় অবিকল বৃদ্ধদের মতো করে বললাম, ''আর গলার স্বরটা?'' তিনি হা-হা করে হেসে উঠলেন।

আমরা স্টেশনে ঢুকেই এককাপ কফি নিলাম। সঙ্গে সিঙাড়া। কোন্নগরে যাওয়ার হাজারও ট্রেন পেয়েছি। লিস্টে আপাতত চারটে রয়েছে। আবদুলদা বললেন, ''আমরা শ্রীরামপুর লোকালে উঠব।''

''বিশেষ কোনো কারণ রয়েছে কি?'' আমি জানতে চাইলাম।

তিনি কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, ''শ্রীরামপুর কোন্নগরের দুটো স্টেশন পরেই। ফলে এই ট্রেনটায় গেলে আমরা শুয়ে-বসে হাত-পা ছড়িয়ে এমনকি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও যেতে পারি। অবশ্য মুম্বাইয়ের বাসিন্দা আপনি। আপনাকে আমাদের বনগাঁ লোকালে তুলে দিলেও আপনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই সফর করতে পারবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।''

ওনার কথা বলার টোন শুনে হেসে ফেললাম। তিনি যে খুব মজার মানুষ তা বুঝতে পারছি। খুব মিশুকেও বটে।

''তাহলে চলুন যাওয়া যাক।''

ট্রেনে উঠে বসলাম আমরা। হাওড়া থেকে পাঁচটা স্টেশন পরেই কোন্নগর। খুব বেশি দূরে নয়। গঙ্গাতীরবর্তি একটা মফস্বল। শুনেছি মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব-এর পবিত্র জন্মভূমি সেটি। এমনকি ঋষি অরবিন্দের পৈতৃক ভিটেও। এছাড়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও জীবনের বেশকিছু সময় কোন্নগরে ছিলেন। কলকাতায় কলেরার প্রকোপ দেখা দিলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছোট্ট রবিকে কোন্নগরের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আবার বড় হয়ে উনিশ বছর বয়েসেও তিনি এখানে এসে কাটিয়ে গেছেন। আর আমার প্রিয়তম লেখক শিবরাম চক্রবর্তীও এই শহরে জীবনের বেশকিছু বছর কাটিয়েছিলেন। কাজেই কোন্নগর নিয়ে একটা আলাদা আগ্রহ ইতিমধ্যেই আমার মনের মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। এই শহর পাঁচশো বছরেরও প্রাচীন।

BanglaBook.org

কোন্নগরে আমরা যখন নামলাম তখন সন্ধে হব হব করছে। লাল সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে। স্টেশনের আশেপাশের বড় বড় বটগাছগুলোতে যেন হাজার পাখির মহাসম্মেলন। পাখিদের কিচিরমিচিরেই সমস্ত স্টেশন মুখরিত। বেশ অন্যরকম মায়াময় পরিবেশ। স্টেশন সংলগ্ন একটা বড় বাজার। ছোট ছোট ডুমের আলোয় দোকান বসেছে। কত মানুষ কথাবার্তা বলছে নিজেদের মধ্যে। হাসিঠাট্টা করছে। ভীষণ আন্তরিক একটা পরিবেশ। স্টেশন থেকে নেমে সামনের রাস্তাটায় পা দিতেই পেল্লায় এক হোঁচট খেলাম। আর একটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলাম। আবদুল স্যার আমার হাতটা পিছন থেকে টেনে ধরলেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''ধীরে সুস্থে চলো ন'কাকা। আমি আছি তো তোমার সঙ্গে। আমার হাতটা ধরে চলো।'' কাছাকাছি থাকা চায়ের দোকানগুলো থেকে উৎসাহী লোকজন আমাদের দিকে তাকালেন। হঠাৎ করেই কোথা থেকে এক পাগল আমার সামনে যেন মাটি ফুঁড়ে হাজির হল। সে নাচাকোঁদা করে হেসে হেসে ছড়া কাটতে শুরু করল—

'গুরুমশাই গুরুমশাই তোমার পোড়ার বে
পাঠশালাতে জোড়া বেত নাচতে লেগেছে।
গুরুমশাই গুরুমশাই তোমার পোড়া হাজির
এক দণ্ড সবুর করো জল খেয়ে আসি।'

আমি অদ্ভুত চোখে পাগলটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার চোখদুটো বড় অদ্ভুত করুণ। মাথায় চুলের জটা নেমে এসেছে। আর মুখের দাড়িগোঁফ জট পাকিয়ে ময়লাটে হয়ে রয়েছে। বদ্ধ উন্মাদ বলতে যা বোঝায় তেমনই মনে হল লোকটিকে দেখে। গায়ে কোনো জামা নেই। একটা সাদা রঙের ময়লা আন্ডারওয়ার পরিহিত তিনি। সমস্ত শরীর ধুলোবালি আর নোংরা হয়ে রয়েছে। ক'জন্ম যে স্নান করেনি তা অনুমান করা মুশকিল। পাগলটি তখনও হাসাহাসি আর চেঁচামেচি করছে। হঠাৎ করে সামনের চা-দোকান থেকে একজন ব্যক্তি ধমক দিয়ে উঠল, ''হেই শালা। ভাগ। ভাগ এখান থেকে। গায়ে গরমজল ছুঁড়ব এক্ষুনি। ভাগ শালা, ভাগ।'' আবদুল স্যার একবার চা-দোকানের সেই লোকটির মুখের দিকে তাকালেন। একবার পাগলটির মুখের দিকে তাকালেন। আমি কোনোরকমে

BanglaBook.org

সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। যেমন হঠাৎ করে পাগলাটা সামনে এসে হাজির হয়েছিল, তেমনই মুহূর্তেই সে যে কোথায় মিলিয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আমরা দু'জনে কিছুটা দূরে রাস্তার উপর এসে দাঁড়াতেই পিছন থেকে একজন প্রৌঢ় এসে বললেন, ''আপনেরা কোলকাতা তে আসতেচেন তো বাবু?''

ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি আধবয়েসি একজন মানুষ একমুখ হাসি নিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছেন। আমি লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ''আপনার নামই পলাশ হালদার তো?''

তিনি আমার প্রশ্নে মাথা হেলিয়ে আবারও খুব সুন্দর করে হাসলেন। পলাশদার সম্পর্কে আগেই শুনেছিলাম। আসলে সৌমেন চক্রবর্তীর একটা পুরনো ডাকবাংলো রয়েছে এই কোন্নগরে। জিটি রোডের কাছাকাছি গঙ্গার পাশেই সেটি অবস্থিত। সেখানে কেউ থাকেন না। সেই বাংলোতেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য আমরা এসেছি আমাদের নিজেদের পরিচয় গোপন রেখেই। অর্থাৎ আমরা যে একটা সাঙ্ঘাতিক ঘটনার তদন্তের জন্য এখানে কিছুদিন থাকতে এসেছি তা এরা কেউই জানেন না। সৌমেনবাবুর দূরসম্পর্কের আত্মীয় হিসেবে আমরা ঘুরতে এসেছি কিছুদিনের জন্য। এমনই বোঝানো হয়েছে পলাশ হালদারকে। ইনি ওই বাড়ির কেয়ারটেকার। শুধু যে কেয়ারটেকার তা নয়। উনি আমাদের রান্নার পাচক। শুনেছি ওনার রান্নার হাত খাসা। শুধু যে খাসা তা নয়। অতি খাসা।

পলাশদার মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, ''আমি সৌমেনের মেশোমশাই হই।''

''আজ্ঞে বাবু চলুন। আমিই আপনাদের নিতে এইচি।''

''চলো। চলো।''

আমি ইচ্ছাকৃত নড়বড় করতে করতে এগিয়ে গেলাম। আবদুল স্যার আমার

BanglaBook.org

অভিনয় দেখে মাঝেমধ্যেই বিস্ময় প্রকাশ করে ফেলছেন, তা আমি বেশ বুঝতেই পারছি। আমাদের জন্য একটা রিকশা দাঁড় করানোই ছিল। উঠে বসতেই চালক লোকটি সৌমেনবাবুর কেয়ারটেকারকে বলল, ''পলাশদা, আপনি এগিয়ে যান। আমি ঠিক পৌঁছে দেব।''

পলাশদা বললেন, ''তুই তাওলে আয়। আমি সাইকেলটা চালিয়ে নে যাই।''

বোঝাই গেল ওরা দু'জনে একে অপরের পরিচিত। পলাশদার ব্যবহারে একটা অমায়িক ব্যাপার আছে। খুবই সাদাসিধে মানুষ। আন্তরিক এবং স্নেহশীল। তিনি আমাদের হাত দেখিয়ে বললেন, ''আপনাদের ও নিয়ে আসুক। আমি এগিয়ে গে সব জোগাড় করি ততক্ষণ।''

আবদুল স্যার মাথা হেলিয়ে বললেন, ''আচ্ছা।''

***

রাতে জোর খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। দেশি মুরগির মাংস আর গরম ভাত। সঙ্গে বড় বড় বেগুন ভাজা আর পাঁপড়ের তরকারি। এছাড়া ডাল, আলুভাজা, ঝিঙে-পোস্ত। সত্যিই পলাশদার জবাব নেই। তিনি রান্নাবান্নায় এত সিদ্ধহস্ত একজন মানুষ যে দিব্যি তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করা যায়। আমাদেরকে দশটার সময় খাবার দিয়ে তিনি বললেন, ''আমার বাড়ি এই সামনেই। কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরির কাছে। আপনারা বললে আমি একেনেই থেকে যাই? নতুবা আপনারা অনুমতি দিলে আমি বাড়িতে যেতে পারি।''

আবদুল স্যার হয়তো মনে মনে কোনো প্ল্যান ভাঁজছিলেন। সুযোগ পেয়েই তিনি বলে উঠলেন, ''আরে না না। আপনাকে শুধু শুধু আমাদের জন্য এখানে পাহারা দিতে হবে না। আপনি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিন। তারপর বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করুন। অহেতুক আমাদের জন্য এখানে থাকার কোনোই মানে হয় না। তুমি কী বলো ন'কাকা?''

BanglaBook.org

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি। আমি গলা কাঁপিয়ে বললাম, ''একদমই তাই। উনি বাড়ি ফিরে একটু বিশ্রাম নিন বরং। কোনো অসুবিধা হলে তো ওনার ফোন নাম্বার আছেই।''

''আজ্ঞে যে কোনো অসুবিধায় আমাকে ফোন করে নেবেন। আমার ফোনটা সবসময় খোলা থাকে।''

পান খাওয়া দাঁত বের করে তিনি হাসলেন। আমিও খুক খুক করে হাসলাম। নকল হাসি হলেও বেশ পাকা অভিনয় আমার। নিজেকে নিজে তারিফ না করে পারলাম না।

পলাশদা ইতিমধ্যেই আমাকে 'মেসোমশাই' আর আবদুল স্যারকে 'দাদাবাবু' বলে সম্বোধন করছেন। তার সঙ্গে যে আমাদের খুব বেশি কথাবার্তা হয়েছে তা নয়। তবে যতটুকু কথা বলেছি তাতে কোন্নগর সম্পর্কে আরও বেশ কিছু নতুন তথ্য পেয়েছি। আপাতত প্রথম দিনে আর ভদ্রলোককে বেশি প্রশ্ন করব না।

পলাশদা আমাদেরকে বললেন, ''তাহলে কি আমি এখন বেরোব?''

আমি আর আবদুল স্যার দু'জনেই সমস্বরে বলে উঠলাম, ''অবশ্যই।''

তিনি রান্নাঘরে সমস্ত কিছু গোছগাছ করে বেরিয়ে পড়লেন। আমরা বাংলোর সদর দরজা বন্ধ করে দিলাম। এখানে খুব একটা গরম নেই। বেশ শীতল আবহাওয়া। ভীষণ মনোরম। আমি পূবের জানলাটা খুলে দিয়ে দোতলার বারান্দা থেকে গঙ্গার দিকে চেয়ে রইলাম। জলের স্রোতের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। দূরে দুটো নৌকো মাঝগঙ্গায় জাল ফেলে মাছ ধরছে। হ্যারিকেনের আলোটা টিমটিম করে জ্বলছে। ভারী অদ্ভুত মায়াবী এই পৃথিবী। যেন মনে হয় এসব ভীষণ পরিচিত অথচ অনেক অজানা অচেনা। আমাদের ডাকবাংলোটা বড় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। চারপাশে অনেক বড় বড় মেহগনি, আমলকী আর আমগাছ। এসবের মধ্যিখানে এই প্রকাণ্ড সাহেবি কুঠি। আর বাংলোর কাছ থেকে বয়ে গেছে গঙ্গা নদী। বাড়ির দোতলায় দাঁড়িয়ে এসবই দেখছিলাম। হঠাৎ করে পিছন থেকে আবদুল স্যার এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন, ''বলো এবার। অ্যাকচুয়াল প্ল্যানটা কী তোমার?''

BanglaBook.org

আমি তার মুখের দিকে ফিরে তাকালাম। তিনি না থেমে বললেন, ''কোন্নগরে তো আমরা চলে এলাম। কিন্তু ইনভেস্টিগেশন কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে? কোনো ব্লুপ্রিন্ট করেছ কি?''

আমি কোনো কথা না বলে পকেটে হাত ঢোকালাম। একটুকরো কাগজ নিয়ে তার হাতে দিলাম। তিনি কাগজটা দু'বার উল্টে-পাল্টে দেখে আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, ''এটা তো একটা সাদা কাগজ!'' কিছুটা বিস্মিত হলেন তিনি। আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম, ''ঠিক তাই।''

''তাহলে?''

''আসলে এই কাগজের টুকরোটা কলকাতায় রাত তিনটের সময় আমার দোতলার জানলা থেকে কেউ একজন আমাকে দিয়ে গিয়েছিল। হতে পারে এটা কোনো হুমকি চিঠি। কিংবা অন্য কোনো কিছুও হতে পারে। আমি এই চিঠিটার কথা কাউকেই জানাইনি। কিন্তু আমার মন বলছে এই কাগজের টুকরোটাই আমাদের পথ দেখাবে।''

তিনি আরও অবাক হয়ে বললেন, ''কিন্তু এতে তো কিছুই লেখা নেই। গোটা কাগজটাই তো সাদা!''

আমি সামান্য মাথা হেলিয়ে হাসলাম, ''লেখা আছে আবদুলদা। কিন্তু সেই অদৃশ্য কালি আপনি বা আমি কেউ পড়তে পারছি না এই মুহূর্তে।''

তিনি কোনো কথা না বলে আমার হাত থেকে কাগজের টুকরোটা টেনে নিলেন। হাতে নিয়ে ভালো করে দেখলেন সেটা। এরপর হঠাৎ করে পকেট থেকে একটা লাল রঙের লাইটার বের করে বললেন, ''এই লাইটারটা আমায় কে দিয়েছিল জানো?''

আমি উত্তরের আশায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে লাইটার জ্বালিয়ে আগুনের উপরে কাগজের টুকরোটাকে আড়াআড়িভাবে ধরলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাদা কাগজ হালকা হলুদ হয়ে তার মধ্যে বাদামি অক্ষর ফুটে উঠল। আমি কিছুমাত্র অবাক না হয়ে অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম, ''বললেন না তো লাইটারটা আপনাকে কে দিয়েছিল?''

BanglaBook.org

তিনি সংক্ষেপে জবাব দিলেন, ‘‘আমার এক্স।’’

আমি আর আবদুল স্যার দু’জনেই কাগজে ফুটে ওঠা লেখাটার দিকে তাকালাম।

আবদুলদা বললেন, ‘‘এটা কোন ভাষায় লেখা?’’

আমি কিছুক্ষণ চিঠিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। অক্ষরগুলো বোঝার চেষ্টা করলাম। তিনি আবারও আমায় জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘কোন ভাষা হতে পারে এটা? এনি আইডিয়া?’’

‘‘বাংলা ভাষা।’’

তিনি চোখ ছানাবড়া করে আমার দিকে তাকিয়ে অবাক কণ্ঠে বললেন, ‘‘বাংলা ভাষা? কোন যুগের?’’

‘‘আসুন আমার সঙ্গে।’’

তাকে টেনে নিয়ে ভিতরের ঘরে প্রবেশ করলাম। দেওয়ালে টাঙানো একটা বড় আয়নার সামনে গিয়ে চিঠিটাকে সোজা করে ধরতেই আবদুলদা আমার দিকে আরও অবাক হয়ে তাকালেন।

আমি বললাম, ‘‘এই ধরণের লেখাকে মিরর রাইটিং বলে। যিনি আমাকে এই চিঠি দিয়েছেন তিনি সম্ভবত কোনো গোপন তথ্য আমাকে জানাতে চান। কিন্তু সরাসরি নয়। হয়তো তাতে তার ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।’’

‘‘রাইট।’’ তিনি মাথা হেলালেন।

কিছুক্ষণ আমরা দু’জনেই চুপ করে রইলাম। বাইরে বাগানে ঝিঁঝির ডাক আর গঙ্গার জলের ছলাৎ শব্দ আমাদের নিস্তব্ধতাকে দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে।

আমরা পোড়া চিঠিটার বড় গোটা গোটা অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে মগ্ন হয়ে সমস্বরে ফিসফিস করে বললাম, ‘‘৮৯, হারান লাহিড়ি লেন!’’

BanglaBook.org

(১২)

পলাশদা এককাপ চা দিলেন আমার হাতে। আমি বারান্দায় বসে রয়েছি। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। গঙ্গার ধারে এমন একটা মনোরম পরিবেশে মনটা বেশ প্রসন্ন লাগছে আমার। কুঠির সামনেই সব বিশাল বিশাল গাছ। সামনে থেকে বয়ে গেছে গঙ্গা। আমি আজ খুব ভোরে উঠেছি। কাল রাত্রে ঘুমোবার আগে কিছুক্ষণ বই পড়েছি। বইটির নাম 'জোড়াসাঁকোর ধারে'। বইটি লিখেছেন ভুবনজয়ী শিল্পী শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্মৃতিচারণ মূলক এই বইটির একজায়গায় তিনি লিখেছেন 'কোন্নগরে কী আনন্দেই কাটাতুম। সেই সেবার আমি কুঁড়ে ঘর আঁকতে শিখি।' এত সুন্দর একটা শহরে এমন বীভৎস একজন খুনি লুকিয়ে রয়েছে তা ভাবতেও আমার অদ্ভুত ঠেকছে। তবে কালপ্রিটটা যে কোন্নগরেই রয়েছে তা আমি একশো ভাগ জোর দিয়ে বলতে পারি। আমার মেকআপ তেমনই রয়েছে। বোঝার কোনো উপায় নেই। বারান্দায় বসে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভোরের যাত্রীবাহী লঞ্চ যাতায়াত শুরু করেছে। নদীর উপর দিয়ে সাদা বকগুলো উড়ে যাচ্ছে দল বেঁধে। আবার রাতের মাছ ধরার নৌকোগুলো দেখলাম গঙ্গার ধারে ধারে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এখন তাদের বিশ্রাম।

''দাদাবাবু কি একনও ঘুমুচ্চেন?''

পলাশদার প্রশ্নে তার মুখের দিকে তাকালাম। দু'বার নকল কাশি দিয়ে মাথা ঝাঁকালাম। আবদুল স্যার কাল রাতে ড্রিঙ্ক করেছিলেন। এই অভ্যেসটা তার রয়েছে। বলা ভালো একটু বেশিই রয়েছে। তরল পানীয় বস্তুটি তিনি কলকাতা থেকেই জোগাড় করে এনেছেন। অবশ্য এখানেও জিটি রোডের ধারে বেশকিছু মদের দোকান ও বার রয়েছে। সেখবর এখানে পৌঁছবার আগেই তিনি জোগাড়

BanglaBook.org

করে নিয়েছিলেন। বারান্দা থেকে দেখলাম আবদুল স্যারের ঘরের দরজাটা ভেজানোই রয়েছে। খুব ভোরে ওঠার অভ্যেস আমার নেই। কিন্তু নিজের ডেইলি রুটিনটায় এবারে পরিবর্তন আনব ভাবছি। ভোরবেলা উঠে প্রাণায়াম সেরে পড়াশোনায় বসব ভেবে রেখেছি। এরপর টিফিন। তারপর নিজের প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম সেরে নেব। রাতে দু'ঘণ্টার বেশি বই নিয়ে জেগে থাকব না ভাবছি। অন্তত ছ'ঘণ্টা ঘুমনো দরকার।

পলাশদা সকাল সকাল চলে এসেছেন। এসেই আমাকে এককাপ চা হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ''কাল কোনো অসুবিধা হয়নি তো মেসোমশাই?''

''না না অসুবিধার কী আছে?'' গলা কাঁপিয়ে বললাম।

তিনি আমার নকল পাকা চুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''কাল তো তাড়াহুড়ো করে রেঁধে খাইয়েচিলুম। হাতে সময় অল্প ছিল। আজ তৈরি হয়ে এসেছি। বলুন আপনি কী কী খেতে ভালোবাসেন? আমি সেগুলোই আপনাকে রান্না করে খাওয়াব।''

আমি অল্প হেসে তাকে বললাম, ''আমার আর এই বয়েসে ভালো-মন্দ।''

''এটা কোনো কথা হল মেসোমশাই?''

''আহা, কথার কথা বলছি।''

''বেশ, বলুন কী রাঁধব?''

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম, ''কাতলা মাছের তেল পাওয়া যায় এখানে?''

তিনি চোখ বড় করে বললেন, ''আলাদা করে পাওয়া যাবে না। মাছের সঙ্গে তেল দেওয়া হয়।''

একটু চুপ থেকে বললাম, ''তাহলে একটা বড় দেখে কাতলা মাছ নিয়ে আসো।''

তিনি খুব খুশি হয়ে বললেন, ''সঙ্গে একটা বড় দেখে মোচাও কিনে আনি।

BanglaBook.org

আপনাকে সন্ধেবেলায় মোচার পাতুরি করে খাওয়াব। ওইটে আমি খুব ভালো রান্না করতে পারি।''

''আরেহ বাবা। এ তো বিশাল ব্যাপার। আমার পরম সৌভাগ্য। যেকদিন আছি সেকদিন ভালো করে খেয়ে-দেয়ে নিই। তোমাদের এখানে দিব্যি হাওয়াবদলের সঙ্গে খাওয়াবদলও হবে আমার।''

তিনি আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। পলাশদার সঙ্গে গল্পগুজব শুরু করলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ''এখানেই কি তোমার শৈশব কেটেছে?''

তিনি মাথা নাড়িয়ে বললেন, ''উঁহু।''

''তাহলে?''

''আমার দেশের বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা।''

''কোন্নগরে কত বছর রয়েছ?''

''চল্লিশ বছর। কুলপিতে আমাদের অনেক জমিজমা ছিল। বাবা বড় ওঝা ছিলেন। কামাখ্যা ফেরত। সংসারে তার কোনো আগ্রহ ছিল না। উদাসীন ছিলেন পরিবার ও সংসারের প্রতি। বিভিন্ন তীর্থস্থানে ঘুরে বেড়াতেন। তাই আমাদের সব জায়গা-জমি দেখাশোনার অভাবে ধীরে ধীরে দখল হয়ে গেল। বাড়িতে মা অনেক কষ্টে আমাদের মানুষ করেছেন। খাবারের অভাব ছিল। জমি-জমা থাকলেও কাজ-কর্ম করে জীবিকা নির্বাহের কোনো লোক ছিল না। ফলে এক বস্তা চালের বিনিময়ে মা একের পর এক জমি বিক্রি করে দিতে লাগলেন। এভাবে একদিন আমাদের সমস্ত জমি-জমা বেহাত হয়ে গেল। তখন মায়ের ছোটমামা আমাদের নিয়ে এলেন এই কোন্নগরে। আমি অনেক ছোটবেলায় একবার এসেছি। তখন তো এসব জঙ্গলে ভর্তি ছিল। তবে আপনাদের এই ডাকবাংলো তখনও ছিল। এ সাহেব কুঠি বহু পুরনো।''

''তাহলে তো কোন্নগরের প্রায় সবকিছুই তোমার নখদর্পণে?''

সে একটা হাঁচি দিয়ে থেমে থেমে বলল, ''তা মোটামুটি কিছুটা তো

BanglaBook.org

জানি।''

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। পলাশদা বললেন, ''মেসোমশাই আপনিও কি বড়বাবুর (সৌমেন চক্রবর্তীকে এই নামেই উনি ডাকেন) মতো পুলিশে চাকরি করতেন?''

আমি মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে বললাম, ''আরে না না। আমি তো বই লিখেই জীবন কাটিয়ে দিলাম।''

''বই লিখে?'' তিনি চোখ বড় বড় করে তাকালেন।

''তাহলে আর কী!''

''গল্পের বই লেখেন?''

''হ্যাঁ, ওই আর কী। উপন্যাস লিখি।''

''আমার গল্প পড়ায় দারুণ আগ্রহ।''

''বেশ। তোমায় দেব আমার কয়েকটা বই।'' কথাটা বলেই বিপদে পড়ে গেলাম। একটা নকল পরিচয় তো ফাঁদতেই হবে। নাহলে তো মুশকিল। ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালাম। বিপদ কাটাবার জন্য বললাম, ''আমি অবশ্য ইংরেজি ভাষায় লিখি।''

''ইংরেজিতে বই লেখেন?''

''হাঁ। কী আর করব? বাংলা ভাষায় বই লিখে টাকাকড়ি পাওয়া যায় না। লেখালিখি করি বটে, পেট তো চালাতেই হবে নাকি?''

পলাশ হালদার অতকিছু বুঝলেন না। তিনি শুধু নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে বললাম, ''এখানে কোথায় থাকা হয় তোমার?''

''এই যে কাছেই। পোষ্টাপিসের গলিটায়।''

''নিজের বাড়ি তো?''

BanglaBook.org

''সে ভাগ্য কি আর আচে আমার?''

''তোমার নিজের বাড়ি নয়?''

''নাহ।'' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পলাশদা। আমি কিছুটা অবাক হয়েই প্রশ্ন করলাম, ''চল্লিশ বছর ধরে এখানে রয়েছ অথচ একটুকরো জমি কিনতে পারলে না?''

''তেমন কোনো কাজ করি না তো মেসোমশাই। তাছাড়া যেটুকু জমিয়েছিলাম আমার নিজের বউয়ের অসুখেই সব শেষ করে ফেললাম। এছাড়া ছেলেমেয়েগুলোকে মানুষ করতে গিয়েও মাঝেমধ্যে হিমসিম খেয়ে গেছি। কী করে আর জমি কিনব?''

আমি অনেকটা চিন্তিত মুখে বললাম, ''ছেলেপুলেরা কী করে এখন?''

''আমার একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। ছেলে চাকরি পেয়ে বোম্বে চলে গেছে। এখন আর আমাদের সাথে কোনো যোগাযোগ রাখে না। বেঁচে আছি কি মরে গেছি তাও খোঁজ-খবর নেয় না।''

তার কথার মাঝেই তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ''মুম্বাইয়ের কোথায় থাকে তোমার ছেলে?''

''সে তো আমি জানি না। তবে প্রথমে সানিপারা না কী একটা জায়গায় ছিল এক বছর।''

''এখন আর কোনো খবর নেয় না তোমাদের?''

''নাহ।'' আবারও দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি।

''আর মেয়ে কী করে? বিয়ে হয়ে গেছে?''

''মেয়ে একটা বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। গোটা সংসারটাকে সে-ই তো চালায়। বিয়ে থা করবে না বলে গোঁ ধরে আছে। কত চেষ্টা করলুম। ওকে রাজি করানো গেল না। জানি না শেষ বয়েসটা কীভাবে কাটাবে। চিন্তা হয় মাঝেমধ্যে খুব। জানি বাবা হিসেবে কিছুই করতে পারিনি ওদের জন্য।''

BanglaBook.org

আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, ''ওসব নিয়ে ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে একদিন। সময় সবকিছু ঠিক করে দেয়।''

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। বললাম, ''আপনার ছেলে মুম্বাইয়ের কোন অফিসে কাজ করে?''

''দাদরা টাটা স্টিল কোম্পানি।''

''আপনার ছেলের নাম কী?''

''প্রদ্যুত হালদার।''

আমি একটা কাগজে তার ছেলের সম্পর্কে গোটাকতক বিষয় লিখে রাখলাম। এসব তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে একটু ইতস্তত করে বললাম, ''ইয়ে একটা বিষয় জানার ছিল।''

''হ্যাঁ বলুন মেসোমশাই।''

''আসলে তোমাদের এই কোন্নগরের উপর আমি একটা বই লিখতে শুরু করেছি। এখানে মূলত সেই উদ্দেশ্যেই আমরা বেড়াতে আসা।''

কথাটা না শেষ করে তার মুখের দিকে তাকালাম। তারপর আবার বলা শুরু করলাম, ''আমি একটা ঠিকানা জানতে চাই।''

''হ্যাঁ বলুন না?''

''৮৯, হারান লাহিড়ি লেন।''

তিনি ঠিকানাটা নিজের মনেই পুনরাবৃত্তি করে বললেন, ''এরকম কোনো রাস্তা তো আমি যতদূর জানি এখানে কোথাও নেই।''

আমি কিছুটা হতাশ হয়ে পড়লাম। তাহলে কি এই সূত্র ধরে এগনো যাবে না? যে আমাকে এই চিঠিটা দিয়েছে সে কেনই বা এই রাস্তাটার নাম আমাকে জানাতে চাইছে? প্রশ্নগুলো মাথায় ঘুরপাক খেতে রইল। নিজের মধ্যে চিন্তায় ডুবে গেলাম। হঠাৎ পলাশদা কথা বলে উঠলেন। তিনি বললেন, ''আমার এক বন্ধু রয়েছে। সে কোন্নগর পোস্ট অফিসে চাকরি করে। এখানের স্থায়ী বাসিন্দা।

BanglaBook.org

বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে এখানে তাদের পাকা বসত। তাকে বরং আজ সন্ধেবেলায় ডেকে আনি। আপনার যা জিজ্ঞাস্য ওর কাছ থেকেই সব জেনে নিতে পারবেন।''

''বেশ তো। তাই হোক। ভালো করে না জেনে তো আর বইতে যা তা লিখতে পারি না। হেঁ হেঁ বুঝলেন কি না?''

''তা তো ঠিক। তা তো ঠিক।''

তিনি মাথা নাড়ালেন। আমি তার সঙ্গে হাবিজাবি বকতে রইলাম। কিন্তু আমার মন পড়ে রইল সন্ধেবেলার সেই পোস্টম্যানের অপেক্ষায়।

ইতিমধ্যেই আবদুল স্যারের ঘুম ভেঙেছে। তিনি ব্রাশ মুখে দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। কাল রাতে কয়েক পেগ নিয়ে নিজের ব্যক্তিগত জীবন উগরে দিয়েছেন আমার কাছে। নীলা কর্মকারকে ভালোবাসতেন তিনি। স্কুলবেলার বান্ধবী। একসঙ্গে ঘুরত ফিরত। একসাথেই বেড়ে ওঠা। আবদুলদার একটা অন্যরকম অনুভূতি ছিল মেয়েটির জন্য। কিন্তু কোনোকালেই তাকে সরাসরি সেই অনুভূতি বা ভালোলাগার বিষয়টি প্রকাশ করতে পারেননি। নীলা কাছে এলেই সে বোবা হয়ে যেত। অথচ তাকে ছাড়া যে আবদুলদার বেঁচে থাকাটা খুব সমস্যা হয়ে যাবে সেকথা মেয়েটিও জানত। কিন্তু এতকিছুর পরেও দুম করে একদিন মেয়েটি তার বিয়ের কার্ড নিয়ে নিমন্ত্রণ করে গেল আবদুল স্যারকে। ব্যস। তখন থেকেই হৃদয়ে দাগা খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। এসব কথা সেভাবে কখনও কারোর কাছে তিনি লিক করেননি। কাল রাতে মদ খেয়ে টল্লি হয়ে গিয়ে বুকের জমানো ব্যথা আর ধরে রাখতে পারলেন না। তাই আমাকে তার বিশ্বস্ত বন্ধুর জায়গা দিয়ে সমস্ত কথা শুনিয়েছেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেও দেখেছি তাকে। তখন অবশ্য তিনি নিজের মধ্যে ছিলেন না। আবদুল স্যার বারান্দায় আসতেই আমি গলাটা কাঁপিয়ে বলে উঠলাম, ''ঘুম হল নবকুমার?''

তিনি ব্রাশটা মুখের ভেতর রেখেই উত্তর দিলেন, ''হ্যাঁ ন'কাকা।''

***

BanglaBook.org

''চলুন, একটু বেড়িয়ে আসি।''

''এখন?'' আবদুল স্যার অবাক হয়ে তাকালেন আমার মুখের দিকে।

''হ্যাঁ।'' আমি হেসে বললাম।

''ক'টা বাজে এখন?''

''বিকেল সাড়ে চারটে।''

''আধঘণ্টা পর বেরোলে হয় না?''

''নাহ, এখনই চলুন। শুধু শুধু শুয়ে শুয়ে ল্যাদ খাওয়ার কোনো মানে নেই।''

একপ্রকার জোর করেই তাকে বিছানা থেকে ওঠালাম। দুপুর থেকে ল্যাদ খাচ্ছেন তিনি। কেন জানি না তাকে মনমরা লাগছে বেশ। সম্ভবত কোনো একটা মানসিক সমস্যায় ভুগছেন তিনি। যতদূর আন্দাজ করতে পারছি নীলা কর্মকারের স্মৃতি তাকে পীড়িত করছে মাঝেমধ্যে। এ ব্যাপারে তার সঙ্গে আমার কথা বলা প্রয়োজন। আমরা যদি আমাদের বন্ধু-বান্ধব বা সহকারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল না হই তাহলে মানুষ হিসেবে নিজেকে অনেকটা ছোট মনে হবে। একটা ইংরেজি বইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। বইটির নাম 'হোয়াট লাইফ শ্যুড মিন টু মি'। বইটির লেখক ভিয়েনার একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ যার নাম অ্যালফ্রেড অ্যাডলার। তিনি লিখেছেন, ''যে বিশেষ লোক অন্যদের সম্পর্কে আগ্রহী হতে চায় না, সে দুনিয়াতে জীবন কাটায় সব থেকে অসুবিধার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। অন্যকেও সে কারণে অকারণে বারে বারে আঘাত দেয়। এই ধরণের মানুষ থেকেই মানসিক এবং শারীরিক ব্যর্থতার জন্ম হয়।''

আবদুলদা বললেন, ''কোথায় যাওয়ার ইচ্ছে আছে?''

''চলুন না দেখা যাক।''

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, ''চলো তাহলে। বাই দ্য ওয়ে একটা কথা...''

BanglaBook.org

মাঝপথেই থামলেন তিনি। তারপর বললেন, ''আমাকে 'আপনি' করে বলার প্রয়োজন নেই। তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মতো। 'তুমি' করেই বলো।''

আমি হেসে বললাম, ''তা নাহয় বললাম। কিন্তু এই চার দেওয়ালের বাইরে আমি তো তোমার ন'কাকা। আর তুমি আমার ভাইপো শ্রী নবকুমার।'' তিনি মাথা দুলিয়ে হাসার চেষ্টা করলেন।

আমরা সাহেব কুঠি থেকে বেরিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। এই বাংলোর আলাদা কোনো নাম না থাকলেও সকলে এটাকে সাহেব কুঠি নামেই চেনে। কোনো এক ইংরেজ সাহেব এই কুঠি তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তিনি এখানে থাকেননি। পরবর্তীকালে সৌমেনবাবুর বড়দাদু এই কুঠির সন্ধান পেয়ে সেটি কিনে নেন। এখন এটি সৌমেনবাবুর মালিকানাতে রয়েছে।

আমরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলেছি। আবদুলদা বললেন, ''কোথায় চলেছি আমরা?''

আমি সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে বললাম, ''আগে বলো তোমার মন খারাপ কেন?''

তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর কৃত্রিম হাসি হেসে বললেন, ''তেমন কিছু নয়।''

আমি তাকে জোর দিলাম, ''আরে বলোই না। আমি তোমার ভাই হই। বলো আমায়। কী প্রবলেম?''

তিনি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর নিজের ফোনটা বের করে হোয়াটসঅ্যাপ ওপেন করে একটা মেসেজ দেখালেন। যা ভেবেছিলাম একদমই তাই। নীলা কর্মকার একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ''তোমাকে কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারব না।''

ব্যস এটুকুই। আমি তার মুখের দিকে মৌন হয়ে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। ধীর কণ্ঠে বললাম, ''কী এমন অপরাধ করেছ তুমি যে তোমাকে সে ক্ষমা করতে পারছে না?''

BanglaBook.org

''মনের কথাটা তাকে অনেক আগেই বলে ফেলা উচিত ছিল। সে হয়তো প্রত্যাশা করেছিল আমি তাকে একদিন নিজে থেকে গ্রহণ করব।''

আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। বিকেলের মেঘ ভীষণ নীল। পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে। বেলা বয়ে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধে নামবে। মৃদুকণ্ঠে বললাম, ''আবদুলদা, আমি তোমার থেকে বয়েসে অনেকটাই ছোট। তবুও আমি যা বুঝি তা হল যতক্ষণ কোনো ব্যাপারে উদ্ধার পাওয়ার আশা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যদি স্পষ্ট বোঝা যায় কোনো দিকেই আর কোনো আশা নেই, তখন যেন কী পাব বা না-পাব তার হিসেব না করাই ভালো। আশাকরি তুমি বুঝতে পারছ আমি কী বলতে চাইছি?''

তিনি মাথা নাড়ালেন ধীরে ধীরে। আমি বললাম, ''চলো, ফুচকা খাওয়া যাক।''

ভেবেছিলাম তিনি রাজি হবেন না। কিন্তু মাথা নাড়িয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতেই আমিও কিছুটা খুশি হলাম। আবদুলদা বললেন, ''আমরা কি এলোমেলো পথে হাঁটতে বেড়িয়েছি আজকে?''

''না।'' আমি মাথা নেড়ে জবাব দিলাম।

''তাহলে? উদ্দেশ্যটা কী?''

''কোন্নগরের শকুন্তলা কালি মন্দিরে যাব।''

''মন্দিরে?''

''ইয়েস।''

''কিন্তু কেন?''

''কারণ পর্ণা ঘোষের টুকরো হওয়া লাশ যে শালপাতার ঝোড়াতে বেঁধে বিভিন্ন স্থানে ফেলে দেওয়া হয়েছিল তা একমাত্র এই মন্দিরের নিজস্ব ঘরেই তৈরি হয়ে থাকে।''

''হোয়াট?''

BanglaBook.org

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ''অনেক আগেই আমি এসব খোঁজ নিয়ে রেখেছি। আজ চাক্ষুষ করার পালা।''

''তার মানে তুমি কি বলতে চাইছ খুনির এই মন্দিরে যাতায়াত আছে?''

''আমার তেমনই মনে হচ্ছে। সকালে পলাশদার সঙ্গে কথা বলে জেনেছি বহু প্রাচীন এই মন্দির। আর একদল ডাকাত নাকি এই মন্দির স্থাপনা করেছিলেন। তখন থেকেই নিয়ম মেনে প্রতি বছর কালীপুজো হয়ে আসছে। বৈশাখ মাসে বিশাল বড় উৎসব হয় এখানে। প্রায় একমাস ধরে চলে। অবশ্য এই মন্দিরের একটা ভাগ এখন আলাদা হয়ে মনসাতলা নামে কোন্নগরের অন্য একটি জায়গায় চলে এসেছে।''

তিনি বললেন, ''তুমি এই মুহূর্তে ওখানে কী করতে চাইছ?''

''কিছুই না। আজ শনিবার। পুজো হবে। আমি একবার ওখানে যেতে চাইছি।''

''বেশ চলো।''

কালীতলা আমাদের কুঠি থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয়। আমরা কুড়ি মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। শকুন্তলা কালী বাড়িটা বেশ প্রাচীন। তবে মন্দির সংস্কারের ফলে নতুন মনে হচ্ছে। সেখানে এত লোকের ভিড় যে আমরা ভিতরে প্রবেশ করতে পারলাম না। বাইরে থেকেই মন্দিরের চারপাশটা ভালো করে ঘুরে দেখলাম। আমি প্রবেশ পথের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। আবদুলদা হঠাৎ করে কোথায় গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না। একা একা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভ করতেই দেখি আবদুলদার গলা, ''হ্যালো, একটু এগিয়ে এসো। সোজা রাস্তা বরাবর।''

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, ''তুমি কোথায়?''

''একটা ফুচকার স্টলের সামনে।''

আহা, মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। আমি এগিয়ে গেলাম।

***

BanglaBook.org

''এটা কীভাবে জোগাড় করলে?'' আমি অবাক হয়ে তাকালাম আবদুলদার মুখের দিকে।

তিনি মৃদুমন্দ হেসে আমাকে বললেন, ''মন্দিরের অফিসে ভোগের জন্য টাকা দিয়ে এসেছিলাম। উদ্দেশ্য আর কিছুই না। এই বিশেষ ধরণের ঝুড়িটা ভালো করে পরীক্ষা করা।''

আমার হাতে ভোগের প্রসাদের ঝুড়িটা সে ধরিয়ে দিল। আমি সেটা হাতে নিতেই কেন জানি না পর্ণা ঘোষের খণ্ড বিখণ্ড শরীরটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কেমন একটা খারাপলাগা অনুভব করছি। আবদুলদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, ''এনি প্রবলেম ব্রো?''

আমি মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়ালাম। তিনি বললেন, ''কিন্তু তোমার মুখ দেখে তো অন্যকিছু মনে হচ্ছে! হঠাৎ করে ইমপ্রেশন পাল্টে গেল কেন?''

আমি তার প্রশ্নের সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ''১৪ই ফেব্রুয়ারির যে কেসটা তাতে প্রথম খুন হয়েছেন পর্ণা ঘোষ। রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রেমিকা। তার মুখটা মনে পড়ে গেল। উফ, কী বীভৎস! মনে পড়লেই আতঙ্কিত হয়ে উঠি। এত নৃশংসভাবে কেউ মানুষকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে পারে?''

আবদুলদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, ''আমিও দেখেছিলাম লাশটা।''

''তুমি?'' আমি কিছুটা অবাক হয়ে গেলাম।

তিনি মাথা নাড়িয়ে বললেন, ''হুঁ।''

আমি আরও কিছুটা অবাক হলাম। কারণ এই কেস প্রথম থেকেই আমি আর দীপঙ্কর দত্ত স্টাডি করছিলাম। তাছাড়া আবদুল স্যারের কোনো চিহ্নই আমি টের পাইনি এই তদন্তের মধ্যে নেমে।

তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, ''তোমাকে তোমার মতো কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তোমার সমান্তরালে সৌমেন স্যারের

BanglaBook.org

নির্দেশে আমিও নিজের মতো করে এগোচ্ছিলাম। যদিও পুরো ব্যাপারটাই গোপন রাখা হয়েছিল। তদন্তে নেমে একটা সময় পর দেখা গেল তোমার আর আমার ইনভেস্টিগেশন একই পথে এগিয়েছে। অর্থাৎ তুমি নগরপাল ও সৌমেন স্যারের সঙ্গে যেদিন মিটিং করে কোন্নগর আসার কথা জানালে ঠিক সেই দিনই আমিও স্যারকে ফোন করে একই কথা জানিয়েছিলাম।''

আমার অবাক হওয়ার ভাবটা কিঞ্চিৎ কমলো। আমি তার পিঠে হাত রেখে বললাম, ''দু'জনে একই পথের পথিক তো।'' হেসে উঠলাম দু'জনে।

সন্ধে হয়ে এসেছে। উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে শাঁখের আওয়াজ আসছে। এই মুহূর্তে যে রাস্তায় এসে আমরা উঠলাম সেটা খুবই নির্জন। রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলো কেমন সব চুপচাপ। মাঝেমধ্যে দু-একটা সাইকেল আরোহী দেখা যাচ্ছে বটে। আমরা একটা বিশাল বড় কদম গাছের নিচ দিয়ে হেঁটে চলেছি। চারপাশটা চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছিলাম। সেই মুহূর্তে নীরবতা ভঙ্গ করে আবদুলদা হঠাৎ বললেন, ''মন্দিরের ভিতরে ঝুড়ি তৈরির ঘর থেকে ঘুরে এসেছি আজকে।''

আমি কিছুটা বিস্মিত হলাম, ''কিছু কি সূত্র খুঁজে পেলে?''

তিনি মাথা নাড়িয়ে বললেন, ''তেমন কিছু নয়। আগ্রহবশত গিয়েছিলাম। তবে ঝুড়ি তৈরির দায়িত্বে থাকা প্রধান মহিলাটির সাথে আলাপ হল।''

আমি ইয়ার্কি করে বললাম, ''পছন্দ হল নাকি?''

তিনি মুখটাকে বিকৃত করে বললেন, ''ছেলে ছেলে ভাব রয়েছে মহিলাটির মধ্যে।''

''অ্যাঁ!''

''হুম, তেমনই মনে হল। প্রথমে বুঝতে পারিনি। খুবই সুন্দরী তিনি। তবে কথা বলার সময় কেন জানি না মনে হল ছেলেদের মতো অ্যাটিটিউড।''

''সে ঠিক আছে। ওনাকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এই মুহূর্তে যেটা সব চাইতে বেশি জরুরি তা হল '৮৯, হারান মাইতি লেন' ঠিকানাটা খুঁজে বের করা।''

BanglaBook.org

''তুমি কি সিওর ওটা কোন্নগরেরই ঠিকানা?''

''না হয়ে উপায় নেই আবদুলদা। আমার মন বলছে ওই ঠিকানাতেই লুকিয়ে রয়েছে রহস্যের জট।''

''তাহলে দেরি করে লাভ নেই।''

''পলাশ হালদারের এক বন্ধুকে ডাকা হয়েছে আজকে। তিনি কোন্নগর পোষ্ট অফিসের কর্মী। তাছাড়া এখানকার দীর্ঘদিনের স্থায়ী বাসিন্দা। আশাকরি তার কাছ থেকে কোনো না কোনো দিশা খুঁজে পাব।''

''সবই বুঝলাম। কিন্তু পলাশদা বা তার সেই বন্ধু হঠাৎ করে সন্দেহ শুরু করবেন না আমাদের?''

''আশাকরি করবেন না। কারণ আমি নিজেকে একজন লেখক বলে পরিচয় দিয়েছি তাছাড়া তোমার কি মনে হয় আমার এই বেশ তারা আদৌ বুঝতে পারবে?''

''না, তা নয়। তবু সতর্ক থাকা উচিত।''

''বেশ, চলো তাহলে জোরে পা চালানো যাক।''

আমি আমার মাথায় দেওয়া ফল্‌স চুলে হাত বোলালাম। আবদুলদা বললেন, ''তোমাকে হুবহু একজনের মতো দেখতে লাগছে।''

আমি আশ্চর্য কণ্ঠে বললাম, ''কার মতো?''

তিনি কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, ''শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।''

***

পলাশদা বললেন, ''উনি অনেকক্ষণ এসেছেন।''

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে নমস্কার করলেন। এরপর আবদুলদার দিকে ফিরে তাকেও হাত জোর করে নমস্কার জানালেন। আমরাও ওনাকে প্রতি

BanglaBook.org

নমস্কার জানিয়ে বললাম, ''ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল। আসলে শকুন্তলা কালীবাড়িতে গিয়েছিলুম। এত সুন্দর উপাসনা আমি কমই দেখেছি। পূজারী চারজন একেবারেই তন্ময় হয়ে রয়েছেন আরাধনায়। দেখেও চোখ শান্তি পায়, আহা আহা...।''

ভদ্রলোক একটু হাসার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মুখ দেখে মনে হল অন্যকিছু নিয়ে চিন্তিত। কিংবা ওনার মধ্যে কোনো নার্ভাসনেস কাজ করছে। ভদ্রলোকের গায়ের রঙ অনেকটাই ময়লা। বোঝাই যাচ্ছে সারাদিন ঘুরে ঘুরে চিঠি বিলি করার পরিশ্রমের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে দেহে। মাথায় তার চুল অল্প। বেশিরভাগই উঠে গেছে। বাদবাকি যেটুকু অবশিষ্ঠ রয়েছে তা সাদা হয়ে পেকে গেছে। রোগাটে শরীর। গলার হাড় সামান্য ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। চোখে একটা আদ্যিকালের দড়ি বাঁধা মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। চশমার কাচে দারুণ পাওয়ার আছে। দেখেই বোঝা যায়। লোকটির পরনে একটা পুরনো কালো রঙের ফুলপ্যান্ট। আর গায়ে সাদা চেক জীর্ণ জামা। তিনি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, ''আমার নাম চয়ন বিশ্বাস। বয়েস ষাট। কোন্নগরের দীর্ঘদিনের স্থায়ী বাসিন্দা আমরা। এখানেই পোষ্টাপিসে কাজ করি। চিঠি বিলি করি। ডাকহরকরা বলতে যা বোঝায় আর কী।''

হাসলেন ভদ্রলোক। পান খাওয়ার অভ্যেস আছে তার। জিভের রঙ কালচে লাল। সামনের দাঁতগুলোও ক্ষয়ে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত পান চিবোন তিনি।

আমি কিছু বলার আগেই আবদুলদা চয়নবাবুকে বললেন, ''অনেক দায়িত্ব নিয়ে আপনাদের কাজ করতে হয় তা বলাইবাহুল্য।''

ভদ্রলোক প্রশংসায় বিগলিত হয়ে পড়লেন। সামনের দাঁত বের করে হেসে বললেন, ''তা দায়িত্ব আছে বই কী। অন্যান্য কাজের থেকে এই কাজে দায়িত্বই হচ্ছে প্রধান শর্ত।''

তিনি এবারে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''পলাশের কাছে শুনলুম আপনি নাকি একজন বিখ্যাত লেখক?''

BanglaBook.org

আমি গাম্ভীর্য দেখাবার চেষ্টা করে বললাম, ''তা আপনি ঠিকই শুনেছেন।''

গলাটা কেঁপে উঠল আমার। বয়েস্কদের মতো করেই দিব্যি বলতে পারছি। এমনকি আমার চেহারার সঙ্গে বেশ মানিয়েছে কৃত্রিম গলার স্বরটা।

তিনি আমাকে বললেন, ''আপনি কি কোন্নগর নিয়ে কোনো বই লিখছেন?''

হেসে বললাম, ''আগে তথ্যগুলি জোগাড় করি। সেই চেষ্টাতেই রয়েছি। এ ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাব সেই আশাতেই আলাপ করতে কৌতূহলী হয়ে উঠেছি।''

ভদ্রলোক কিছুটা আত্মপ্রসাদে তৃপ্তি পেলেন বোধয়। মুখটা ফুলিয়ে বললেন, ''বলুন কী কী জানতে চান?''

পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই একটি কথা চরম সত্য। তা হল পৃথিবীর হাজার হাজার মানুষের হঠাৎ করে মৃত্যু ঘটলেও আপনি ততটা চিন্তিত হবেন না, যতটুকু চিন্তিত হবেন যদি আপনার বুড়ো আঙুলটা হঠাৎ করে ফুলে গিয়ে ব্যথা হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সকলেই নিজে নিজেকে ভালোবাসে। তাই যেকোনো মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করার সহজতম উপায়টি হল সেই ব্যক্তিকে ও তার প্রিয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা। এবং এই আলোচনার মধ্যে অবশ্যই আন্তরিকতা ও কৌতূহল থাকা প্রয়োজন। আমিও ঠিক তেমনই অতীব আগ্রহ প্রকাশ করে জনাতে চাইলাম, ''আপনারা তো কোন্নগরের আদি বাসিন্দা?''

''হ্যাঁ। তা প্রায় পাঁচপুরুষ ধরে আমরা এখানে রয়েছি।''

লক্ষ্য করলাম চয়নবাবুর সামনের দাঁত একটু উঁচু মতো। ফলে তার মুখটা সবসময় হাসি-হাসি দেখায়। যেন সবসময়ই মুখে হাসি লেগে রয়েছে তার।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ''তা কোন্নগরের ইতিহাস তো আমি মোটামুটি জানি। কিন্তু আপনার মুখ থেকে খানিক শুনতে চাই।''

তিনি হেসে বললেন, ''ইতিহাস আর কী! এখন তো সব চারিদিকে ফ্ল্যাট, বাড়ি, অফিসকাচারি ভর্তি হয়ে গেছে। আগে কী ছিল এখানে? শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। ভাগাড় পাড়ার মাঠে মানুষের লাশ পড়ে থাকত। ডাকাতদের আখড়া

BanglaBook.org

ছিল জায়গায় জায়গায়। আর ছিল হায়নার উৎপাত। যখন তখন বাড়ির উঠোন থেকে শিশু-বাচ্চাদের মুখে করে তুলে দৌড় মারত। এখানে মানুষের বসতি তেমন খুব একটা ছিল না প্রথমদিকে।''

পলাশদা ইতিমধ্যেই চা এনে দিয়েছেন। সঙ্গে সিঙাড়া। আমার পাশে আবদুলদা বসে অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছিলেন। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, ''কী ব্যাপার নবকুমার?''

চয়নবাবু তার দিকে তাকালেন। আবদুলদা বললেন, ''ন'কাকা, আমার এক বন্ধু এখানেই কোথাও থাকেন। সে তার ঠিকানাটা আমায় জানিয়েছিল। সেটা মনে পড়ে গেল।''

আমি নাটুকে বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, ''তাই নাকি? অসুবিধার কিছু নেই। চয়নবাবুকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো। উনি ঠিক বলতে পারবেন।''

চয়নবাবু নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করলেন, ''ঠিকানাটা বলো দেখি?''

আবদুলদা বললেন, ''৮৯, হারান লাহিড়ি লেন।''

পোস্টমাস্টার শ্রী চয়ন বিশ্বাস ঠিকানাটা শুনে অনেকক্ষণ আকাশ-পাতাল ভাবলেন। তারপর মাথা নাড়িয়ে বললেন, ''নাহ, এই ঠিকানা কোন্নগরের নয়। হারান লাহিড়ি লেন নামের কোনো রাস্তাই কোন্নগরে নেই।''

''আপনি সিওর?'' আবদুলদাকে সিরিয়াস হয়ে উঠতে দেখলাম।

আমি আমার কৌতূহল লুকিয়ে রেখে হাসার চেষ্টা করে বললাম, ''উনি আশাকরি ভুল তথ্য তোমায় দেবেন না।''

''কিন্তু এই ঠিকানাটাই আমায় দিয়েছিল।''

''ভুল ঠিকানা দিয়েছে হয়তো। আর তাছাড়া আমি তো পলাশবাবুকেও আজ সকালে তোমার বন্ধুর ঠিকানাটা জানতে চেয়েছিলাম। তিনিও কিছু বলতে পারেননি।'' আমি পলাশ হালদারের মুখের দিকে তাকালাম। তিনি মাথা নাড়িয়ে সায় দিলেন।

BanglaBook.org

আবদুলদাকে চিন্তিত মনে হল। আমিও গভীর সমুদ্রে এসে পড়লাম। আমার অনুমান কি তবে ভুল? সেই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেওয়া সাংকেতিক চিঠি কি তবে অন্যকিছু নির্দেশ করছে? কী বলতে চায় গোপন অক্ষরে লেখা এই ঠিকানা? বিষয়টা নিয়ে কিছুক্ষণ মাথার মধ্যে নানারকম নীরব প্রশ্ন-উত্তর চলল।

কেন জানি না আমার মন বলছে এই ঠিকানা কোন্নগরেরই। অথচ এখানে দীর্ঘদিন বসবাসকারী এই মানুষগুলো কেনই-বা এই ঠিকানার কথা কিছুই বলতে পারছেন না?

আমি এলোমেলো কিছু প্রশ্ন করে চয়নবাবুকে বিদায় জানালাম। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালেন। আমিও সামাজিকতা করে তাকে প্রতি নমস্কার জানিয়ে বললাম, ''ইয়ে একটা কথা কইছিলুম। যদি কিছু মনে না করেন।''

সামনের দুটো দাঁত বের করে হেসে বললেন, ''না না মনে করার কী আছে? বলুন বলুন...''

''আপনি আরেকবার ভালো করে একটু খোঁজ-খবর নিয়ে আমাকে জানাতে পারবেন এই ঠিকানাটার ব্যাপারে?''

তিনি আবারও দাঁত উঁচিয়ে হাসলেন। মাথা দুলিয়ে বললেন, ''নেই, ওই নামে কোনো রাস্তা নেই। তবু আপনি যখন বলছেন তখন পুরনো ফাইল খুঁজে দেখব, যদি ওই নামে কিছু খুঁজে পাই।''

আমি হেসে বললাম, ''বেশ, বেশ। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আপনাকে।''

***

রাত্রে শুয়ে ঘুম হল না। আবদুলদা বললেন, ''মনে হচ্ছে ভুল ট্র্যাকে চলছি আমরা।''

আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম, ''না। ঠিক পথেই আছি।''

''এই ঠিকানাটা কেন মিলল না?''

BanglaBook.org

''কিছু না কিছু রহস্য তো রয়েইছে।''

''তার মানে তুমি বলতে চাইছ হারান লাহিড়ি লেন এই কোন্নগরেরই কোনো এক রাস্তার নাম?''

''আলবাত কোন্নগরেরই রাস্তা। আমার হিসেবে কোনো ভুল নেই।''

''তাহলে এখন কীভাবে এগোবে?''

আমি আবদুলদার মুখের দিকে তাকালাম, ''জে.সী.পেনীর নাম শুনেছ?''

তিনি অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''কই না তো!''

''তিনি বিখ্যাত বিদেশি কোম্পানি পেনি স্টোর্সের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর লেখা একটি বই আমি পড়েছিলাম। তাতে তিনি লিখেছেন 'আমার প্রতিটি ডলারের ক্ষতি হলেও দুশ্চিন্তা করি না, কারণ তাতে কোনো লাভ হয় না। আমি ভালোভাবে কাজ করার চেষ্টা করি, ফল ভগবানের হাতেই ছেড়ে দিই'।''

আবদুলদা আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''অর্থাৎ?''

''অর্থাৎ এখন আমাদের অযথা দুশ্চিন্তা না করে ঘুমিয়ে পড়া উচিত।''

BanglaBook.org

(১৩)

পলাশদা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, ''কী করে হল?''

আমিও ওই একই প্রশ্ন আবদুলদাকে জিজ্ঞেস করলাম, ''কী করে হল?''

আবদুলদা কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, ''সত্যিই জানি না।''

ভোররাত থেকেই আবদুলদার ভালোরকম জ্বর এসেছে। সঙ্গে গায়েব্যথা, গলায় ব্যথা, হালকা কাশি- এই সমস্ত উপসর্গ রয়েছে।

আবদুলদা বললেন, ''একটা প্যারাসিটামল নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।''

আমি তার ন'কাকা-র মতো অভিনয় করে বললাম, ''ব্যাপারটাকে অত সহজভাবে নিও না নবকুমার। যেকোনো বড় সমস্যার কারণ খুব ক্ষুদ্র হয়।''

তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''তেমন কিছু হয়নি ন'কাকা।''

''সে তো তোমায় দেখেই মালুম পড়ছে।''

পলাশদাও বললেন, ''মেসোমশাই ঠিকই বলেছেন। অবহেলা করবেন নে। আমার বদ্দিদির মরদ ছেলেটা বছর তিনেক আগে সামান্য জ্বরে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেচিল।''

আবদুলদার মুখের দিকে তাকালাম। সে-ও আমার মুখের দিকে তাকাল। তার মনের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করলাম। আমি একপ্রকার জোর করেই তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি বাধিয়ে দিলাম। সে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, ''আরে এ ব্যাপারে আমার একটা সমস্যা রয়েছে।''

BanglaBook.org

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, ''কীসের সমস্যা?''

তিনি একটু থেমে বললেন, ''হোমিওপ্যাথি ছাড়া অন্য কোনো ওষুধে আমার কাজ হয় না।''

''বলো কী!''

''হ্যাঁ, একদম ছেলেবেলা থেকে একমাত্র হোমিওপ্যাথিতেই আমার রোগ সারে।''

পলাশাদা দাঁড়িয়ে আমাদের কথোপকথন শুনছিলেন। তিনি বললেন, ''অসুবিধার তো কিছু নেই। আমাদের এখানে একজন খুব ভালো নামকরা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার রয়েচেন। আপনি তার কাছে চলে যান। সকাল দশটা থেকে বসেন। ঠিকানা—আনন্দম স্কুল। ডাক্তার অরিন্দম ঘোষ বললে রিকশাওয়ালা আপনাকে চেম্বারের দোরগোড়াতে নিয়ে গিয়েই থামাবে। যান, চলে যান এখনই।''

আমি আবদুলদার দিকে তাকিয়ে বললাম, ''যাও তৈরি হয়ে নাও।''

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি প্রস্তুত হলেন। আমরা চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। একটা রিকশায় উঠে বললাম, ''ডাক্তার অরিন্দম ঘোষের চেম্বার।''

রিকশাওয়ালা মাথা নাড়িয়ে বলল, ''বসুন।''

বুঝলাম ডাক্তারবাবু সত্যিই বেশ পরিচিত এখানে। অবশ্যই নিজের কাজের জন্য। রোগীদের সহজে সুস্থ করে তুলতে পারেন বলেই তো সকলে তার নামের সঙ্গে পরিচিত। রিকশায় পাশাপাশি বসে আমি আবদুলদাকে বললাম, ''তুমি কি খুব টেনশন নিচ্ছ?''

''কী ব্যাপারে?''

''১৪ই ফেব্রুয়ারি নিয়ে?''

''তা তো কিছুটা রয়েইছে।''

''কীসের টেনশন?''

''কীভাবে এগোব?''

BanglaBook.org

''শোনো, সামরিক মনস্তত্ত্ববিদরা তাদের একটা অভিজ্ঞতার কথা কোনো একটা বইতে লিখেছিলেন। তারা লিখেছেন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে সৈন্যরা বাড়ি ফিরলে তাদের প্রায়ই 'সাইকো নিউরোটিক' নামের এক ধরণের রোগ দেখা দিত।''

''কী বলতে চাইছ?'' আবদুলদা শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন।

আমি বললাম, ''তুমি অযথাই বেশি মানসিক চাপ নিচ্ছ। এটাই বলতে চাইছি। এত চাপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এতদূর যখন আসতে পেরেছি, তখন খুনিকে খুঁজে বের করা খুব বেশি সময়ের কাজ নয়। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমার এই নকল দাড়িগোঁফ আর চুল পরে খুব অসুবিধা হচ্ছে। কী করা যায়?''

তিনি মাথা চুলকে বললেন, ''যীশু বলেছেন— আপনার শত্রুকে ভালোবাসুন।'' আমরা দু'জনেই হেসে উঠলাম।

***

অমল। ''পিসেমশায়!''

মাধব দত্ত। ''কী অমল?''

অমল। ''আমি কি ঐ উঠোনটাতেও যেতে পারব না?''

মাধব দত্ত। ''না বাবা!''

অমল। ''ঐ যেখানটাতে পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন। ঐ দেখো-না, যেখানে ভাঙা ডালের খুদগুলি দুই হাতে তুলে নিয়ে লেজের উপরভর দিয়ে বসে কাঠবিড়ালি কুটুস কুটুস করে খাচ্ছে ওখানে আমি যেতে পারব না?''

মাধব দত্ত। ''না বাবা!''

অমল। ''আমি যদি কাঠবিড়ালি হতুম তবে বেশ হত। কিন্তু পিসেমশায়, আমাকে কেন বেরোতে দেবে না?''

মাধব দত্ত। ''কবিরাজ যে বলেছে বাইরে গেলে তোমার অসুখ করবে।''

BanglaBook.org

অমল । ''কবিরাজ কেমন করে জানলে?''

মাধব দত্ত । ''বলো কী অমল! কবিরাজ জানবে না? সে যে এত বড় বড় পুঁথি পড়ে ফেলেছে!''

অমল । ''পুঁথি পড়লেই কি সমস্ত জানতে পারে?''

মাধব দত্ত । ''বেশ! তাও বুঝি জান না!''

আমি নাটকের স্কুলটার দিকে তাকিয়ে রয়েছি। ওখানে রিহার্সাল চলছে। সংলাপ শুনেই বুঝতে পেরেছি নাটকের নাম। কিছু কুচোকাচা ছেলে দিব্যি সংলাপ বলছে। স্কুলটা রাস্তার কাছেই। সামনে একটা বড় সজনে গাছ। তার কুচো কুচো পাতায় স্কুলের বারান্দা আর কার্নিশ ভরে রয়েছে। সম্ভবত এটি অস্থায়ী কোনো স্কুল। এখানে পড়াশোনা বোধয় হয় না। দেখে মনে হচ্ছে পরিত্যক্ত। অমলের ভূমিকায় যে ছেলেটি অভিনয় করছে তার বয়েস আন্দাজ দশ বছর। আর মাধব দত্তের ভূমিকায় যে ছেলেটি সংলাপ পড়ছে তার বয়েস ওই তেরো কী চোদ্দ। এবং এদেরকে যিনি পরিচালনা করছেন তার দিকে এবারে আমার নজর পড়ল। অপরূপ সুন্দরী এক মহিলা, মাঝারি গড়ন, খুব সাবেকি দেখাচ্ছে তাকে। পরনে ধনেখালি। লেসড ব্লাউজ আর নেকলাইনে হালকা গয়না। ভীষণই অভিনব লুক। আমি তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না। অপরূপ সুন্দরী তিনি। আমি ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম স্কুলটার দিকে। স্কুলের গ্রিলের পাশে গিয়ে সজনে গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো নিজেদের মধ্যে তন্ময় হয়ে রয়েছে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের অভিনয় দেখতে লাগলাম। হঠাৎ করে মহিলা আমার দিকে ফিরে তাকালেন। আমাকে একপলক দেখেই মুচকি হাসি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কী অপূর্ব তার চাহনি। কী স্নিগ্ধ দৃকপাত। তাকে দেখে অবিবাহিতা মনে হল। কপালে সিঁদুর বা হাতে কোনো শাঁখাপলা কিছুই নেই। অবশ্য আজকাল আর মেয়েরা এসব পরেও না। তবুও কেমন একটা আগ্রহ জন্মাল তার প্রতি।

কোনো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ে যে এত ভিড় হতে পারে তা আমার জানা ছিল না। প্রায় পনেরোজনের পরে আবদুলদার টিকিট। আগে থেকেই নাকি রোগীরা নাম লিখিয়ে রাখেন। আমি তাকে বাইরের রুমটাতে বসিয়ে

BanglaBook.org

কিছুক্ষণের জন্য বাইরে এসেছিলাম। কারণ এত অসুস্থ মানুষের মধ্যে বসে থাকতে কেমন একটা অস্বস্তি হয়। বাইরে এসে হঠাৎ দু-পা এগিয়ে গিয়েছিলাম আপনা হতেই। আশপাশের জায়গাটা একটু ঘুরে দেখার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল কাছেই একদল ছোট ছেলেমেয়ে একটা নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছে। সেটা দেখে আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। বেশিদূর আর এগোইনি। কিন্তু কেন জানি না ওই মহিলার থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না কিছুতেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ফিরে এলাম। আবদুলদার নাম্বার আসতে তখনও বেশকিছু সময় বাকি। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''বাইরে ছিলে?''

আমি বললাম, ''ভাইব্রেশান হচ্ছে।''

''কোথায়?'' তিনি অবাক হয়ে জিনসের পকেটে হাত ঢোকালেন।

আমি নিজের বুকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বললাম, ''এখানে।''

তিনি কিছু একটা আন্দাজ করে বললেন, ''লেগে থাকো। ফল পাবে।''

''নবকুমার সরকার।'' ভিতর থেকে ডাকলেন ডাক্তারবাবুর কম্পাউন্ডার।

এই নামেই আমরা টিকিট করেছি। বানানো নাম। আমিও আবদুলদার সঙ্গে ভিতরে গেলাম। কেবিনে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল ডাক্তারবাবুর পাশে তার তিনজন অ্যাসিস্ট্যান্ট। আবদুলদা চেয়ারে বসতেই ডাক্তারবাবু বললেন, ''চোখটা দেখি? নিচের পাতাটা একটু টেনে ধরুন।''

টর্চ জ্বেলে কিছু একটা দেখলেন। ''কাশি আছে?''

নিজে থেকেই তিনি প্রশ্ন করছেন একের পর এক। আবদুলদাকে নিজের সমস্যার কথা বলতে দেওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন না তিনি।

''জ্বর ক'দিন হয়েছে।''

ডাক্তারবাবুর কথা শুনে তাকে আমার কোনো জাদুকর মনে হচ্ছে। ম্যাজিক জানেন নাকি তিনি? রোগীর মুখের দিকে তাকিয়েই তার কী হয়েছে এসব অবলীলায় বলে দিচ্ছেন! অবাক হওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই।

BanglaBook.org

তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, ''গলায় ব্যথা আছে?''

আবদুলদা মাথা নাড়িয়ে বললেন, ''হালকা খুসখুস করছে। জ্বর আজ ভোরবেলা থেকে।''

প্রেসক্রিপশনে খসখস করে ওষুধ লিখে দিয়ে বললেন, ''তিনদিন বাড়ি থেকে বেরবেন না। ভাইরাল ফিভার। এই সময়ে এসব হয় না। কিন্তু আপনার হয়েছে। আপনি লাকি।''

হাসলেন ডাক্তারবাবু। আমার মুখের দিকে এবারে তাকালেন তিনি, ''আপনি ওনার থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখবেন। বয়েস্ক মানুষ। সমস্যায় পড়তে পারেন।'' একটু থেমে আবার বললেন, ''ওষুধ দিয়ে দিয়েছি। আশা করছি তিনদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে।''

তিনি প্রেসক্রিপশনটা তার অ্যাসিসটেন্টদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ওনারাই ওষুধ দেবেন।

আমরা ওষুধ নিয়ে বেরিয়ে এলাম। ভিজিট তিনশো টাকা দিতে হল। রিকশায় বসে আবদুলদা বললেন, ''ডাক্তার নাকি ম্যাজিশিয়ান?''

''ডাউট হচ্ছে।''

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে জানতে চাইলেন, ''বাইরে কিছু দেখলে নাকি?''

আমার মনে পড়ে গেল সেই মহিলাটির কথা। বললাম, ''প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করছে।''

''সে কী!'' গলায় কৌতুক নিয়ে তিনি বললেন, ''ও পথে একদম নয়। আমি নিজে ভুক্তভোগী।''

''মনস্তাত্ত্বিক স্যার উইলিয়াম জেমস কী বলেছিলেন জানো? বলেছিলেন— অনুভূতিই আসল। অনুভব করার পরেই প্রকৃত কাজ শুরু হয়। বস্তুত অনুভব করা আর কাজ করা একই সঙ্গে চলতে থাকে।''

আমার কথা বলার ভঙ্গি দেখে আবদুলদা হেসে ফেললেন।

***

BanglaBook.org

এখন বিকেল ৪টে বেজে ২৫মিনিট। আমি বাংলোর বারান্দায় বসে একটা হিন্দি ক্রাইম ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে মনে হল একটু বেড়িয়ে আসি। সেকথা ভেবেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু যদি বাইরে বেরোতেই হয় তাহলে আমাকে একাকী যেতে হবে। কারণ আবদুলদা অসুস্থ। তাছাড়া এই মুহূর্তে সে ঘুমোচ্ছে। বেশি কিছু না ভেবে একটা কালো ফুলহাতা শার্ট আর নীল জিনসের ঢোলা ফুলপ্যান্টটা গলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে দু-নম্বর চশমাটা চোখে দিলাম।

ওই স্কুলবাড়িটা আমাকে টানছে। কেন জানি না ওখানেই যেতে ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে। ভেবেছিলাম রিকশা ডেকে উঠে পড়ব। কিন্তু পায়ে হেঁটে যেতে ইচ্ছে করছে। তাছাড়া খুব একটা দূরও তো নয়। আমি যে স্পিডে হাঁটি তাতে বড়জোর দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় লাগতে পারে। আর রাস্তাটাও খুব জটিল নয় যে আমি ভুলে যাব। এমনিতেও আমার স্মৃতিশক্তি খুব একটা মন্দ নয়।

আমি একাই বেরিয়ে পড়লাম। আকাশটা কেমন মুখ ভার করে আছে। যেন এখনই সন্ধে নেমে আসবে। ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলতেও দেখা যাচ্ছে। বেশ একটা মেঘ জমেছে। একবার মনে হল বৃষ্টি আসতে পারে। ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু কেন জানি না এক দুর্বার আকর্ষণ আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে ওই স্কুলবাড়িটায়। সাত-পাঁচ না ভেবেই আমি পা চালালাম। অনেকটা এগিয়ে এসে একটা গলির মোড়ে পা রাখতেই হঠাৎ চমকে উঠলাম। দেখি সেই পাগলটা। যেন মাটি ফুঁড়েই আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে আবার। সে মুখ হাঁ করে হাসি মুখে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। তার মাথায় চুলের জটা ভর্তি। মুখের দাড়িগোঁফ ময়লায় ভরে আছে। পরনে রয়েছে নোংরা একটা একহাতা ছেঁড়া শার্ট। আর একটা হাঁটু পর্যন্ত গোটানো ময়লা ফুলপ্যান্ট। সেদিনকার সেই খালি গা আর সাদা ময়লা আন্ডার-ওয়্যার পরা অদ্ভুত সাজটা এখন আর নেই। আমি তাকে দেখেই গলির এক কোণে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পাগলটা কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ করেই আমার চারপাশে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল। তার মুখে আজব একধরণের ছড়া। সে বিড়বিড় করছে—

BanglaBook.org

একটা কথা আছে। —কী কথা?
ব্যাঙলতা। —কী ব্যাঙ?
তুড়ি ব্যাঙ। —কী তুড়ি?
বামুনবুড়ি। —কী বামুন?
চণ্ডী বামুন। —কী চণ্ডী?
পিটে গণ্ডী। —কী পিটে?
তাল পিটে। —কী তাল?
খেজুর তাল। —কী খেজুর?
পিক খেজুর। —কী পিক?
সোনা পিক। —কী সোনা?
গু খানা। —তুই আদ্দেক ভাগ নে না!

ছড়াটা শেষ করেই হঠাৎ করে পাগলটা হো-হো করে অট্টহাস্য করতে লাগল। গলিটায় তেমন কোনো লোকজন নেই। প্রায় ফাঁকাই বলা চলে। একটা কুকুর কিছুটা দূরে শুয়ে ছিল। সে পাগলের কাণ্ডকারখানা দেখে হঠাৎ করে চেল্লাতে শুরু করল। পাগলটা তখনও আমাকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে। হঠাৎ করে কুকুরটা ভেউ ভেউ করতে করতে এগিয়ে আসতেই সে গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার দিকে সোজা দৌড় দিল। এই ঘটনার আকস্মিকতায় আমি প্রায় নিজের মধ্যেই অবাক হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। হঠাৎ হঠাৎ করে কোথা থেকে এই পাগলের আবির্ভাব ঘটে? আর মুহূর্তে কী করেই-বা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়?

মাথায় একগাদা চিন্তা নিয়ে আমি এগোতে রইলাম। বিশেষ করে এই পাগলটি সম্পর্কে আমার মাথায় হাজাররকম প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে। কিন্তু এই হাবিজাবি ঘটনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলা উচিত। কাল রাতে একটা বই পড়েছিলাম। সেখানেও একই কথা লিখেছেন বিদেশি লেখক আন্দ্রে মারোয়া। তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে লিখেছেন 'এই কথাকটা আমাকে বহু কষ্টকর অবস্থা থেকে মুক্ত করেছে। যে-সব ব্যাপার ভুলে যাওয়া দরকার সেসব ছোটখাটো ব্যাপারই আমাদের পীড়ন করে বেশি। আমরা যে এই

BanglaBook.org

পৃথিবীতে আছি, ক'বছরই বা আমরা বেঁচে থাকব? এরই মধ্যে আমরা কত তুচ্ছ বিষয়ে দুশ্চিন্তা করি এবং একবছরের মধ্যেই তা আবার ভুলে যাই। না, আসুন আমরা আমাদের জীবন ভালো কাজের মধ্যে দিয়ে সার্থক করে তুলি কারণ জীবন ছোট বলেই তো এত মহান।' লেখকের কথাগুলো মনে করে নিজেকে কিছুটা আশ্বস্ত করলাম। কিন্তু মাথা থেকে কিছুতেই ওই পাগল সম্পর্কে আমার মনে তৈরি হওয়া প্রশ্নগুলো বের করে দিতে পারলাম না।

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে সেই স্কুলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি খেয়ালই নেই আমার। হঠাৎ করে হুঁশ ফিরতেই দেখি স্কুলের ভিতর রিহার্সাল হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সন্ধে নেমেছে। চারপাশে আলো জ্বলে উঠেছে। কিন্তু হঠাৎ করেই দেখলাম জোরে হাওয়া বইতে শুরু করল। গাছপালা যেন বাতাসের স্রোতে উড়তে শুরু করেছে। এভাবে ঝড় উঠতে পারে তা আমার মাথায় ছিল না। তাহলে বোধয় আজ বাইরে না বেরোনোই ভালো ছিল। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম রাস্তার এক কোণে। একগাদা ধুলো আমার চোখেমুখে ঢুকে গেল। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। ইতিমধ্যেই বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। আমি সেই স্কুলবাড়িটার দিকে জোরে পা ফেলে এগিয়ে গেলাম। ঠিক সেই সময় দূরে ট্রান্সফর্মার পুড়ে যাওয়ার শব্দ শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে লোডশেডিং। চারদিকে অন্ধকার। কোনোমতে স্কুলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভিতরে চার্জার লাইটের জোরালো আলো জ্বলতে দেখলাম। বৃষ্টি বেশ বেগে পড়তে শুরু করেছে। আমার পিঠের দিকের শার্ট সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। ফুলপ্যান্টও অর্ধেক ভিজে গেছে কোমরের দিকে। আমি স্কুলের দরজার সামনে আসতেই ভিতর থেকে এক সুরেলা মহিলা কণ্ঠ প্রশ্ন করলেন, ''কে ওখানে? ভিতরে আসুন। ঝড়বাদলার সময় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। মাথায় বাজ পড়তে পারে।''

হঠাৎ ভেতর থেকে বাচ্চা ছেলেপুলেদের হাসির রোল উঠল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভেতর থেকে একটা ছায়ামূর্তি আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি সেদিকে তাকাতেই বুঝতে পারলাম সকালের সেই অপরূপ তন্বী সুন্দরী। আমি তার কাজল কালো চোখের দিকে চেয়ে রইলাম। কী গভীর চাহনি! কানে শ্বেতপাথরের টিপের মতো ছোট্ট দুল। ঠোঁটে

BanglaBook.org

পিঙ্ক লিপস্টিক। মুখে মায়াবী হাসি। তিনি এগিয়ে এসে গ্রিলের গেটটা খুলে দিলেন, ''আসুন ভিতরে আসুন।''

আমি মুখে কোনো কথা না বলে ভিতরের বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম। বৃষ্টি আরও জোরে পড়তে শুরু করেছে। আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠছে। মেঘের গর্জনে কান ঝালাপালা। আমি ঘরের ভিতরে চেয়ে দেখলাম জনা আষ্টেক ছেলে-মেয়ে। আমাকে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভদ্রমহিলা বললেন, ''আসুন ভিতরে।''

ঘরে প্রবেশ করতেই আমাকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, ''সঙ্গে রুমাল থাকলে মাথাটা মুছে নিন।''

আমি আমার নকল চুলে আর দাড়িগোঁফে হাত দিয়ে বুঝলাম আঠা হালকা হয়ে এসেছে। যেকোনো সময় খুলে পড়তে পারে আমার সাজ। আমি মাথা নাড়িয়ে হাসার চেষ্টা করে ধরা গলায় বললাম, ''নাহ, অসুবিধা নেই। ঠিক আছি।''

আড়চোখে লক্ষ্য করলাম ভদ্রমহিলা আমাকে একমনে আগাগোড়া মাপছেন। তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। ছেলেদের দলকে বললেন, ''রিহার্সাল বন্ধ হল কেন? শুরু কর তোরা, কী রে চন্দন? অমলের সংলাপ মুখস্থ হয়েছে তোর? আর সাত্যকি তোর কী প্রহরীর অভিনয়টা করতে কঠিন মনে হচ্ছে?''

তার প্রশ্নে ছেলেদের মধ্যে থেকে দু'জন সমস্বরে উত্তর দিল, ''না দিদি। আমরা পারব।''

''বেশ, শুরু কর তাহলে।''

ছেলেদের দল পুনরায় নাটকের রিহার্সাল শুরু করল।

প্রহরী। ''অমন করে ডাকাডাকি করছ কেন? আমাকে ভয় করো না তুমি?''

অমল। ''কেন, তোমাকে কেন ভয় করব?''

BanglaBook.org

প্রহরী। ''যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যাই।''

অমল। ''কোথায় ধরে নিয়ে যাবে? অনেক দূরে? ঐ পাহাড় পেরিয়ে?''

প্রহরী। ''একেবারে রাজার কাছে যদি নিয়ে যাই।''

অমল। ''রাজার কাছে? নিয়ে যাও-না আমাকে। কিন্তু আমাকে যে কবিরাজ বাইরে যেতে বারণ করেছে। আমাকে কেউ কোত্থাও ধরে নিয়ে যেতে পারবে না আমাকে কেবল দিনরাত্রি এখানেই বসে থাকতে হবে।''

আমি বেশ আগ্রহের সঙ্গে নাটকের রিহার্সাল দেখা শুরু করলুম। বেশ নিবিষ্ট মনে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ লক্ষ করলাম যুবতী মেয়েটি কখন যেন আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তার দিকে ফিরতেই তিনি সামান্য হাসলেন। তারপর হাতের কাছে থাকা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার পাশেই বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন, ''কোন্নগরে কি নতুন?''

কী উত্তর দেব কিছুই ভেবে পেলাম না। কেমন যেন ঘাবড়ে যাচ্ছি মেয়েটির সামনে। তার চাহনিতে একটা অন্য মাদকতা আছে যা আমাকে বারবার চঞ্চল করে তুলছে।

তার প্রশ্নের উত্তরে আমি মুখে কিছু না বলে মাথা হেলালাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, ''আত্মীয়ের বাড়ি এসেছেন ঘুরতে নাকি কোনো দরকারে?''

আমি বুড়োদের মতো ধরা গলায় বললাম, ''আসলে আমি কোন্নগরকে নিয়ে একটা বই লিখছি ইংরেজিতে। তাই জায়গাটা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে এসেছি।''

''ওহ, তা আপনি হঠাৎ কোন্নগরের উপর বই লিখছেন কেন?''

চট করে কোনো সদুত্তর খুঁজে না পেয়ে বললাম, ''প্রকাশকের ডিমান্ড।''

হঠাৎ করে শরীরে ঢেউ তুলে হি হি করে হেসে উঠল যুবতী মহিলা। আমি তার দিকে চেয়ে যেন নিজের চোখকে লুকোতে পারলাম না। তার দেহে বয়ে

BanglaBook.org

যাওয়া ঢেউ আমি তার চোখের সামনে বসেই প্রত্যক্ষ করতে চাইলাম। আমার মধ্যে কোনো চক্ষুলজ্জাও কাজ করল না। নিজের এই আচরণে নিজেই সহসা অবাক ও বিরক্ত হয়ে উঠলাম।

আমি কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে প্রশ্ন করলাম, ''হাসলেন কেন এভাবে?''

''প্রকাশকরা আর বই ছাপার বিষয় খুঁজে পাচ্ছেন না তাই।''

আবারও হেসে উঠলেন তিনি। হঠাৎ করেই হাসি থামিয়ে অত্যন্ত সিরিয়াস ভঙ্গিতে আমায় প্রশ্ন করলেন, ''কী নাম আপনার?''

তার চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করেই আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, ''বর্ণদীপ নন্দী।''

''বাহ, বেশ সুন্দর নাম তো।'' একটু থেমে তিনি বললেন, ''বলুন তো নামটা কোথায় যেন শুনেছি?''

আমি আমতা আমতা করে বললাম, ''এরকম নাম তো অনেকেরই আছে। শুনে থাকতেই পারেন কোথাও।''

আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, ''চা খাবেন? দাঁড়ান করে আনি।''

যেখানে রিহার্সাল হচ্ছিল সেই ঘর লাগোয়া একটা ছোট্ট কিচেন। ওদিকে একটা গ্রিল দেওয়া গেট রয়েছে। সেখানে যতদূর দৃষ্টি গেল, দেখলাম ওদিকে অনেক বড় একটা বাগান রয়েছে। যদিও সেই বাগানের কোনো শ্রী নেই। হাবিজাবি নানা ধরণের বন্য লতা-পাতায় ভর্তি। তারই মধ্যে বড় বড় বেশকিছু গাছ দেখতে পেলাম।

আমি চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকার পরই এককাপ চা নিয়ে মহিলাটি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বৃষ্টি এখন অনেকটা কমে এসেছে বাইরে। আমি চায়ের কাপটা নিয়ে বললাম, ''আপনার নামটা জানা হয়নি।''

''ইলা মিত্র।''

''বেশ সুন্দর।''

BanglaBook.org

''থ্যাঙ্কিউ।''

আমি চায়ে চুমুক দিলাম। আমার মুখ থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে এল, ''অপূর্ব।''

ইতিমধ্যে ছেলেদের দল রিহার্সাল শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ লোডশেডিং-এর পর কারেন্টও ফিরে এসেছে। ঘরে এই মুহূর্তে আমি এবং তিনি ছাড়া অন্য আর কেউ নেই। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। আমি খালি কাপটা প্লেটের মধ্যে রেখে বললাম, ''উঠি এবার।''

তিনি আবারও মুচকি হেসে বললেন, ''আচ্ছা, উঠুন। আশাকরি আবার দেখা হবে আমাদের।''

আমি ইলার দিকে ফিরে তাকালাম। তার চোখে-মুখে একটা ব্যঙ্গ স্পষ্টতই অনুভব করতে পারছি।

কোনোরকমে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে চাইছি। গ্রিলের কাছে আসতেই পিছন থেকে ইলা বলে উঠল, ''মনে পড়েছে।''

আমি অবাক হয়ে তার দিকে ফিরে বললাম, ''কী?''

তিনি কিছুটা থেমে বললেন, ''একজন বিখ্যাত ডিটেকটিভের নামও বর্ণদীপ নন্দী।''

আমি কোনো কথা না বলে রাস্তায় এসে হাঁফ ছাড়লাম। অদ্ভুত ধরণের মেয়ে এই ইলা মিত্র। তার কথা বলার ধরণ, চোখের ইঙ্গিত, দেহের ভঙ্গিমা যেন স্পষ্টতই কিছু একটা নির্দেশ করে। তার সম্পর্কে ভাবতে ভাবতেই আমি রাস্তায় হাঁটা শুরু করলাম।

পকেট থেকে ফোনটা বের করে দেখলাম সাতটা মিসড কল। ফোনটা সাইলেন্ট মোডে থাকায় বুঝতে পারিনি আবদুলদা কখন ফোন করেছিল। আমি মোবাইলটা হাতে নিয়ে তাকে কলব্যাক করলাম, ''হ্যালো...''

ওপাশে আবদুলদার চিন্তিত স্বর, ''আরে কোথায় আছ? আমাকে কিছু না জানিয়ে...''

BanglaBook.org

''একটু বেরিয়েছিলাম। আসছি।''

''এসো জলদি। তোমার জন্য অপেক্ষা করছি আমরা।''

''আমরা বলতে?''

''আমি আর পলাশদা।''

''পলাশদাকে জিজ্ঞেস করো কিছু কিনে নিয়ে যেতে হবে নাকি?''

''পলাশদা আমার পাশেই বসে আছেন। উনি মাথা নাড়িয়ে 'না' বলছেন।''

''ঠিক আছে তাহলে ফিশফ্রাই নিয়ে নিই। আমার সামনেই একটা দোকান। কী বলো?''

''ইচ্ছে যখন হচ্ছে নিয়েই নাও।''

''বেশ। রাখছি।''

''ওকে।''

আবদুলদা ফোনটা কেটে দিলেন।

***

''কোন দোকান থেকে এনেছ?'' আবদুলদা প্রশ্ন করলেন।

বললাম, ''আবার খাব।''

''তা ফিশফ্রাই হিসেবে মন্দ নয়।''

''দামটা অনেক চড়া।''

''কত?''

''পার পিস নব্বই।''

''এ তো গলা কেটে নেওয়া দাম।''

''তা বটে।''

''কলকাতায় চল্লিশেও পাওয়া যায়। প্রোডাক্টও খারাপ নয়।''

BanglaBook.org

বাংলোর বারান্দায় বসে আমরা গল্পগুজব করছি। পলাশদা রান্নাঘরে রাতের খাবার তৈরিতে ব্যস্ত রয়েছে। এই সুযোগে আবদুলদা হঠাৎ বললেন, ''বিকেলে কোথায় গিয়েছিলে?''

''সকালে তোমার সঙ্গে যেখানে গিয়েছিলাম, সেখানেই।''

''মানে?''

''ডাক্তারখানায়।''

''ডাক্তারখানায়?''

''ঠিক ডাক্তারখানায় নয় যদিও, সেই স্কুল বাড়িটা যেখানে রিহার্সাল চলছিল।''

''ইনভেস্টিগেশন ছেড়ে অজানা মেয়ের পিছনে পড়লে?''

''ঠিক তা নয়। লোকাল কোনো সোর্স দরকার। সেই উদ্দেশ্যেই আলাপ করতে গিয়েছিলাম।''

''আলাপ হল?''

''হয়েছে। তবে...''

''তবে কী?''

''না, কিছু না।''

আবদুলদাকে ইলা মিত্রের সম্পর্কে বেশি কিছু বললাম না।

গঙ্গার হাওয়া আসছে। বাগানের বড় গাছগুলো মাঝেমধ্যে হাওয়ায় মাথা দুলিয়ে উঠছে। ঝড়ে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি এখানে। তবে আকাশ এখনও মেঘলা। চাঁদের আলো নেই। আমরা আরামকেদারায় বসে রয়েছি ব্যালকনিতে। হঠাৎ আমার ফোন বেজে উঠল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে গেলাম। মিজের ঘরের বিছানায় রেখে এসেছিলাম। দেখলাম মোবাইলের স্ক্রিনে নিউ আলিপুর থানার ও.সি. মিস্টার দীপঙ্কর দত্তের নাম্বার ফুটে উঠেছে।

''হ্যালো...''

''বর্ণদীপ, দীপঙ্করদা বলছি।''

BanglaBook.org

''হ্যাঁ বলো। কেমন আছ? সব ঠিকঠাক তো?''

''আর কেমন আছি?'' আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠলেন তিনি।

''কেন? কী হল?''

''একটা খবর দেওয়ার জন্য ফোন করেছি।''

''বলো...''

''নূপুর চক্রবর্তী খুন হয়ে গেছে।''

''খুন হয়ে গেছে?''

''তার কাটা মুণ্ডু আজ ভোররাতে তার বাড়ির দরজায় সাদা প্লাস্টিকের ভেতর খুনি ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছে।''

''বডিটা কোথায় পাওয়া গেছে?''

''বডি পাওয়া যায়নি। শুধু মাথা।''

একটু থেমে দীপঙ্করদা বললেন, ''আমার মনে হয় খুনি এখানেই আছে। তোমরা কোন্নগরে গিয়ে বসে থেকে কিছু করতে পারবে না।''

''শাট আপ।'' হঠাৎ করেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল শব্দ দুটি। রীতিমতো ধমকে দিলাম দীপঙ্করদাকে। তিনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন ফোনের ওপারে, ''ভায়া আমি তো কথার কথা বলেছি। হঠাৎ রাগ করছ কেন?''

আমি কোনো রিপ্লাই না করে ফোন কেটে দিলাম। ফোনে কথা বলার সময় আবদুলদা আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। বুঝতে চেষ্টা করছিলেন আমাদের কথোপকথন। ফোন কেটে তার পাশে এসে বসতেই তিনি বললেন, ''কী ব্যাপার?''

আমি চিন্তিত গলায় বললাম, ''নূপুর চক্রবর্তীর প্লাস্টিকের প্যাকেটে মোড়া কাটা মাথা পাওয়া গিয়েছে।''

''হোয়াট?'' তিনি আশ্চর্য হলেন।

BanglaBook.org

আমি কোনো প্রত্যুত্তর না করে চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ। আবদুলদার মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরকণ্ঠে বললাম, ‘‘একটা ক্লু চাইছিলে না তুমি নেক্সট স্টেপে যাওয়ার জন্য?’’

‘‘হ্যাঁ চাইছিলাম। তো?’’

‘‘হিসেব বলছে নূপুর চক্রবর্তীর মুণ্ডহীন দেহ এই কোন্নগরেই আছে।’’

কিছুটা চুপ থেকে তিনি বললেন, ‘‘সহমত তোমার সঙ্গে। লেটস স্টার্ট। সময় আর নষ্ট করা যাবে না বর্ণদীপ। নাটকের অন্তিম পর্বে চলে এসেছি আমরা। খুনি পুলিশের সঙ্গে চ্যালেঞ্জে নেমেছে। সে খেলতে শুরু করেছে সকলের সঙ্গে। বিশেষ করে এই চ্যালেঞ্জটা তোমার সঙ্গেই নিতে চায় সে। একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখেছ কি তুমি?’’

‘‘কী ব্যাপার?’’

‘‘১৪ই ফেব্রুয়ারির ব্যাপারে নতুন করে লেখালিখি শুরু হল কাগজে। মুম্বাই থেকে তুমি যে ইনভেস্টিগেশনে আসছ সে খবর চাউর হবার পরপরই সমস্ত খুনগুলো হয়ে চলেছে। অর্থাৎ খুনি প্রথম থেকেই তোমার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ নিয়ে বসে আছে।’’

‘‘বেশ তো। আমি তার চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করলুম।’’

BanglaBook.org

(১৪)

(তিনদিন পর)

এই ক'দিনে ইলা মিত্রের সঙ্গে আমার বেশ গাঢ় সখ্যতা তৈরি হয়ে গিয়েছে। যদিও এসব বিষয়ে আবদুলদাকে কিছু জানাইনি। কারণ তিনি একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার। নিয়ম-নিষ্ঠা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন। মনে মনে হয়তো বিরক্ত হবেন আমার এই ধরণের আচরণ পরিলক্ষ্য করে। হয়তো ভাববেন, যে কাজের জন্য আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে সেসব বাদ দিয়ে আমি ওই মেয়েটিতেই মজে গিয়েছি।

কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়। ইলার প্রতি আমি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করছি। আর ওর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে জানার পর ওর প্রতি আমার টানটা আরও বেড়ে গেছে যেন।

ওর বয়েস যখন আট বছর তখনই পিতা বিনোদকুমার মিত্র একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। একমাস পরে তার মা-ও আত্মহত্যা করে ফেলেন। এমতাবস্থায় তাকে পালন করার মতো আগ্রহ তার আত্মীয়দের মধ্যে কেউই দেখাননি। ফলে ওদের প্রতিবেশী ও বাবার নিঃসন্তান বন্ধু শ্রী প্রবাল গুপ্ত ও তার স্ত্রী সুচেতা গুপ্ত নিজের মেয়ে হিসেবে তাকে দত্তক নেন। তাঁদের কাছেই ইলা বড় হতে থাকে। তার বয়েস যখন তেইশ, ঠিক সেই সময় দু'দিনের জ্বরে প্রবালবাবু ও তার স্ত্রী দু'জনেরই একসঙ্গে মৃত্যু ঘটে। এরপর থেকে ইলা একাই নিজে নিজেকে সামলেছে। প্রথম দিন যে পরিত্যক্ত স্কুলবাড়িটা দেখেছিলাম, সেটা আসলে ওর পৈতৃক সম্পত্তি। সেখানে যে ছেলেমেয়েদের দেখেছিলাম তারা সকলেই অনাথ। ওই স্কুলের পিছনে বাগানটা পেরিয়েই খুব বড় জায়গা

BanglaBook.org

জুড়ে ওর বাড়ি। পৈতৃক বাড়িটা প্রাসাদ সদৃশ। পুরনোদিনের ডাকবাংলো যেমন হয়, অনেকটা তেমনই। ওই বাড়ির নিচে অনাথ ছেলেমেয়েদের জন্য একটা আশ্রম খুলেছে সে। কথা প্রসঙ্গে জেনেছিলাম সর্বমোট বারোজন ছেলেমেয়েকে সে প্রতিপালন করে। তাদের মধ্যে তিনটি মেয়ে। বাকি ন'জন ছেলে। ওদের প্রত্যেকের বয়েস আট থেকে চোদ্দর মধ্যে।

একটা ব্যাপার দেখে অবাক হয়েছি। পিতৃসূত্রে সে যত সম্পত্তির মাকিলানা পেয়েছে তা নেহাত কম নয়। তাদের বিশাল বড় বাড়িটা যতদূর সম্ভব আঠারো কাঠা জমির উপর গড়ে উঠেছে। এছাড়া ইশকুল সংলগ্ন যে বাগান তাও প্রায় তিন বিঘার কাছাকাছি। আগেরদিন সেই বৃষ্টির রাতে স্কুলবাড়ি থেকে বসে বাগানের কিছুটা দেখা গেলেও, বুঝতে পারিনি স্কুলের পিছনে এত বড় পাঁচিলে ঘেরা বাগান রয়েছে।

পড়াশোনায় সে রীতিমতো ভালো ছাত্রী। তবে বিভিন্ন প্রতিকূলতায় গ্র্যাজুয়েটের পর আর কন্টিনিউ করেনি। এখন সে সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রি করে তার সুদেই নিজের দিন কাটাচ্ছে। এছাড়া অনাথ আশ্রমটাও নিজের মতো করে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে। জীবনে তেমন কোনো ফিউচার প্ল্যানিং না করে রাখলেও ইলা নিজেকে এইসব অনাথদের জন্যেই নিয়োজিত করতে চায় বলে জানিয়েছে।

ওর সম্পর্কে এইসব তথ্য পাওয়ার পর থেকেই আমার মনটা ভারী হয়ে আছে। কেন জানি না ওকে নিজের করে নিতে ইচ্ছে করছে ভীষণ। মনে হচ্ছে এতদিন ধরে যেন আমি ওর অপেক্ষাতেই ছিলাম।

আবদুলদা আজ পুরোপুরি সুস্থ বলে নিজেকে দাবি করছেন। এমনকি সকালে তিনি পলাশদার সঙ্গে বাজারে গিয়েছিলেন। একটা বড় আর গোটা দেশি মুরগি কিনে এনেছেন তিনি। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া জোরদার হয়েছে আমাদের। পলাশদাকে সপরিবারে আমাদের এখানে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। কিন্তু তার কন্যা আসতে রাজি না হওয়ায় খাবার-দাবার সমস্ত কিছু দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি। আজকের রাতের খাবার বাড়ি থেকে রেঁধে এনে পলাশদা

BanglaBook.org

আমাদের দিয়ে গিয়েছিলেন। রুমালি পরোটা আর ডিমের তড়কা। সঙ্গে দুপুরের মাংস তো ছিলই।

এখন রাত্রি এগারোটা। আমরা বসে রয়েছি পূবের একটা ঘরে। এ ঘরে পুরনো কিছু পোর্ট্রেট রয়েছে দেওয়ালে। দেখলেই বোঝা যায় দামি জিনিস। দামি জিনিসের কদর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়। ধুলো ময়লায় সেগুলো নষ্ট হতে বসেছে প্রায়। এর জন্য চাইলে পলাশদাকে দোষ দেওয়া যেতে পারে যদিও। ঘরের মধ্যে হালকা একটা আলো জ্বলছে। খুব বেশি পাওয়ারের নয়। দোতলার এই ঘরগুলো খোলামেলা। পুরনো কাঠের জানলা সাইজে অনেকটাই বড় ধরণের। যথেষ্ট হাওয়া চলাচল করে সারাদিন। তার উপর গঙ্গার দিকে এটার মুখ থাকায় ঠান্ডা বাতাসের স্রোত বয়ে আসছে যেন। জানলা থেকে ঝকঝকে আকাশটা দেখা যাচ্ছে। উজ্জ্বল তারা ফুটেছে অনেক। যেন জোনাকির মাঠ। তারা নিভছে জ্বলছে। কখনও বা স্থির। চাঁদের আলোয় ভরে রয়েছে চারদিক।

আবদুলদা বিছানায় বসে নিজের ব্যাগটা আমাদের মাঝে রাখলেন। এরপর ব্যাগের চেন খুলে দুটো পিস্তল বের করলেন। একটা নাইন মিলিমিটার আর অন্যটি উজি পয়েন্ট টুটু বোর পিস্তল।

বললেন, ''এটা আমার নিজস্ব। লাইসেন্স করা আছে।''

আমি হাতে নিয়ে দেখলাম। তিনি বললেন, ''ইসরায়েল-বেলজিয়ামসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা এই অস্ত্রটি ব্যবহার করে থাকেন।''

আমি বললাম, ''অত্যন্ত অত্যাধুনিক অস্ত্র।'' তিনি মাথা নাড়ালেন। ''ম্যাগাজিনের ধারণ ক্ষমতা নিশ্চয়ই পনেরো রাউন্ড?''

মাথা নাড়িয়ে হাসলেন তিনি, ''আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী যে অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করেন তার সর্বাধিক ধারণ ক্ষমতা পনেরো রাউন্ড। কিন্তু এই অস্ত্রটির ম্যাগাজিন কুড়ি রাউন্ডের।''

আমি বেশ অবাক হলাম। পিস্তলটা হাতে তুলে ভালো করে দেখলাম।

BanglaBook.org

''সেমি অটোমেটিক?''

মাথা নাড়ালেন তিনি, যার অর্থ 'হ্যাঁ।' অপর পিস্তলটা হাতে নিয়ে বললেন, ''এই নাইন এমের নাম জানো?''

আমি বললাম, ''এম নাইন এ ওয়ান।''

''বাহ, বেশ নলেজ আছে তো তোমার?''

''তা আছে কিছুটা।'' হাসলাম আমি।

আবদুলদা বললেন, ''দুটো রয়েছে আমার কাছে। তুমি কোনটা রাখতে চাও?''

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, ''মন্দ বলেননি। প্রয়োজন হতে পারে। যেকোনো একটা রাখলেই হল।''

তিনি বললেন, ''উজিটা রাখো তাহলে। এম নাইনটা অফিসের। জবাবদিহি দিতে হয়।''

আমি হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা নিজের কাছে রাখলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই জানলায় ভীষণ জোরে একটা শব্দ হল। দূর থেকে গায়ের জোরে কিছু ছোঁড়া হয়েছে। হাতে টর্চটা নিয়েই ব্যালকনিতে এগিয়ে গেলাম আমরা দু'জনেই। দেখলাম বাগানের ভিতর দিয়ে কম উচ্চতার রোগাটে ধরণের কেউ একজন দৌড়ে পালাচ্ছে। অন্ধকারে গাছের ছাওয়া পড়ায় ভালো বোঝা গেল না। তবে আবদুলদা বললেন, ''দেখে মনে হল তেরো-চোদ্দ বছরের কোনো বাচ্চা ছেলে।''

আমি মাথা নেড়ে বললাম, ''আমারও তাই মনে হল।''

আমরা মুহূর্তেই আবার ঘরের ভিতর ফিরে গেলাম। চারপাশটা ভালো করে লক্ষ্য করলাম। দেখলাম দরজার পিছনে একটা পাথর এসে পড়েছে। সঙ্গে নাইলন দড়ি দিয়ে একটা কাগজ বাঁধা অবস্থায় রয়েছে।

BanglaBook.org

আমি পাথরের টুকরোটা হাতে তুলে নিয়ে দেখলাম কিছুটা অংশ ভেঙে

গেছে। সম্ভবত গায়ের জোরে ছোঁড়ার কারণে জানলায় ধাক্কা খেয়ে এটা হয়েছে। কোনো বাচ্চা ছেলের পক্ষে এত জোরে নিচ থেকে পাথর ছোঁড়া সম্ভব? মনে মনে নিজেকেই প্রশ্ন করলাম। যে বিকট শব্দ আমাদের কানে পৌঁছেছে তার পিছনে বল প্রয়োগের তীব্রতাটা সহজেই অনুমান করা যায়।

পাথরের গা থেকে নাইলনের মোটা সুতোটা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেললাম। এরপর কাগজটা নিয়ে বিছানায় রাখলাম। ভাঁজ করা কাগজটা খুলে দেখলাম একটা চিঠি। দেখেই বুঝতে পারছি অপরিণত হাতের লেখা। অনেকটা প্রথম লিখতে শিখলে যেমন হাতের লেখা হয়, ঠিক তেমন। গোটা গোটা অক্ষরে সবুজ কালি দিয়ে পুরো চিঠিটা লেখা হয়েছে। আমি কাগজটা হাতে নিয়ে আবদুলদার মুখের দিকে তাকালাম। তিনি চোখ নাচিয়ে জানতে চাইলেন, ''কী ব্যাপার?''

আমি বললাম, ''থ্রেট খাইসি।''

''কে থ্রেট করল তোমায়?'' এই বলে তিনি আর উত্তেজনা প্রশমন না করতে পেরে আমার হাত থেকে কাগজের টুকরোটা কেড়ে নিলেন। আবদুলদা বিড়বিড় করে পড়তে শুরু করলেন—

বর্ণদীপবাবু,

আপনাকে কোন্নগরে স্বাগত জানাইতেছি। আপনি যে ভুয়ো খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া আমাকে বিপথে চালনা করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা আমি পূর্বেই অনুমান করিয়াছিলাম। আপনাকে লোকে গোয়েন্দা হিসেবে খুব একটা উচ্চে স্থান দিলেও, আমার নিকট আপনি একটি গবেট ছাড়া আর কিছুই নন। আপনি শত চেষ্টা করিয়াও আমার নাগাল পাইবেন না। খুঁজে দেখুন দেখি পান কিনা। আর হ্যাঁ, যে কথা না বলিলেই নয়। আপনার জন্য নূপুর চক্রবর্তীর মুণ্ডহীন দেহটা এখানেই রাখিয়া দিয়াছি। ওটা আপনাকে উপহার হিসেবে যথাসময়ে পৌঁছাইয়া দিব। আর যেকথাটা শেষে না কহিলে অপরাধ হইবে— আপনাকে

BanglaBook.org

প্রথম ও শেষবারের মতো বলিতেছি, কাল ভোরের মধ্যেই কোন্নগর ছাড়িয়া চলিয়া যান, তাহা না হইলে কুচো কুচো করিয়া কাটিয়া ভাগাড়ে পুঁতিয়া দিয়া আসিব আপনাকে। আশাকরি নিজের পরিবারের কথাটাও একবার ভাবিবেন।

ধন্যবাদ সহ—
জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী

সংক্ষিপ্ত চিঠি। তবে বিষয়বস্তু পরিষ্কার। আবদুলদা আমার মুখের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, ''অর্থাৎ রাম আর লক্ষ্মণ যে লঙ্কায় প্রবেশ করেছে সেকথা রাবণ আগেই জানতেন?''

মাথা হেলিয়ে বললাম, ''না আবদুলদা। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এটা একটা কৌশল। অনেকটা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো। যদি ঢিলটা সত্যি সত্যিই ঠিক জায়গায় এসে লাগে...''

''কী বলতে চাইছ?''

''আমার মনে হয় খুনি এখনও কনফার্ম নয় যে আমিই ডিটেকটিভ বর্ণদীপ নন্দী।''

''তোমার অনুমান যদি সঠিক হয় তাহলে যে উপহার সে তোমাকে পাঠানোর কথা জানিয়েছে তা তুমি পাবে না।''

''কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।''

আবদুলদা বললেন, ''ঘটনা যাই হোক, আসলে যে খুনি কোন্নগরেই আছে এবং আমাদের হিসেবে যে কোনো ভুল ছিল না, তা আরও একবার নিশ্চিত হওয়া গেল। এবারে লেগে পড়তে হবে। আর সময় নেই।''

আমি চুপ করে থেকে বললাম, ''কী প্ল্যান করছ আপাতত?''

''বসো।''

বিছানায় দু'জনে মুখোমুখি বসলাম। আবদুলদা বলল, ''আজ রাতটা যদি আমরা কোন্নগর ভালো করে ঘুরে দেখি? কী মত তোমার?''

BanglaBook.org

''যাবটা কোথায়?''

''৮৯, হারান লাহিড়ি লেন।''

আমার চোখ জ্বলে উঠল। চাপা গলায় বললাম, ''নতুন কোনো তথ্য পেলে ওই ঠিকানা সম্পর্কে?''

তিনি মাথা নাড়ালেন, ''রাজ্য পুলিশের সাহায্য চেয়েছিলাম। তারা তাদের সোর্স মারফৎ এটা জানিয়েছেন, খাতা-কলমে কোন্নগরে কোনো হারান লাহিড়ি লেন না থাকলেও প্রায় দেড়শ বছর আগে এক দাপুটে জমিদার শ্রী হরনাথ লাহিড়ি ওরফে হারান লাহিড়ি এখানে বাস করতেন। তার সময়কালে এবং তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেও তার এলাকার সীমানাকে প্রথমে হারান অঞ্চল বলা হত। পরে সেটাকে লোকে হারান পাড়া নামে উল্লেখ করতে থাকে। তার অনেক পরে কোন্নগরের মানুষ ওই এলাকার বিশেষ একটি রাস্তাকে হারান লাহিড়ি লেন নামে অভিহিত করেছিল। কিন্তু চিঠিপত্র বা কোনো ডকুমেন্টসেই এই নামে কোনো রাস্তার উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যায় না।''

আমি শুনে বললাম, ''ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত না?''

''অবাক হওয়ার মতোই বটে। লোকের মুখে মুখে হারান লাহিড়ি রোড প্রচারিত হয়েছিল অথচ সেই সময়ের চিঠিপত্রে বা বাড়ির ঠিকানায় ওই নামের কোনো ব্যবহার খুঁজে পাওয়া যায় না।''

একটু থেমে আবদুলদা বললেন, ''তোমার কী মনে হয়?''

আমি চিন্তিত মুখে বললাম, ''কিছু তো একটা লোচা আছে। সেই লোচাটাই আগে জানতে হবে। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে হারান লাহিড়ি সম্পর্কে নাহয় কিছুটা জানা গেল কিন্তু লোকেশানটা বলতে পেরেছেন তারা?''

''হোয়াটসঅ্যাপে একটা লোকেশান শেয়ার করেছেন তারা। গুগল ম্যাপে ফেলে দেখতে হবে ঠিক কোন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলে।''

আমরা তৈরি হয়ে নিলাম। রাত্রি একটা ছেচল্লিশ। দু'জনের কাছে দুটো হাই ভোল্টেজ ছোটো টর্চ রয়েছে। এছাড়া আমার কাছে উজি আর আবদুলদার কাছে

BanglaBook.org

নাইন মিলিমিটার গোঁজা রয়েছে কোমরে। বাংলো থেকে আমরা বের হব ঠিক সেই মুহূর্তে আবদুলদার ফোনটা বেজে উঠল। এত রাত্রে ফোন পাওয়াতে তিনি সামান্য অবাক হয়ে গেলেন। ফোনটা পকেট থেকে বের করে কানে দিয়েই তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন, ''কে বলছেন আপনি?'' ওপাশের উত্তর শোনা গেল না।

''কাকে চাই?''

আবারও আমার মুখের দিকে তাকালেন আবদুলদা। এবারে আমার দিকে সামান্য তাকিয়ে থেকে বললেন, ''দৈনিক কলকাতা এখন-এর একজন ক্রাইম রিপোর্টার। নাম বলছেন মিস্টার ডি.কে.দাগা। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। আর্জেন্ট।''

এবারে অনেকটাই অবাক হলাম। মুখে কোনো কথা না বলে আমি তার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে কানে দিলাম, ''হ্যালো...''

ওপার থেকে মোলায়েম সুরেলা কণ্ঠ শোনা গেল, ''বর্ণদীপ...''

''হ্যাঁ, বলুন।''

একটু থেমে তিনি বললেন, ''তোমার প্রাণ সংশয় আছে। তুমি বেশ বিপদের মধ্যে আছ এই মুহূর্তে।''

কিছুই বুঝতে না পেরে আমি বললাম, ''আপনি হঠাৎ!''

''তুমি হয়তো অনেকটা আশ্চর্য হচ্ছ। কিন্তু আমি অনেক আগে থেকেই জানি যে তুমি কোন্নগরে আছ। আর তোমার সঙ্গে রয়েছেন গোয়েন্দাবিভাগের একমাত্র ভরসাযোগ্য অফিসার চৌধুরী আবদুল রহমান।''

আমি শান্তকণ্ঠে বললাম, ''আপনার পক্ষে এটা জানা অসম্ভব নয় যে আমি এই মুহূর্তে কোন্নগরেই আছি। কিন্তু প্রাণ সংশয়ের ব্যাপারে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?''

ফোনের ওপাশে একটু নীরবতা বজায় রইল কিছুক্ষণ। এরপর তিনি দু'বার

BanglaBook.org

কেশে নিয়ে বললেন, ''তাহলে তোমাকে ব্যাপারটা খুলেই বলি। গোয়েন্দা প্রধান শ্রী সৌমেন চক্রবর্তী অনেক আগেই আমার মাধ্যমে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি এই মুহূর্তে কোন্নগরেই আছেন।'' একটু থেমে বললেন, ''তাকে কি তুমি চেন?''

আমি সামান্য চুপ করে থেকে বললাম, ''না চিনি না তবে আমার ব্যক্তিগত অনুমান সেই ব্যক্তি পাগল সেজে কোন্নগরে ঘুরে বেড়ান এবং সুন্দর সুন্দর ছড়া বলেন।''

''তোমার অনুমান সঠিক। ওর নাম প্রদীপ বসু। সে তিনমাস আগে থাকতেই কোন্নগরে রয়েছে এবং তোমার কাছে যে প্রথম ঠিকানা লেখা চিঠির কাগজটা রয়েছে সেটা সে-ই তোমার জানলা থেকে ফেলে এসেছিল। তবে ওই চিঠিটা ওর লেখা নয়। ওটা একটা ডায়েরি থেকে ছিঁড়ে আনা কেবল একটা পাতা। সেটা ও পেয়েছে রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির চিলেকোঠায় জমানো খাতা কাগজের স্তূপ থেকে। পুরনো বইখাতা ফেরিওয়ালা সেজে একবার সে ঢুঁ মেরেছিল রজতেন্দ্রদের বাড়ি। সেখান থেকেই চিলেকোঠা পরিস্কারের জন্য তাকে ডাকা হলে তার হাতে এসে পড়ে এই অমূল্য সম্পদ। সে মনে করে এই ঘটনার জট একমাত্র তুমিই খুলতে পারো। তাই তোমার কাছে কাগজটা পৌঁছে দেওয়া সেফ মনে করেছিল সে।''

তিনি থামতেই আমি বললাম, ''তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই।''

মুহূর্তেই গভীর উদ্বেগ ধরা পড়ল মিস্টার দাগার কণ্ঠে। তিনি বললেন, ''গতকাল থেকে তার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমার। কোনোভাবেই তার খোঁজ পাচ্ছি না। এজন্য তোমাকে ফোন করলাম। তার সাথে শেষ কথা হয়েছিল গত পরশু গভীর রাতে। তার কাছে গোপন সংবাদ ছিল তুমি মার্ডার হতে পারো। সেই খবর তোমায় দিতে চেয়ে তোমার আগের নাম্বারে ফোন করেও পেলাম না। অনেকবার ট্রাই করার পর শেষে গোয়েন্দাপ্রধানকে সব কথা বললাম। তিনি তখন তোমার সহকারী অফিসারের নাম্বার আমাকে দিলেন যোগাযোগ করার জন্য।''

BanglaBook.org

''ঠিক আছে আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি যথাসম্ভব খোঁজ নিয়ে দেখছি প্রদীপবাবু এখন কোথায় কী অবস্থায় রয়েছেন।''

''আমি তোমার ফোনের অপেক্ষায় রইলাম বর্ণদীপ।''

''নিশ্চিন্ত থাকুন।''

ফোনটা কেটে দিলাম।

মুখে কোনো কথা না বলে আবদুলদাকে কল রেকর্ডারটা চালিয়ে আমার আর মিস্টার দাগার মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে পুরোটা শোনালাম। তিনি অবাক হয়ে বললেন, ''ওই পাগলটাকে আমিও সন্দেহের লিস্টে রেখেছিলাম। তবে সে যে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ তা আন্দাজ করতে পারিনি।''

আমি বললাম, ''চলো, বেরনো যাক।''

BanglaBook.org

(১৫)

পলাশদার হৈচৈ-এ সকালে আমাদের ঘুম ভাঙল। রাতে আবদুলদা বা আমি কেউই ঘুমোইনি। হারান লাহিড়ি লেন আমরা খুঁজে বের করে ফেলেছি। কিন্তু সেখানে সন্দেহজনক কিছু নেই। তাহলে ঠিক কী কারণে ওই ঠিকানা আমাকে প্রদীপ বসু দিলেন। ব্যাপারটা পরিষ্কার করার প্রয়োজন আছে। মনে পড়ে গেল মিস্টার দাগার কথাটাও। ছদ্মবেশী পাগলটার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তার সাথে যেভাবেই হোক আমাকে যোগাযোগ করতে হবে।

পলাশদা দোতলায় ব্যালকনিতে আমাদের জন্য কফি এনে রাখলেন। আমি আর আবদুলদা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি অনেকটা উত্তেজিত হয়ে বললেন, ''ঘটনা ঘটে গেছে। শুনেছেন?''

আমি তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে মোবাইলটা পাওয়ার অন করলাম। বেলা দশটা পনেরো। আমরা শুতে গিয়েছিলাম ভোর পাঁচটা সাতচল্লিশে। খুব বেশি যে ঘুমিয়েছি তা নয়। আমি চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলাম। চায়ের মধ্যে আদা, তেজপাতা, গোলমরিচ দেওয়া রয়েছে। সঙ্গে তুলসীপাতাও রয়েছে। এরকম স্বাস্থ্যকর পানীয় সকাল সকাল পেটে পড়লে দিন ভালো যায়।

পলাশদা আবারও বললেন, ''শুনেছেন কিছু?''

আবদুলদা তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, ''কী ব্যাপারে?''

''জোড়া খুন।''

''জোড়া খুন?'' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলাম আমি।

BanglaBook.org

''তা বলচি আর কী আপনাকে...?''

''কে খুন হল? কোথায় খুন হল? কেন খুন হল?'' আবদুলদা একসঙ্গে তিনটে প্রশ্ন করে ফেললেন।

পলাশদা গাল চুলকে বলল, ''অতশত জানিনে। তবে জোড়াপুকুরে আজ ভোরে দুটো বডি পাওয়া গেচে। একটা মেয়ের। আর একটা ছেলের। মেয়েটার মুণ্ডু নেই। শুধু শরীর। আর ছেলেটাকে আপনারা চিনবেন আশাকরি।''

''কোন ছেলে?'' আমরা দু'জনেই অবাক হয়ে সমস্বরে প্রশ্ন করি।

''সেই যে পাগলটা একেন সেকেন ঘুরে ছড়া কেটে বেড়াত।''

''পাগলটা খুন হয়ে গেছে?'' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

''হ্যাঁ।'' পলাশদা গম্ভীর গলায় বলল।

আবদুলদা ডিপ্রেসড হয়ে পড়লেন। আমিও মুখে কোনো কথা খুঁজে পেলাম না। বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা বজায় রইল। আবদুলদা বিড়বিড় করে বললেন, ''তোমার উপহার বর্ণদীপ।''

মাথাটা ফাঁকা হয়ে এল আমার। আমি মুখ কালো করে বসে রইলাম। মিস্টার দাগাকে কী জবাব দেব? কীভাবে খবরটা জানাব তাকে কিছুই আমার মাথাতে ঢুকল না।

পলাশদা বলল, ''আমি সকালবেলা গে দেকে এসেচি। মেলা লোক হয়েছে সেকেন। পুলিশের দুটো বড় বড় গাড়ি ছেল।''

আবদুলদা ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, ''ঠিক আছে আপনি টিফিন করুন পলাশদা। আমরা একটু বেরব।''

''আচ্ছা। আচ্ছা। আমি লুচি তরকারি করে দিচ্চি। বেশি সময় লাগবে নে।''

পলাশদা নিচে রান্নাঘরে চলে গেলেন। আমি আর আবদুলদা তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিলাম। আবদুলদা বললেন, ''লোকাল থানায় কথা বলতে হবে। তার আগে নিউ আলিপুরের ও.সি. আর সৌমেনবাবুকে বিষয়টা জানাতে হবে।''

BanglaBook.org

আবদুলদার মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই আমার ফোনে সৌমেনবাবুর ফোন ঢুকল। আমি হাতে নিয়ে কানে দিতেই তার গলায় উদ্বেগ ফুটে উঠল, ''বর্ণদীপ, আপনি ঠিক আছেন?''

''হ্যাঁ স্যার।''

''আবদুল? আবদুল কেমন আছে?''

''আমরা দু'জনেই সেফ আছি স্যার।''

''মিস্টার দাগা আমায় ফোন করেছিলেন। আপনার প্রাণ সংশয় আছে। আপনাকে এখন থেকে সতর্ক থাকতে হবে।''

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, ''আমাকে নিয়ে আপনি অযথা দুশ্চিন্তা করবেন না স্যার। আমি আমার নিজের খেয়াল রাখব। আর তাছাড়া আবদুলদা আমার সঙ্গে রয়েছেন।''

একটু থেমে তিনি বললেন, ''তদন্ত কতদূর এগোল?''

''স্যার আর তিনদিন।''

তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, ''আর তিনদিন? তার মানে আপনি জানতে পেরেছেন খুনি কে? কিংবা এই সিরিয়াল কিলিং-এর মোটিভ?''

''স্যার আপনাকে সব জানাব। তার আগে একটা খবর দেওয়ার আছে আপনাকে।''

''বলুন।'' তিনি শোনার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন।

''প্রথমত, নূপুর চক্রবর্তীর বাকি দেহখানা পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, মিস্টার দাগার প্রাইভেট ডিটেকটিভ প্রদীপ বসু খুন হয়েছেন।''

''ওহ মাই গড।''

''আপনি স্যার রাজ্য পুলিশের সঙ্গে ইমেডিয়েটলি কথা বলুন। কারণ, কেসটা ওরা হ্যান্ডেল করছে। ওদের কাছ থেকে আমাদের কিছু তথ্য প্রয়োজন।''

BanglaBook.org

''আমি এখনই কথা বলছি।''

''ডি.এন.এ. প্রোফাইল এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট টেস্ট রিপোর্ট দুটোই আমার ইমেডিয়েটলি দরকার।''

''আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। মিসিং পার্সনস স্যাম্পেল নিয়ে তারা কাজ করবে। কিন্তু বাকি উপাদান?''

''রেফারেন্স স্যাম্পল আমি পাঠাব। আপনি নিশ্চিত থাকুন।''

''ওকে। আমি দশ মিনিট পর তোমায় কল করছি।''

***

''এখনও পর্যন্ত কতগুলো বই লিখেছেন আপনি?'' ইলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

আমি চেয়ারে বসে পা নাচিয়ে বললাম, ''খান তিরিশ।''

সে চোখ বড় বড় করে জবাব দিল, ''তাহলে বেশ পরিচিত আপনি?''

''তা পরিচিত বই কী। তবে বাংলাতে আমার কোনো বই খুঁজে পাওয়া যাবে না।''

''সে কী! কেন?''

''ইংরেজি ভাষায় লিখি কিনা তাই।''

সে আবারও অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, ''আমি অবশ্য বইটই কম পড়ি। তাই আপনার সম্পর্কে সেভাবে কিছুই জানি না।''

আমি চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বললাম, ''আমার ব্যাপারে না জানাটা খুবই স্বাভাবিক।''

আজ বিকেলে ইলা আমায় চা-পানের জন্য নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আমি তার অনুরোধ রক্ষা করে বাচ্চাদের জন্য কিছু মিষ্টি আর ফল

BanglaBook.org

নিয়ে তার সাথে দেখা করতে এসেছি। সন্ধে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তার বাড়িতে এসে পৌঁছেছি। এখন রাত্রি সাড়ে সাতটা বাজে। এখনও উঠিনি। নিজেদের মধ্যে বেশ গল্প-গুজব চলছে। কখনও আমি তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন করছি কখনও-বা সে আমার সম্পর্কে জানতে চাইছে। এভাবেই দু'জনে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিলাম।

ইলা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, ''আপনি কী ধরনের বই লিখতে পছন্দ করেন?''

এক কথায় মিটিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম, ''সামাজিক।''

''আপনার কোনো বই কি পাওয়া যাবে এক কপি? আসলে পড়ার আগ্রহ জন্মাচ্ছে ভীষণ।''

এই প্রশ্নটা আমি আগে থাকতেই আশা করেছিলাম। তাই উত্তর আমার ঠোঁটের গোড়াতেই ছিল। দিব্যি মাথা নেড়ে তাকে বললাম, ''অসুবিধা নেই। আমার কাছে দু-তিনটে বই রয়েছে। আমি আপনাকে সময় করে দিয়ে যাব'খন।''

''কবে দেবেন?'' ইলা ব্যাকুল হয়ে উঠল।

''পারলে কালকে আসব একবার এদিকে।''

''বেশ। বেশ। অগ্রিম ধন্যবাদ জানিয়ে রাখলাম।''

আমি আর কোনো কথা বললাম না। বস্তুত আমি কোনো লেখক নই। এই তদন্তে নেমে আমাকে যে কত জায়গায় কত অকাট মিথ্যে ভুরিভুরি বানিয়ে বলতে হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। তেমনই এই মিথ্যেগুলো ইলাকে বললাম।

সে তার চায়ের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। আমরা মুখোমুখি বসে রয়েছি। উপরের এই ঘরটা লম্বায় অনেকটা বড়। এটাকে হলঘর বলা যেতে পারে। পুরনো দিনের এই বাড়িতে কোনো চাকচিক্য নেই। তবে আভিজাত্য রয়েছে। ঘরের মধ্যে দামী কোনো জিনিসপত্র আমার চোখে পড়ল না। তবে ঘরটার একদম শেষপ্রান্তে বেশকিছু ওষুধের শিশির আমার চোখে পড়ল। কাচের

BanglaBook.org

মতো দেখতে সারি সারি ফাইবারের র‍্যাকের উপর কম করেও হাজারটা ওষুধের বড় বড় শিশির রয়েছে। সেদিকেই আড়চোখে একবার তাকালাম। এরপর ওর দিকে হাসিমুখে তাকাতেই সে বলে উঠল, ''গোয়েন্দা গল্প লিখেছেন কখনও?''

আমি মাথা নেড়ে বললাম, ''না।''

তার চোখে মুখে স্পষ্টতই সেই পরিচিত ব্যঙ্গ ও অবজ্ঞা ফুটে উঠল আবার।

''জানেন গোয়েন্দা গল্প পড়তে আমার খুব ভালো লাগে, কিন্তু ভালো তেমন গল্পই খুঁজে পাই না যা পড়ে মনে তৃপ্তি পাব।''

''কেন? বাংলাভাষায় এত বিখ্যাত গোয়েন্দা কাহিনি আছে সেগুলো পড়েননি?''

সে জিভ দিয়ে দু'বার চিক চিক শব্দ করল। তার জিভের দিকে তাকিয়েই আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। আগে কখনও এমন কুচকুচে কালো রঙের জিভ আমি কোনো মানুষের হতে দেখিনি। আমি যে কিছুটা নার্ভাস হয়ে গেছি বুঝতে পারছি। কিন্তু ওর সামনে কোনোভাবেই যেন তা প্রকাশ না পায়, সেভাবেই আমি নিজেকে নিমেষে সামলে নিলাম।

আমার প্রশ্নের উত্তর দিল সে, ''আসলে এখনও পর্যন্ত যত গোয়েন্দা গল্প পড়েছি সবই তো বানানো। তাই মজা পাইনি। আমি চাইছি সত্যিকারের কোনো গল্প।'' একটু থেমে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে সে বলল, ''আপনি লিখবেন নাকি?''

আমি হেসে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করলাম, ''আপনি খুব সুন্দর মজা করতে পারেন।''

আমার কথায় সে হা-হা করে হেসে উঠল। তার হাসির শব্দ বিরাট ঘরটাতে পাক খেতে লাগল বারবার। আমি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। হাতের কাপটা টেবিলে রেখে বললাম, ''ক'দিন ধরেই শরীরটা ভালো নেই।''

সে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, ''কী হয়েছে?''

BanglaBook.org

''হালকা জ্বর আসছে রাতের দিকে। সঙ্গে কাশি হচ্ছে। বুকে ব্যথা রয়েছে কিছুটা।''

''আর কিছু হচ্ছে?''

''নাহ।'' মাথা নাড়ালাম আমি।

''আমি ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি।''

ঠিক জায়গায় ঢিলটা পড়েছে। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, ''ডাক্তার নই যদিও তবে যেকোনো ডাক্তারের চাইতে নলেজ বেশি বই কী কম হবে না।''

আমি প্রশংসার সুরে বললাম, ''যেমন রূপ তেমনিই আপনার গুণ।''

''প্রেমে পড়লেন নাকি?'' তার গলায় কৌতুকের সুর।

আমিও কৌতুকের মতো করেই বললাম, ''এই বয়েসে তো আর সম্ভব নয়, নাহলে আপনাকেই...''

কথাটা শেষ করলাম না আমি। ইলা মিত্র হেসে উঠল। ওর মধ্যে এক অমোঘ জাদু রয়েছে। ওর রূপের কিরণে চোখ ঝলসে ওঠে। এত রূপ কোনো মেয়ের মধ্যে থাকতে পারে তা আমি কখনও কল্পনাতেও ভাবতে পারি না। ওর ঠোঁট থেকে শুরু করে পায়ের নখ পর্যন্ত যেন প্রতিটা অঙ্গের জন্য আমার স্নায়ু তৃষ্ণা অনুভব করছে।

আমার হাতে একটা হোমিওপ্যাথি ছোট্ট সাদা কাচের শিশির দিয়ে বলল, ''দু-ফোঁটা করে দিনে তিনবার। দু'দিন খেলেই ফিট হয়ে যাবেন।''

শিশিরটা রুমালে মুড়ে রাখলাম। ''ঠিক আছে। আমি উঠি আজ। আবার অনেকটা পথ। যদিও রিকশা নিয়ে নেব একটা। তবে আমার ভাইপোটা বড্ড চিন্তা করে কিনা। তাই এবার না উঠলেই নয়।''

''বেশ তো।''

আমি উঠে পড়লাম চেয়ার ছেড়ে। নীচে সদর দরজা পর্যন্ত সে আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেল। আসার সময় পিছন থেকে বলল, ''মনে থাকে যেন

BanglaBook.org

আপনার লেখা বই যেন পাই।''

আমি হেসে ঘাড় নাড়িয়ে জানালাম, ''নিশ্চয়ই পাবেন।''

***

রাত্রি বারোটা পঁয়তাল্লিশ। আমি আর আবদুলদা একই ঘরে শুয়ে রয়েছি। আমাদের কারোর চোখেই ঘুম নেই। ইতিমধ্যে একদিন কেটে গেছে। যা কিছু নমুনা আমি পাঠিয়েছিলাম সেসবের উপর ভিত্তি করে টেস্ট রিপোর্ট পাওয়া গেছে। হুগলির ফরেনসিক বিভাগের প্রধানের সঙ্গেও ইতিমধ্যেই আমাদের কথা হয়েছে। এমনকি রাজ্যপুলিশের মহানির্দেশক আমাদেরকে যেকোনোরকম সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এখন ১৪ই ফেব্রুয়ারির এই পুরো কেসটাকে সাজাতে পারলেই হল।

আবদুলদা আমাকে বললেন, ''তুমি কী বুঝছ এই মুহূর্তে?''

আমি ধীরকণ্ঠে বললাম, ''পাগলরূপী ডিটেকটিভ প্রদীপ বসুকে মারা হয়েছে একটি ধারাল ও তীক্ষ্ণ হাড় দিয়ে। ঠিক যেখানটায় মানুষের হৃদপিণ্ড থাকে সেই জায়গা বরাবর হাড়টা দিয়ে ওর শরীর ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। এই হাড়ে থাকা ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর আমাকে থ্রেট করে লেখা চিঠি, দুটোই ম্যাচ করে গেছে। কিন্তু হোমিওপ্যাথির শিশিতে পাওয়া ইলা মিত্রের স্যাম্পেল ওটার সঙ্গে ম্যাচ করেনি। অর্থাৎ আমরা যা অনুমান করছিলাম তা ভুল প্রমাণিত হল। তার মানে আবার নতুন করে আমাদের মাথা খাটাতে হবে।''

আবদুলদা বিরক্তির সঙ্গে বললেন, ''ইলা মিত্রকে তুমি খামোখা সন্দেহ করছ।''

এ কথার কোনো উত্তর দিলাম না। চুপ করে রইলাম আমি। তিনি বললেন, ''একটা ব্যাপারে তো কনফার্ম হওয়া গেছে যে নৃপুর চক্রবর্তীর খুন আর প্রদীপ বসুর খুন দু'জন আলাদা ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এটা তো মানো তুমি নাকি?''

BanglaBook.org

আমি কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। মাথা নাড়িয়ে বললাম, ''হুঁ।''

আবদুলদা উত্তেজিত হয়ে বললেন, ''আরেকটা ব্যাপার হল ডাক্তাররা পোস্টমর্টেম রিপোর্টে স্পষ্ট করে বলেছেন নূপুর চক্রবর্তীকে আগে রেপ করা হয়েছে, তারপর তার মাথাটা কেটে নেওয়া হয়েছে। এমনকি তার মুণ্ডহীন শরীরটাকে ওষুধ মাখিয়ে ছ'দিন রাখা হয়েছিল। আর এই ছ'দিন ধরে নিয়মিত সেই শরীরের সঙ্গে খুনি সঙ্গম করেছিলেন।''

''অর্থাৎ খুনি নেক্রোফিলিয়া রোগে আক্রান্ত।''

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, ''না, শুধু নেক্রোফিলিয়া নয়। খুনি একজন নেক্রোফিলিয়া হোমিসাইড। অর্থাৎ যারা ভিকটিমের মৃতদেহের সাথে সহবাসের উদ্দেশ্যে ভিকটিমকে হত্যা করে।''

আমি চুপ করে রইলাম। আবদুলদা আবার বলতে শুরু করলেন, ''তার মানে দাঁড়াচ্ছে খুনি একজন পুরুষ এবং তার বয়েস কুড়ি থেকে পঞ্চাশের মধ্যে।''

ধীর কণ্ঠে বললাম, ''আমি অন্যকিছু ভাবছিলাম।''

''কী ভাবছ?'' তিনি প্রশ্ন করলেন।

''ছ'দিন ওষুধ মাখিয়ে বডিটাকে সংরক্ষণ করা হল। আর ওই গলাকাটা দেহটার সঙ্গে খুনি নিয়মিত সঙ্গম করল। এটা একজন মানসিক রোগীর পক্ষেই সম্ভব।''

''তাহলে সন্দেহের তিরটা শেষ পর্যন্ত কার দিকে যাচ্ছে?'' চোখ কুঁচকে জানতে চাইলেন আবদুলদা।

আমি বললাম, ''অবশ্যই রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দিকে। কিন্তু সেই ব্যক্তিটি কোথায় লুকিয়ে আছে? আর কেনই বা এতগুলো খুন করবে?''

আমরা দু'জনেই চুপ করে গেলাম। মাথার ভেতর অনেক প্রশ্ন। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। যখনই সমস্ত ঘটনাগুলোকে একের পর এক সাজিয়ে নির্দিষ্ট

BanglaBook.org

একটা সিদ্ধান্ত নিতে চাইছি তখনই এমন কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে যা আগের সমস্ত হিসেব মুহূর্তেই ওলট-পালট করে দিচ্ছে।

আমি কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললাম, ''তাহলে কি সন্দেহের তালিকা থেকে ইলা মিত্রকে প্রথমেই বাদ দিয়ে দেব?''

আবদুলদা বিরক্ত হয়ে বললেন, ''আরে এই ঘটনার সঙ্গে ইলা মিত্রের কানেকশানটাই বা কোথায়? কীভাবে তুমি ওকে এর মধ্যে জড়াতে চাইছ? আর তাছাড়া তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট তো অলরেডি তুমি ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টকে পাঠিয়েছিলে। রিপোর্ট তো পরিষ্কার।''

আমি অন্যমনস্ক হয়ে আবদুলদাকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম এমন সময় হঠাৎ তিনি আমার নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠে আমায় জোরে একটা ধাক্কা দিলেন। আমি নিমেষেই বিছানা থেকে মেঝেতে ছিটকে পড়লাম। আর তিনি লাফিয়ে ঘরের কোণে পড়লেন। ঘটনার আকস্মিকতায় কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম একটা ধারাল ও তীক্ষ্ণ হাড়ের টুকরো এসে বিছানার তোশক ভেদ করে গেল। এতটাই জোরে তীরের মতো ছুঁচলো হাড়টা ছোঁড়া হয়েছে যে বিছানার গদি পর্যন্ত ভেদ করে গেছে সেটা। ঘরের মেঝেতে লাফিয়ে পড়েই আবদুলদা পিস্তলটা ড্রয়ার থেকে বের করে বারান্দায় দৌড়ে গেলেন। আমিও তার পিছনে এলাম। অন্ধকারে পরিষ্কার বোঝা না গেলেও স্পষ্ট দোতলার কার্নিশ থেকে ঝাঁপ দিতে দেখলাম একটি বাচ্চা ছেলেকে। কাপড় দিয়ে তার মুখ আর মাথা জড়ানো রয়েছে। শুধু চোখ দুটো খোলা। গায়ে পাতলা একটা জামা। আর পরনে হাফপ্যান্ট। মাটিতে লাফিয়ে পড়েই সে দৌড় দিল। তার শারীরিক শক্তি যে আর পাঁচটা ওই বয়েসের ছেলের থেকে শতগুণ বেশি তা সহজেই অনুমান করা যায়। আমাদের বাংলোর এই বাগানটা অব্যবহারের ফলে নানারকম আগাছায় ভরে গেছে। কিন্তু এখানে বড় বড় গাছপালা রয়েছে প্রচুর। বিশেষ করে আমলকী, আম, নারকেল, সেগুন, কাঠবাদাম এই জাতীয় গাছ ভর্তি। ফলে এত ঘন জঙ্গল হয়ে রয়েছে যে যেকেউ সহজে এর মধ্যে গা-ঢাকা দিতে পারবে। আবদুলদা নাইন মিলিমিটারটা হাতে নিয়ে পরপর দু বার গুলি চালাল। আমরা

BanglaBook.org

মুহূর্তেই নিচে নেমে এলাম। তখনও আবদুলদার হাতে পিস্তল রয়েছে। অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে আমরা জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত খোঁজাখুঁজির পরও কাউকে পেলাম না। আমি বললাম, ''পালাতে সমর্থ হয়েছে।''

আবদুলদা মাথা নাড়িয়ে বললেন, ''সম্ভবত।''

''আমাকে মারতে চেয়েছিল?''

মাথা নাড়ালেন তিনি। মুখে কিছু বললেন না।

''তাহলে প্রদীপ বসু এবং নূপুর চক্রবর্তীর খুনিকে আমরা হাতের কাছে পেয়েও পাকড়াও করতে পারলাম না।''

''কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই বাচ্চা ছেলেটা কে? কী তার পরিচয়?''

মাথাটা আবারও গুলিয়ে গেল। হিসেব কিছুতেই মিলছে না। আমরা ফিরে এলাম দোতলায়। হাড়ের টুকরোটা সন্তর্পণে সংগ্রহ করলেন আবদুলদা। ''এরকমই একটা হাড়ের টুকরো প্রদীপ বসুর হৃদপিণ্ড বরাবর বুকের বাঁদিকে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল।''

আমি বললাম, ''নিচের সরু ধারাল অংশটায় হাত দিও না। সম্ভবত ওষুধ মেশানো আছে।''

''ওষুধ?'' আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন তিনি।

''বিষ মেশানো রয়েছে।''

''এটাকে ল্যাবে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।''

পকেট থেকে ফোন বের করে তিনি নিজেই ফরেনসিক টিমের সঙ্গে কথা বললেন। আমি অন্য চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছি। কেন জানি না আমার সন্দেহের তালিকা থেকে কিছুতেই ইলা মিত্রকে বাদ দিতে পারছি না। আর যদি এসব রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় করে থাকে তাহলে সে কোথায়? কিংবা যদি সবটাই ওই বাচ্চা ছেলেটার কাজ হয়ে থাকে তাহলে সে কে? কী নাম তার?

BanglaBook.org

(১৬)

"উঠি তাহলে?"

ইলা মুচকি হেসে বলল, "সে কী এত তাড়াতাড়ি?"

"তাড়াতাড়ি কোথায়? রাত্রি সাড়ে দশটা বাজতে চলল তো?" আমি হেসে বুড়োদের গলা করে বললাম।

সে স্বভাবমতোই আমাকে বলল, "এখন নয়। আরেকটু কথাবার্তা চলুক। আর আপনি তো কিছুই খেলেন না।"

"আমি খুব একটা খাদ্যরসিক নই। তাছাড়া নবকুমারও অপেক্ষা করে বসে থাকবে আমার জন্য।"

"তা আপনার ভাইপোটিকে তো আনতে পারতেন এখানে?"

"সে খুব একটা বাড়ি থেকে বেরোয় না। নেহাত আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখানে এসেছে। ওর তো ইচ্ছেই ছিল না কোন্নগরে আসার।"

"আপনিই বা কেন এলেন কোন্নগরে?" ইলার গলায় সেই পরিচিত বিদ্রুপের সুর।

আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম। ধারাল দৃষ্টি, অবিচলিত, গভীর, তীব্র সাংকেতিক।

তার প্রশ্নের উত্তরে হেসে বললাম, "বই লিখে রোজগার করি। প্রকাশক

BanglaBook.org

যা বলবেন তা মাথানত করে শুনতে আমরা বাধ্য।''

''লেখকরা তো সমস্ত প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত। তাহলে প্রকাশকের কাছে মাথা নত করা কি ঠিক?''

''না মুক্ত নয়, লেখকরা বরং বেশি করে আবদ্ধ!''

আমরা দু'জনেই চুপ করে রইলাম। আজ ২৯শে অক্টোবর। ইলা মিত্রের জন্মদিন। সে আমায় নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল। বলেছিল আজকের সন্ধেবেলাটা সে আমার সাথে তার বাড়িতে কাটাতে চায়। যদিও তার জন্মদিনে কোনোরকম আড়ম্বর বা জাঁকজমক কিছুই ছিল না। সেখানে অন্য আর কেউও ছিল না। শুধু আমি আর সে। যাওয়ার সময় মঞ্জিনিস থেকে একটা বড় কেক কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। চকোলেট দিয়ে মোড়া কেকটার মাঝে লিখিয়ে নিয়েছিলাম 'EELA MITRA'। আমার এই আচরণে সে কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। বলেছে, এসবের কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমি তার জবাবে বলেছি, বন্ধুর জন্মদিনে এটুকু যদি না-ই করতে পারি তাহলে আর সখ্যতা কীসের। সে আমার কথা শুনে মুচকি হেসেছে। কোনো জবাব দেয়নি। আমি রাত্রি আটটা নাগাধ এখানে এসেছিলাম। আবদুলদাকে জানিয়েই এসেছি। আর আমার নতুন পরিকল্পনার কথা শুনে তিনি নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন ১৪ই ফেব্রুয়ারির এই কেসটা নিয়ে।

ইতিমধ্যেই তিনবার চা পান করা হয়ে গেছে আমার। সঙ্গে চিকেন চাপ, সিঙাড়া। এছাড়া কোন্নগরের দেশপ্রিয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের এক নতুন ধরণের মিষ্টান্ন। আজ প্রচুর গল্প হয়েছে আমাদের মধ্যে। তার মেয়েবেলা নিয়ে, একা একা বড় হওয়া নিয়ে, আরও নানারকম অজানা কথা যা আগে কারও কাছে সে বলেনি। কেন জানি না আমার মনে হয়েছে ইলা আমার প্রতি খানিক দুর্বল। যদিও সে আমার প্রকৃত চেহারাটা দেখেনি। এই নকল চুল আর দাড়িগোঁফ পরা বৃদ্ধ চেহারাটার প্রতি সে কিছুটা হলেও আকর্ষণ অনুভব করে, একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। আর এখানেই আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে সে আমার প্রতি দুর্বল কেন?

BanglaBook.org

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর ইলা নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, ''বললেন না তো?''

''কী?'' আমি প্রশ্ন করি তাকে।

''কী করতে এসেছেন কোন্নগরে?''

মুখ থেকে অসাবধানবশত বেরিয়ে গেল, ''তোমাকে দেখতে।''

সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। তার হাসির স্নিগ্ধতায় চেয়ে রইলাম তার দিকে।

''আমাকে দেখে কী বুঝছেন?''

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, ''স্বর্গের পরি।''

''ভালোবাসেন আমাকে?''

আমি কিছু বলার আগেই সে আমার কাছে চলে এল। আমি উঠে দাঁড়াতেই সে জড়িয়ে ধরল আমায়। তার বাহু ডোরে আবদ্ধ হয়ে বুঝলাম শক্ত পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়েছি। আমার থেকে তার শারীরিক শক্তি বহুগুণ বেশি এটা উপলব্ধি করতে পারছি। মেয়েদের শরীরে কি এতটা কাঠিন্য থাকে? নাকি আমার বুঝতে ভুল হচ্ছে তাকে? সে তার ঠোঁট আমার ঠোঁটের খুব কাছে নিয়ে এল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে ভাবছি ঠিক কী করা উচিত। ইলা আমার ঠোঁটে আলতো চুমু খেল। এরপর আমার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট রেখে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। আমি তার শরীরের উষ্ণতা ও ব্যাকুলতা আন্দাজ করতে পারছি। কিন্তু আমার ভয় লাগছে এই নকল দাড়িগোঁফ আর চুল নিয়ে। কারণ সে বাঁহাত দিয়ে আমার মাথার চুল মুঠি করে ধরে রয়েছে। উত্তেজনায় যদি জোরে টান মারে তাহলে আমার প্রকৃত স্বরূপ বেরিয়ে আসতে বাধ্য। তাতে আমি ধরা পড়ে যাব নিমেষেই। তাই নিজেকে ওর বন্ধন থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। আমি তাকে নিজের থেকে সরিয়ে বললাম, ''আমি আসি এবার।''

আমার চোখের দিকে তাকাল ইলা। অন্যরকম লাগছে তাকে। অ্যানিম্যাল প্লানেটে দেখেছি একটা হরিণের টুঁটি দাঁত দিয়ে চিপে ধরার আগে যেমন হিংস্র

BanglaBook.org

ও ক্ষুধার্ত চোখ হয় একটি হায়নার, ঠিক তেমনই লাগছে তাকে। হিংস্র ও ক্ষুধার্ত। সে আমার দিকে তাকিয়ে নিজের উপরের ঠোঁট জিভ দিয়ে চাটল। সেই অদ্ভুত কালো জিভ। আমি কোনো মানুষের এরকম কুচকুচে কালো জিভ আগে কখনও দেখি। লক্ষ্য করলাম তার লিপস্টিকের দাগ লেগে রয়েছে আমার সাদা জামায়। এমনকি আমি আমার ঠোঁটে সামান্য ব্যথা অনুভব করলাম। হাত দিয়ে বুঝলাম সামান্য কেটে গেছে। এত ধারাল তার দাঁত? খুব জোরে যে চুমু খেয়েছে তা তো নয়! হালকা করে কামড়ে ধরেছিল। তাতেই রক্ত বেরিয়ে এল?

আমি ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম। ইলা একটা চেয়ারে বসে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। আসার সময় ওর মুখের দিকে চেয়েছিলাম কিছুক্ষণ। কিছু কথা কি চোখে চোখে বলতে চেয়েছে সে? আমি পড়তে চেয়েছি তার ওই কাজলকালো চোখ। কিন্তু পারিনি। তবে অনুমান করেছি। আর এই অনুমানই আমাকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। নতুন করে হিসেব কষেছি মাথার ভেতর আবার।

ইলার বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুলের কাছাকাছি আসতেই কেন জানি না হঠাৎ মনে হল তার অব্যবহৃত বাগানবাড়িটায় একবার ঢুঁ মেরে আসি। আমি খুব সাবধানে স্কুলের পিছনের ঘেরা পাঁচিল টপকে বাগানের ভিতরে লাফিয়ে পড়লাম। বড় বড় গাছ আর বুনো লতাপাতায় ভর্তি স্থান। একটা বকুল গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বহুদূর পর্যন্ত এই বাগান ছড়িয়ে রয়েছে। যতদূর চোখ যায় শুধু বিশালাকৃতি বৃক্ষ এবং মাঝেমধ্যে কিছুটা ফাঁকা মাটি। জায়গায় জায়গায় এটা লক্ষ করলাম। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল অন্ধকারে হাত পনেরো দূর থেকে কেউ একজন দৌড়ে চলে গেল। সে যে কিছু একটা করছিল কোথাও তা বোঝা যায়। আমি নিঃশব্দে পা ফেলে এগিয়ে চললাম। শ্বাস-প্রশ্বাস চেপে রেখেছি যাতে কোনো শব্দ না হয়। কিছুটা এগোতেই দেখতে পেলাম সেই বাচ্চা ছেলেটি! এই ছেলেটিই আমাকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খুন করার চেষ্টা চালিয়েছিল। পাথরের সঙ্গে সাদা কাগজে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে চিঠিটা এ-ই আমাদের দোতলায় ছুঁড়ে দিয়েছিল। আর এর ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে প্রদীপ বসুর

BanglaBook.org

বুকে গেঁথে থাকা হাড়ের উপর পাওয়া ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচ করে যাওয়ার ঘটনা ফরেনসিক দল আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই আমি সতর্ক হয়ে উঠলাম। কিন্তু একে পাকড়াও করে বা ঘায়েল করে লাভ নেই। ওকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছে সে এই মুহূর্তে? আমি সামনের দুটো মোটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে ওদিকে চেয়ে দেখলাম, শুধু সে একা নয়। তার সঙ্গে আরও দু'জন রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ফ্রক পরা একটি মেয়ে। ব্যাপারটা কিছুই মাথায় ঢুকল না আমার। আমি আরেকটু এগিয়ে গেলাম পা টিপে। এই মুহূর্তে একদম ওদের সামনে রয়েছি। দূরত্ব ওই পাঁচ হাত। বিশাল বড় বট গাছের আড়ালে টান টান হয়ে শরীরটাকে সাঁটিয়ে রেখেছি আমি। ওদের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। ছেলেটি ভারী গলায় অন্য দু'জনকে বলছে, ''এখানেই পোঁতা আছে।''

আমি উঁকি মেরে দেখলাম সে আঙুল দিয়ে একটা জায়গাকে নির্দেশ করছে। সেখানে গাছের শুকনো পাতা আর বুনো লতায় ভরে রয়েছে।

''কবে লাগবে?'' এবারে ফ্রক পরা মেয়েটি প্রশ্ন করল। তার গলাও ভারী শোনাল।

দ্বিতীয় ছেলেটি বলল, ''আজকেই খুঁড়ে বের করে নিই?''

প্রথম ছেলেটি মাথা নাড়াল, ''না।''

একটু থেমে বলল, ''সবিতেন্দ্রদা বলে দিয়েছে এটা রোববার কলকাতার বাড়িতে ফেলে আসতে হবে।''

মনে মনে নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, ''সবিতেন্দ্রদা কে?''

ওদের কথাবার্তা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। শীতল বাতাস বইছে বাগানে। গাছগুলোর মাথা মাঝেমধ্যে দুলে উঠছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় এতটাই মগ্ন যে আশেপাশে চোখ তুলেও তাকাচ্ছে না।

প্রথম ছেলেটিকে আবার কথা বলতে শোনা গেল, ''তোদেরকে জায়গাটা দেখিয়ে দিলাম। কাজটা শনিবার রাতে করতে হবে। আজ শুক্রবার। ওইদিন

BanglaBook.org

রাতেই এটাকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আসব আগেরবার যেমন ওই ধুমসো মাগিটার মুণ্ডু তার দরজায় ঝুলিয়ে এসেছিলাম।''

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। হালকা ভয়ের স্রোত যেন পিঠ বেয়ে নেমে এল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ওই জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। জঙ্গলের পিছন দিকে তারা হাঁটছে। অর্থাৎ যেদিকে ইলাদের প্রাসাদসম অট্টালিকার পিছনের অংশটা পড়ে ঠিক সেদিকেই। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তারা হেঁটে চলে গেল। আমি সেখানে গাছের আড়ালে প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। মোবাইলটা হাতে নিয়ে আবদুলদাকে ফোন লাগালাম। রিং হতেই সে রিসিভ করে প্রশ্ন করল, ''এনি আপডেট?''

আমি ফিসফিস করে বললাম, ''দুটো কোদাল আর একটা বড় প্লাস্টিক নিয়ে চলে এসো। এখনই।''

''এসব দিয়ে কী হবে?'' তিনি আশ্চর্য হয়ে উঠলেন।

''মাটি খুঁড়ে স্যাম্পেল নিয়ে যেতে হবে।''

''আছ কোথায় এখন?''

''৮৯, হারান লাহিড়ি লেন।''

''মানে ইলা মিত্রের বাড়ির কাছের সেই জঙ্গল? আগের দিন যে জায়গাটা আমরা খুঁজে বের করেছিলাম?''

''হ্যাঁ। তুমি শিগগির জিনিসপত্র জোগাড় করে নিয়ে আসো।''

''ওকে। আমি এখনই আসছি।''

***

রাত্রি একটা উনপঞ্চাশ। চাঁদের ঝকঝকে আলো রয়েছে। কিন্তু বাগানের ভিতরে যথেষ্ট অন্ধকার। আমাদের হাতে দুটো টর্চ রয়েছে। কিন্তু সেগুলো

BanglaBook.org

নিভিয়ে রেখেছি আমরা। এখানে আলো জ্বালাটা ঠিক হবে না। বন-জঙ্গলের ভেতর থেকে নানারকম পোকামাকড়ের সম্মিলিত অদ্ভুত ডাকের বিকট শব্দ ভেসে আসছে। মাঝেমধ্যে শিয়াল ডাকছে দূরে। এই বাগান যেখানে শেষ হচ্ছে ওখান থেকে জঙ্গল আরও ঘন হয়ে গেছে। ওদিকটা একটা জলাভূমিও রয়েছে।

আবদুলদা ফিসফিস করে বললেন, ''আর কোদাল চালানোর প্রয়োজন নেই।''

''কেন?'' আমি চাপা গলায় প্রশ্ন করলাম।

''কিছু একটা ঠেকছে কোদালে।''

''কিন্তু আমার তো ঠেকছে না।''

''তার মানে আমরা সঠিক জায়গা ধরে কোদাল চালাইনি।''

আমি অন্ধকারে তার মুখের দিকে তাকালাম। তিনি আবারও একইভাবে ফিসফিস করে বললেন, ''অসুবিধার কিছু নেই। আমি গর্তের ভেতর নামছি। তুমি আমায় টর্চটা দাও।''

আমি তার হাতে টর্চ দিতেই সে জড়ো হওয়া মাটির স্তূপের উপর থেকে লাফিয়ে গর্তে নামল।

''কিছু আছে?''

কোনো শব্দ পেলাম না আবদুলদার। আমি অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ।

তারপর আবারও প্রশ্ন করলাম, ''কিছু পেলে ওখানে?''

তিনি চাপা গলায় উত্তর দিলেন, ''পেয়েছি।''

মাটির তলা থেকে কফিনটা টেনে উপরে তুলতে আমরা দু'জন হিমশিম খেয়ে গেলাম। দু'জনেরই পোশাক মাটি লেগে ময়লা হয়ে গিয়েছে। পায়ের জুতোয় নরম কাদামাটি লেগে ভর্তি হয়ে রয়েছে। আবদুলদা টর্চ জ্বেলে জিনিসটাকে ভালো করে দেখলেন। তারপর শান্তকণ্ঠে বললেন, ''সলিড চেরি কাঠের মজবুত কফিন।''

BanglaBook.org

''আমাদের হাতে বেশি সময় নেই আবদুলদা। এটাকে প্লাস্টিকে মুড়ে এখনই ল্যাবে পৌঁছতে হবে।''

তিনি মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, ''সমস্ত ব্যবস্থা করা আছে। লালবাজারকেও যেমন ইনফর্ম করা আছে। সৌমেন স্যারের সঙ্গেও কথা হয়ে গেছে আমার। আপাতত এই নমুনা সংগ্রহ করার জন্য কিছুক্ষণের মধ্যেই লালবাজার ফরেনসিক টিম জিটি রোডে আসবেন। ওইটুকু পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। ওরা সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু করবেন। আশাকরি কাল রাতের মধ্যেই সমস্ত তথ্য আমাদের হাতে চলে আসবে।''

আমি আবদুলদাকে বাহবা দিয়ে বললাম, ''তুমি তো ওস্তাদ লোক আছ!'' অন্ধকারে সে হেসে উঠল।

কফিনটার মুখে জোরে দু'বার আঘাত দিতেই সেটা খুলে গেল। একটা বোটকা গন্ধ এসে আমাদের নাকে ঢুকে গেল। পচা গলা মানুষের গন্ধ। টর্চ জ্বেলে দেখলাম মড়ার খুলি সামনের দিকে ফেটে গেছে। একগাছা চুল এখনও আটকে রয়েছে সেখানে। চামড়া আর মাংস অনেক আগেই গলে গেছে। শুধু হাড়। আর হাড়ের ভেতর এই মুহূর্তে বাইরে থেকে উড়ে এসে বসছে দু-একটা সবুজ জোনাকি। মনটা ভারী হয়ে উঠল। কার লাশ? কে ইনি?

***

বাংলোর ব্যালকনিতে বসে আমরা পড়ন্ত বিকেলের সৌন্দর্য উপভোগ করছি। সূর্য দূরের ওই নিমগাছটার আড়ালে ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। সন্ধে নেমেছে ইতিমধ্যেই। দু-একটা পাখিকে উড়ে যেতে দেখা গেল গঙ্গার বুকের উপর দিয়ে। ওরা কি পথ হারিয়েছে?

পলাশদা আমাদের জন্য চা নিয়ে এলেন। তার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তাকে কেমন চিন্তিত দেখাল। দু-একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন তিনি। মনে হল যেন কিছু বলতে চায়। ভেতর ভেতর উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে।

BanglaBook.org

আবদুলদাও তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি তার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে প্রশ্ন করলাম, ''পলাশবাবু, সব কুশল তো?''

তিনি কিছুটা ইতস্তত করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ''কিছু বলবে?''

সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ''প্রদ্যুত গতকাল ফোন করেছিল মেসোমশাই।''

আমি গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, ''সে তো ভালো কথা।''

একটু চুপ থেকে তিনি বললেন, ''দীর্ঘ চারবছর পর কাল ফোন করে আমাদের খোঁজ নিলে সে।''

আবদুলদা প্রশ্ন করলেন, ''প্রদ্যুত বলতে কার কথা বলছেন?''

এই প্রশ্নের উত্তরটা আমিই দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার বলার আগেই পলাশদা বললেন, ''আজ্ঞে দাদাবাবু, আমার বড় ছেলের নাম প্রদ্যুত হালদার। তার কথা বলছি।''

''ওহ্।''

এবারে আমি বললাম, ''তা কী বলছে তোমার ছেলে?''

''বলছে, আমাদের সমস্ত দায়িত্ব নিতে চায় সে। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত।''

''যাক তাহলে চোখ খুলল এতদিনে।'' আমি হাসলাম তার দিকে তাকিয়ে। তিনি হঠাৎ আমার কাছে এসে হাতদুটো নিজের হাতে নিয়ে অশ্রুবিহ্বল হয়ে পড়লেন। ''আমি জানি মেসোমশাই, এসব আপনার জন্যই...''

''আরেহ না না, তেমন কিছু নয়।''

''না, আমি জানি। আপনি যেদিন আমার ছেলের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন, আমার মনে হয়েছিল আপনি তার সাথে কখনও হয়তো যোগাযোগ করবেন।''

BanglaBook.org

''ওসব কথা এখন থাক পলাশদা। তোমার ছেলে ফিরে এসে তোমাদের দায়িত্ব নিক, তোমরা সকলে একসাথে সুখে শান্তিতে জীবন কাটাও, এটুকুই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।''

পলাশদা জামার হাতা দিয়ে নিজের চোখ মুছলেন। ধরা গলায় বললেন, ''সন্ধের টিফিনে সিঙাড়া বানাব ভাবছি।''

''আরেহ বাহ। এ তো চমৎকার ব্যাপার।''

তাকে উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তিনি হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে চলে গেলেন।

এতক্ষণ ধরে আবদুলদা চুপ করে ছিলেন। তিনি চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ''কী কেস ব্রাদার?''

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, ''পলাশদার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। অনেক কষ্টে তাদের মানুষ করেছেন। স্ত্রী মারা গেছেন অনেক বছর আগেই। এই বৃদ্ধ বয়েসে একমাত্র তার কন্যাই তার পাশে রয়েছেন। অথচ ছেলেটিরও তো দায়িত্ব ছিল? কিন্তু সে বুড়ো বাপের ভরণ-পোষণের ভয়ে অনেককাল আগেই সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল এদের সাথে। ছেলেটি মুম্বইতে দাদরা টাটা স্টিল কোম্পানিতে সুপারভাইজিং-এর কাজ করে। কথা প্রসঙ্গে এসব একদিন পলাশদার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম। সেই মুহূর্তেই ঠিক করে রেখেছিলাম ছেলেটিকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। দাদরা স্টিল কোম্পানির ম্যানেজার আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তার নাম দীপক আগরওয়াল। একথা আমি পলাশদাকে জানাইনি। কিন্তু সেদিনই দীপককে ফোন করে বলেছিলাম ছেলেটিকে যাতে সে একটু রগড়ে দেয়। যথারীতি হাতে নোটিস ধরিয়ে দিয়েছে। হাতে-পায়ে ধরার পর দীপক এই শর্তে প্রদ্যুতকে কোম্পানিতে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সে যেন নিজের পরিবারের সমস্ত ভরণ-পোষণে বাধ্য থাকে। অন্যথায় কোনোরকম কমপ্লেন এলে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে।''

একটু থেমে আমি বললাম, ''আর তর্ছাড়া এখন তো সরকার থেকেও

BanglaBook.org

আইন করে দিয়েছে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের ভার নিতে তার সন্তানরা বাধ্য।''

আবদুলদা মন দিয়ে আমার কথা শুনলেন। তারপর আমার হাতটা ধরে বললেন, ''মানুষ হিসেবে তুমি আমার ও আমাদের মতো আরও অনেকের চেয়ে বড় ব্রাদার।''

আমি কিছুটা লজ্জিত হলাম। প্রসঙ্গ পাল্টে মুহূর্তেই তিনি বললেন, ''এসব ছাড়ো। এখন বলো আজ রাতের প্ল্যান কী?''

আমি কিছুটা ভেবে নিয়ে বললাম, ''পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ি ডি.এন.এ. টেস্টিং-এ এটা প্রমাণিত যে আমরা যে কঙ্কালটা কালকে মাটি খুঁড়ে বের করে এনেছি সেটা আসলে রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লাশ ছিল।''

আবদুলদা বললেন, ''ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের মতে, খুনটা করা হয়েছিল প্রায় আটমাস আগে। তারা যে তারিখ ও সময় অনুমান করেছেন তা হল ১৪ ই ফেব্রুয়ারি রাত্রি ১১টা ৫৫ মিনিট নাগাধ।''

''তার মানে এটা স্পষ্ট যে ওইদিন রজতেন্দ্র, অন্তরা, পর্ণা আর রণিতা এদের সকলকেই কিডন্যাপ করা হয়েছিল এবং প্রথমেই রজতেন্দ্রকে খুন করা হয়।''

''ওর মাথার খুলি সামনের দিকে ফাটা রয়েছে। অর্থাৎ কোনো লোহার রড বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে তাকে মাথাতে আঘাত করা হয়েছিল।''

''কিন্তু সব থেকে আশ্চর্য হয়েছি যে ঘটনাতে তা হল, ডাক্তাররা বলছেন জীবিতাবস্থায় রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লিঙ্গ কেটে নেওয়া হয়েছিল।''

''উফ, মর্মান্তিক।'' আবদুলদা মুখ বিকৃত করলেন।

''রেফারেন্স নমুনা জোগাড় করতে নিউ আলিপুর থানার দীপঙ্করদা আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। কিন্তু...''

কথাটা সম্পূর্ণ করলাম না আমি। আবদুলদা জিজ্ঞেস করলেন, ''কিন্তু কী?''

BanglaBook.org

''আমি এই মুহূর্তে অন্যকিছু ভাবছি।''

''কী ভাবছ?''

''ফার্স্ট রেফারেন্স স্যাম্পেল হিসেবে আমরা রজতেন্দ্রের বাবা-মায়ের ডি.এন.এ. ব্যবহার করেছিলাম রাইট?''

''হুম। তো?''

''সেকেন্ড রেফারেন্স স্যাম্পেল হিসেবে তো ভাইবোনের ডি.এন.এ. জোগাড় করা যেতেই পারে?''

তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। ''রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাই বা বোন রয়েছে এমন কোনো তথ্য তো নেই।''

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, ''না নেই। কিন্তু আমার জিভ বলছে মূল রহস্য এখানেই।''

''অর্থাৎ?''

''অর্থাৎ তোমায় একটা কাজ করতে হবে এই মুহূর্তে আর সেটাই হল মূল অপরাধীর কাছে পৌঁছবার প্রধান পথ।''

''বুঝতে পারছি না। ক্লিয়ার করে বলো।''

''বলছি।''

আমি চেয়ারে গুছিয়ে বসলাম। তারপর আবদুলদার কাছে ঝুঁকে গিয়ে বললাম, ''ধরা যাক এই মুহূর্তে আমি ভীষণ অসুস্থ। ইলা মিত্রকে ফোন করে আমি এখানে ডাকব। তিনি যখন এখানে আসবেন ঠিক তখন তুমি তাঁর বাড়িতে উপস্থিত থাকবে। বাগান বাড়ির ভেতর দিয়ে তার বাড়ির পিছনে যেতে হবে তোমায়। তারপর পাইপ বেয়ে উপরে উঠবে। ওর বাড়ি থেকে ওর যেকোনো পোশাক কিংবা চিরুনিতে আটকে থাকা চুল আমার চাই।''

আমার কথা শুনে আবদুলদা কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে।

BanglaBook.org

মৃদুকণ্ঠে বললেন, ''বুঝলাম।''

একটু চুপ থেকে আবার বললেন, ''কিন্তু সবিতেন্দ্রদা কে? এই লোকটির কানেকশানটাই বা কী এই কেসের সঙ্গে?''

''যথাসময়ে সমস্ত উত্তর পেয়ে যাব আমরা আবদুলদা। কিন্তু আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই।''

''বেশ, তুমি ভদ্রমহিলাকে ফোন করো।''

''তার আগে একটা ছোট্ট কাজ করতে হবে।''

''কী?''

''পলাশদাকে ম্যানেজ করা।''

''ওটা আমি করে নিচ্ছি। কোনো চাপ নেই।''

''ওকে।''

***

ইলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমি বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে আছি। সে বিছানার উপর বসে রয়েছে আমার মাথার কাছে। যেভাবেই হোক দু-তিন ঘণ্টা তাকে এখানে আটকে রাখতেই হবে। আমি তার দিকে মুখ ফিরে বললাম, ''সকাল থেকেই জ্বরটা ভোগাচ্ছে। এখন যদিও কিছুটা কমেছে।''

''আপনি যেমন যেমন বলেছিলেন সেভাবেই আমি আপনার জন্য ওষুধ এনেছি। আশাকরি গায়ে ব্যথা আর কাশিটাও কমে যাবে।''

আমি খক খক করে একটু কাশার চেষ্টা করলাম। অভিনয় যে ভালো হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তারপর ইলার ডানহাতের আঙুলগুলো চেপে ধরে বললাম, ''কিছুক্ষণ বসে যান। আপনি কাছে থাকলে আমি সেরে উঠব।''

সে মুখে কিছু বলল না। কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি কিছু একটা মনে মনে চিন্তা করছে সে।

BanglaBook.org

আমি আবারও ধীরস্বরে বললাম, ''আপনাকে আমি...'' কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে ইচ্ছে করেই কেশে উঠলাম। সে আমার হাতটা আলতো করে চেপে ধরল।

অসম্পূর্ণ কথাটা অনেক কষ্টে সম্পূর্ণ করেছি ঠিক এভাবে, ''আপনাকে আমি খুব পছন্দ করি।''

''আমিও আপনাকে ভালোবাসি।''

কথাটা হঠাৎ করেই বলে ফেলল সে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তার কথার মধ্যে কোনো বক্রোক্তি বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছিল না। একটা মেয়ে খুব গোপনে যেকথা নিজের মনে দীর্ঘদিন ধরে যত্নে পালন করে, সেকথা নিজের প্রেমিককে বলার সময় যেমনটি লজ্জা অনুভব করে, ঠিক তেমনই একটা ব্যাপার আমি তার চোখে-মুখে লক্ষ করলাম।

পলাশদা ইতিমধ্যেই উপরে এসে ইলাকে চা আর ছানার কচুরি দিয়ে গেছে। ইলা সেসব স্পর্শও করেনি। আমি দু-একবার তাকে বলেছি, ''কী হল মুখে তুলছেন না যে কিছু!''

সে মাথা নাড়িয়েছে। অবশেষে আমার পীড়াপীড়িতে হাতে চায়ের কাপটা তুলে নিয়েছে। সে খুব একটা কথা বলছে না আজ। বেশিরভাগটাই মৌন হয়ে বসে আছে।

আমি দেওয়াল ঘড়িটার দিকে আড়চোখে তাকালাম। রাত্রি সাড়ে ন'টা। আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখতে হবে কে জানে। আশাকরি আবদুলদার কাজ এতক্ষণে হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু বুঝতেও পারছি না। তাই আর কিছুক্ষণ তাকে বসিয়ে রাখা যেতে পারে এই উদ্দেশ্যে বললাম, ''আমার জন্য আপনার ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। আপনি চলে যান এবার।''

সে মাথা নাড়িয়ে বলল, ''আর কিছুক্ষণ বসি।''

আমিও এটাই চাইছিলাম। তবুও তাকে বললাম, ''আপনার দেরি হবে না?''

BanglaBook.org

''হোক।'' খুব সংক্ষেপে উত্তর দিল সে।

হঠাৎ করেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ''জানি না আমরা কোন পথে এগোচ্ছি!'' একটু চুপ থেকে আবারও বলল, ''জানেন তো কেউ কেউ হৃদয়ের খেলায় হেরে যায়। সম্ভবত আমার হার হতে চলেছে।''

আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম, ''জীবনে প্রত্যেকেই কখনও না কখনও নিজেকে পরিবর্তন করতে বাধ্য থাকে- স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। সেটা তাকে মেনে নিতেই হয়।''

মাথা নাড়াল সে, ''নাহ, নিজেকে দুর্বল করে ফেলছি। ভুল করছি। সব জেনেশুনেও আটকে পড়ছি জালে।''

''আমার তেমন মনে হয় না।''

আমি তার হাতটা চেপে ধরলাম, ''ইলা, নিজেকে পাল্টে ফেলো।''

সে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ''আসলে তোমার মতো করে কেউ কখনও আমাকে আপন করতে চায়নি।''

আমি সচেতনভাবে লক্ষ করলাম আমরা 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নেমে এসেছি। কারোর আবেগ নিয়ে খেলতে আগ্রহী নই যদিও, কিন্তু এই মুহূর্তে যার মুখোমুখি আমি বসে রয়েছি সেই বহুরূপীকে বুঝে ওঠা খুব কঠিন।

দেওয়াল ঘড়িতে দশটা বাজতেই আমি তাকে বাড়ি ফিরে যেতে অনুরোধ জানালাম। সে নিঃশব্দে উঠে গেল আমার সামনে থেকে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে কেন জানি না তাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে সত্যি সত্যিই সে হেরে গেছে জীবনের খেলায়।

***

রাত্রি বারোটা কুড়ি। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে ভীষণ, সঙ্গে হাওয়াও বইছে দ্রুত বেগে।

BanglaBook.org

আমি আবদুলদাকে বললাম, ''ছুরিটা কে মেরেছে তোমায়?''

তিনি বামহাতে কবজির কাছে ব্যান্ডেজটা জড়িয়ে নিয়ে বললেন, ''সম্ভবত সেই বাচ্চা ছেলেটি। অন্ধকারে কিছুই বুঝতে পারিনি। তাছাড়া তার মাথা আর মুখ কাপড় দিয়ে মোড়ানো ছিল। গায়ে হাফহাতা পাতলা শার্ট। আর হাফপ্যান্ট। ঠিক সেই প্রথমদিনের হুমকি চিঠি দিতে আসা ছেলেটির মতোই। কাজেই অনুমান করছি সে ছাড়া আর অন্য কেউ নয়।''

একটু থেমে তিনি বললেন, ''আমি চাইলে তাকে ধরাশায়ী করতে পারতাম। এমনকি মেরেও ফেলতে পারতাম। কারণ আমার সঙ্গে পিস্তল ছিল। কিন্তু আমি এসব কিছুই চাইনি। তাই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খুব জোড়ে দৌড় দিয়েছিলাম।''

''ছেলেটা কি তোমাকে অনুসরণ করেনি?''

''সেই সুযোগ দিইনি। কারণ আমি এত জোরে তাকে ধাক্কা দিয়েছিলাম যে সে ছুড়ি হাতে ছিটকে পড়েছিল সেই মুহূর্তে।''

আমি চিন্তিত মুখে বললাম, ''তার মানে আজকে রাত্রে আমাদের এখানে থাকা ঠিক হবে না।''

তিনি বললেন, ''নমুনাগুলো তো পৌঁছে দিতে হবে।''

''কী কী পাওয়া গেছে?''

আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে একটা ব্যাগ থেকে পরপর তিনটে প্যাকেট বের করে আমার সামনে রাখলেন তিনি। প্রথমে একটা ছোট সাদা প্যাকেট হাতে নিয়ে দেখলাম চিরুনি সমেত একগোছা চুল।

মনে মনে বললাম, ''ভেরি গুড।''

দ্বিতীয় প্যাকেটে মহিলাদের অন্তর্বাস। সেটা হাতে নিতেই আবদুলদা জোর গলায় কৈফিয়ৎ দেওয়ার মতো করে বললেন, ''ওটাই পেলাম।''

আমি তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইলাম। তৃতীয় প্যাকেটে রয়েছে ওষুধ আর ব্লটিং পেপার। আমি সেটা প্লাস্টিকের ওপর থেকে ভালো

BanglaBook.org

করে নেড়ে চেড়ে দেখলাম। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ''নেশা করার জিনিস! এল.এস.ডি. ব্লটিং আর ইয়াবা। দুটোই তো সাঙ্ঘাতিক!''

তিনি মাথা নেড়ে ব্যাগের ভেতর থেকে আরেকটা জিনিস বের করলেন। একটা বড় ডায়েরি। সেটা হাতে নিয়ে বললাম, ''এটা কী?''

প্যাকেট থেকে বের করে নিয়ে হাতে নিলাম। ডায়েরিটা পুরোটাই ফাঁকা। কিছুই লেখা নেই। আবদুলদা বললেন, ''উপরে চারটে হলঘর রয়েছে। একটাতে ওষুধের বড় বড় শিশি ভর্তি। একটাতে রয়েছে বিভিন্ন আসবাবপত্র। আরেকটাতে নানারকম কেমিক্যাল আর এলোপ্যাথি মেডিসিন। ওখান থেকেই এই এল.এস.ডি. আর ইয়াবা ট্যাবলেট জোগাড় করেছি। প্রায় একবস্তা ইয়াবা রয়েছে ওই ঘরে।''

''একবস্তা!'' আমি অবাক হয়ে গেলাম।

তিনি মাথা নাড়িয়ে বললেন, ''সম্ভবত গোপন কোনো মাদকচক্রের সঙ্গে যোগ রয়েছে ওই মহিলার।''

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, ''আরও গভীরে যেতে হবে।''

ডায়েরিটা হাতে নিয়ে আমি উল্টে-পাল্টে দেখতে রইলাম। কোথাও কিছুই লেখা নেই। ধবধবে সাদা রুল টানা পৃষ্ঠা। আগেকার দিনের অনেক পুরনো ডায়েরি। পাতার উপরে সাল তারিখ সবই বাংলায় লেখা আছে। ইংরেজি হিসেবের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝলাম প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার একটা ডায়েরি হাতে নিয়ে বসে রয়েছি আমি।

আবদুলদাকে বললাম, ''তুমি খুঁজে খুঁজে এমন একটা ডায়েরি নিয়ে আসলে যাতে কিছুই লেখা নেই?''

''আসলে একটা ঘরে প্রচুর কাগজপত্র, ডাক্তারি বই, আরও নানারকম ইংরেজি ম্যাগাজিন ভর্তি। সেখানেও কিছু ডায়েরি পেয়েছি। কিন্তু সেসব দু-তিন বছর আগেকার নানারকম হিসেব টিসেব লেখা রয়েছে তাতে। অনেক হাতড়ে সেগুলোকে অপ্রয়োজনীয় মনে হল। কিন্তু এইটাকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসার অনেক কারণ রয়েছে। প্রথমত এই ডায়েরিটি অনেক যত্ন করে একটা কাচের

BanglaBook.org

বুক-কেসে সাজানো ছিল। দ্বিতীয়ত একটা লাল কাপড় এই ডায়েরির উপর জড়িয়ে রাখা ছিল। ওই কাপড়ে সম্ভবত ওষুধ মেশানো রয়েছে। একটা অদ্ভুত গন্ধ পেয়েছি। তীব্র ঝাঁঝাল কিন্তু হালকা সুবাস রয়েছে তার মধ্যে। তৃতীয়ত এই ডায়েরিটার চারপাশে ফুল দেওয়া ছিল। যেমন দেবতার প্রতিকৃতিতে আমরা ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখি ঠিক তেমনটা।''

কথা শেষ করে তিনি তাকালেন আমার মুখের দিকে। আমি ডায়েরিটাকে আরেকবার ভালো করে দেখে ড্রয়ারের মধ্যে রেখে লক করে দিলাম। বাদবাকি স্যাম্পেলগুলো নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি, ''তৈরি হয়ে নাও আবদুলদা। আমাদেরকে বেরোতে হবে।''

তিনি বললেন, ''আমার জামাটা ভিজে গেছে।''

দরজার ধারে হ্যাঙারের দিকে তাকিয়ে বললাম, ''ওই শার্টটা আমি সেভাবে ব্যবহার করিনি। কোন্নগরে আসার দিন ওটা পরে এসেছিলাম। তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে ওটা এই মুহূর্তে ব্যবহার করতে পারো।''

''বেশ তো। আপত্তি কীসের!'' তিনি আমার সাদা চেক জামাটি হ্যাঙার থেকে নামিয়ে গায়ে জড়ালেন। জামার বোতামগুলো লাগাতে গিয়ে বললেন, ''আজকে রাতের মধ্যেই সমস্ত টেস্ট রিপোর্ট দরকার বর্ণদীপ।''

''হ্যাঁ, দরকার পড়লে ল্যাবে বসে থেকে কাজটা করাতে হবে।''

কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি জামার পকেটে হাত দিয়ে বললেন, ''এটা কী?''

আমি সেদিকে তাকাতেই দেখি একটুকরো কাগজ হাতে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আমিও আশ্চর্য হয়ে বললাম, ''কী ওটা?''

তিনি কাগজটা খুলে আমার কাছে সরে এলেন। দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে এরকম কিছু—

'বুঝে-শুনে উত্তর দাও-

BanglaBook.org

(১) উড়তে পাখি উনুর ঝুনুর
বসতে পাখি ধন্দা
আহার করতে যায় পাখি
হাত থাকে তার বান্ধা।

(২) তিন বীর বারো শির
বত্রিশ লোচন,
ভূমিতে পড়িয়া বীর করে মহারণ।

(৩) একই মায়ের সন্তান মোরা
আমি তাকে ভাই বলি
সে আমায় বলে না ভাই
বলুন তো কী সম্পর্ক তাই।'

পুরোটা পড়ার পর আমরা দু'জনেই অবাক হয়ে একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আবদুলদা বললেন, ''এটা কী? কোথায় থেকে এল?''

আমি চিন্তিত স্বরে উত্তর দিলাম, ''আমারও তো একই প্রশ্ন। এই কাগজের টুকরোটা কার? আমার পকেটে কোত্থেকে এল?''

তার হাত থেকে কাগজটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, ''এই শার্টটা আমি কোন্নগরে এসে ইস্তক আজ পর্যন্ত ব্যবহার করিনি।''

''তুমি যে একটু আগে বললে এটা পরেই তুমি কোন্নগরে এসেছিলে?''

''হ্যাঁ, সে তো একদম প্রথম দিনের কথা!''

''সেদিন তো ওই পাগলটা তোমার গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। মনে পড়ছে?''

মনে পড়ে গেল প্রথমদিনের সেই কাণ্ডকারখানা। প্রদীপদা যদি নিজের পরিচয়টুকু আমাকে আগেই দিতেন তাহলে হয়তো তাকে আজ আর খুন হতে হত না। আমি বললাম, ''কিন্তু এটা যে প্রদীপদাই আমার জামার পকেটে

BanglaBook.org

রেখেছেন তার নিশ্চয়তা কোথায়?''

আবদুলদা মাথা নেড়ে বললেন, ''না, নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। কিন্তু আমি একটা সম্ভাবনার কথা জানালাম মাত্র।''

একটু চুপ থেকে বললাম, ''সে যাই হোক। এই ছড়াগুলোর কোনো ইনারমিনিং আছে নিশ্চয়ই। সেই উত্তর আমাকে খুঁজে বের করতে হবে।''

কথাটা শেষ করে একটু থামলাম। তারপর তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ''এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। বৃষ্টি কিছুটা ধরেছে। চলো, আমরা বেরোই এবার।''

''ওকে, চলো।''

BanglaBook.org

(১৭)

দুপুরে খাবার টেবিলে খেতে বসে আবদুলদাকে বললাম, ''হিন্দু পৌরাণিক গল্প পড়েছ?''

সে কাতলা মাছের মুড়ো দিয়ে রান্না করা পুঁইশাকের চচ্চড়িটা ভাত দিয়ে মাখতে গিয়ে বলল, ''ভাই আমি জীবনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আর কিছু পড়িনি।''

''অ্যাঁ?'' আমি অবাক হয়ে বললাম, ''রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও পড়োনি?''

''ধুর, ওসব প্যানপ্যানানি লেখা আমার পছন্দ নয়।''

''সে কী! আর রবি ঠাকুরের গান?''

''হাতে গোনা কিছু গান মনে দাগ কেটে যায়। বাদবাকি ভদ্রলোক না লিখলেই পারতেন।''

এসব শোনার পর আমি আর কোনো কথা খুঁজে পেলাম না। বললুম, ''তোমার এসব কথা শুনলে রবীন্দ্র গবেষকেরা তোমায় রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে বোম মারতে পারেন।''

''তা মারতেই পারেন।'' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, ''তুমি পুরাণ নিয়ে কিছু একটা বলছিলে।''

আমি জলের গ্লাসটা হাতে নিয়ে বললাম, ''একটা ছোট্ট গল্প বলতে চাই। শুনবে?''

BanglaBook.org

''হ্যাঁ, অবশ্যই। না শোনার কী আছে?''

পলাশদাকে হাঁক দিয়ে আরেকটু চচ্চড়ি দিতে বললাম। আবদুলদার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ''তাহলে শুরু করি?''

তিনি মাছের মুড়োটা চুষতে চুষতে মাথা নাড়িয়ে বললেন, ''শুরু করো।''

আমি গল্প বলা শুরু করলাম—

''পুরাণ অনুযায়ী সূর্যবংশে ইল নামে এক রাজা ছিলেন। একদিন শিকারে বেরিয়ে একটা জঙ্গল খুব ভালো লেগে যাওয়ায় তিনি নিজের রাজত্ব পরিত্যাগ করে বনেই থেকে গেলেন। সেই বনে ঘুরতে ঘুরতে তিনি হঠাৎ করে এক যক্ষরাজের অনুপস্থিতিতে তার সাজানো শূন্য গহ্বর দখল করে নেন। এরপর যক্ষরাজ ফিরে এলে তিনি অন্যান্য যক্ষদের সাথে নিয়েও রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে পেরে উঠলেন না। তখন যক্ষরাজ যক্ষিণীকে বললেন, 'তুমি মায়াবী হরিণী সেজে ইলকে উমাবনে নিয়ে এসো। তাহলেই আমরা আবার গহ্বরটা নিজেদের কব্জায় আনতে পারব। ওদিকে উমাবন হল অভিশাপগ্রস্থ একটি স্থান। মহাদেবের অভিশাপে উমাবনে কোনো পুরুষ গেলে সে তখনই নারীতে পরিণত হয়। যক্ষিণী মায়ার খেলা দেখিয়ে ইলকে উমাবনে নিয়ে আসলে ইল হয়ে পড়েন সুন্দরী ইলা।''

আমার গল্প বলা শেষ হতেই দেখলাম আবদুলদা খাওয়া থামিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। চোখে তার দারুণ কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা।

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, ''গল্প এখনও শেষ হয়নি।''

তিনি মুখে কোনো কথা না বলে সমান আগ্রহে আমার দিকে খাওয়া থামিয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি আবারও বলতে শুরু করলাম—

''আবার রামায়ণ আর মহাভারতে অন্য গল্প রয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে, ইল নামের এক রাজা ছিলেন। তিনি শিব ও পার্বতীর অভিশাপে এক মাস পুরুষ রূপে এবং পরবর্তী এক মাস নারী রূপে দেহধারণ করতেন। লিঙ্গ পরিবর্তনের পর ইলা তাঁর পূর্বতন লিঙ্গের কথা বিস্মৃত হতেন। এইরকম একটা পর্যায়ে ইলা

BanglaBook.org

গ্রহদেবতা বুধকে বিবাহ করেন। বুধ ইলার পরিবর্তনশীলতার কথা জানতেন। কিন্তু তিনি পুরুষরূপী ইলাকে তা জানালেন না। ইলাও তাঁর নারী রূপের কথা বিস্মৃত হলেন। ইলা যখন স্ত্রী রূপে থাকতেন, তখনই বুধ ও ইলা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে বসবাস করতেন। রামায়ণ অনুসারে, ইলা বুধের এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। যদিও মহাভারত অনুসারে, ইলাকেই সেই পুত্রের মাতা ও পিতা বলা হয়েছে। পুত্রের জন্মের পর ইলার অভিশাপের মেয়াদ শেষ হয়। তখন ইলা পাকাপাকিভাবে পুরুষে পরিণত হন। এরপর ইলা তাঁর স্ত্রীর কাছে ফিরে যান এবং তাঁর একাধিক সন্তানের জন্ম হয়।''

গল্প শেষ করে আমি আবদুলদার মুখের দিকে তাকালাম। তার খাওয়া থেমে গেছে। তিনি হাঁ-করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। কোনো কথা সরছে না তার মুখে। আমি মৃদু হেসে বললাম, ''খেয়ে নাও।''

তিনি হাঁ-না কিছুই বললেন না। আমি একটু থেমে বললাম, ''কাল আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি আবদুলদা।'' তিনি একটা ঘোরের মধ্যে থেকে বললেন, ''কাল?''

''অবশ্যই। কারণ আজই আমরা ১৪ই-ফেব্রুয়ারির সেই উভলিঙ্গ নেক্রোফাইল সিরিয়াল কিলারকে অ্যারেস্ট করব।''

তিনি খাওয়া থামিয়ে অবাক হয়ে বসে রইলেন। আমি তাকে তাড়াতাড়ি লাঞ্চ কমপ্লিট করতে বলে উঠে পড়লাম।

***

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধান সৌমেন চক্রবর্তীকে ফোন করতেই তিনি রিসিভ করলেন, ''হ্যালো বর্ণদীপ। এনি আপডেট?''

''১৪ই ফেব্রুয়ারির কেস সলভ।''

''হোয়াট!'' তার গলার স্বরে একরাশ বিস্ময়।

''আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম আমি এই কেস তিন সপ্তাহের মধ্যে

BanglaBook.org

সলভ করব। আজকে ১৯ দিন।''

''কিন্তু...''

তাকে কিছু বলতে না দিয়ে আমি বললাম, ''আপনার কাছে একটা ছোট্ট হেল্প চাই স্যার।''

''বলুন।'' ক্ষীণকণ্ঠে শুধোলেন তিনি।

''আপনি আজ রাত্রি দশটার মধ্যে কোন্নগরে তিনজনের একটা টিম পাঠান।''

''ঠিক আছে। আমি বিশেষ তিনজন অফিসারকে পাঠাচ্ছি।''

''না স্যার। আপনি নিউ আলিপুর থানার ও.সি. দীপঙ্কর দত্ত, সাব-ইনস্পেকটর রাহুল কর্মকার ও বাকি একজন যেকোনো কনস্টেবলকে পাঠিয়ে দিন। তাহলেই হবে। কাল ভোর রাতের মধ্যেই আমরা খুনিকে লালবাজারে হাজির করব।'' একটু থেমে বললাম, ''আর একটা ব্যাপার স্যার।''

''হুম, বলুন।''

''আজ রাতের এই সিক্রেট অপারেশনের কথা আপনি এখনই অন্য আর কাউকে জানাবেন না।''

''ওকে।''

''তাছাড়া আমি এটাও চাই না রাজ্যপুলিশ আমাদের এই গোপন অভিসারের কথা জানুক।''

''ঠিক আছে। আপনি যেমন চাইবেন তেমনই হবে।''

''থ্যাঙ্কিউ স্যার। কাল দেখা হবে।''

''অপেক্ষায় রইলাম।''

ফোন কেটে দিলাম আমি।

***

BanglaBook.org

রাত্রি ১২টা ৪৬ মিনিট। আমি চাপা গলায় আবদুলদাকে বললাম, ‘‘পাইপে সাবধানে পা রাখো। শ্যাওলা জমে আছে পাইপের গায়ে। পা ফসকে গেলেই নিচে পড়ে হাত-পা ভাঙবে।’’

তিনিও আমার মতো করে চাপা গলায় উত্তর দিলেন, ‘‘ঠিক আছে।’’

আমরা ইলা মিত্রের বাড়ির পিছন দিক থেকে পাইপ বেয়ে উপরে উঠছি। আমি আগে আগে চলেছি। আমার পিছনে রয়েছেন আবদুলদা। সমস্ত অট্টালিকা নিস্তব্ধ। পাশের বিশাল বড় বাগান থেকে মাঝেমধ্যে অজানা পাখি আর শিয়াল ডেকে উঠছে। আকাশে চাঁদের আলো নেই। অমাবস্যা যে এতটা কৃষ্ণঘন হতে পারে তা আগে কখনও দেখিনি। চারিদিকে অন্ধকার। দূরের গাছপালাগুলো ভূতের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোনো বাতাস নেই। সবকিছু যেন দারুণরকম নিশ্চুপ, নিস্তেজ। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমরা নিজেদের নিঃশ্বাসকেও ধীর লয়ে পরিচালনা করছি যাতে কেউ টের না পায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উপরে দোতলায় উঠে পড়লাম। হলঘরের বিশাল বড় জানলা টপকে ঘরের ভেতরে সন্তর্পণে প্রবেশ করলাম। আবদুলদা অন্ধকারের মধ্যে ইশারায় বোঝালেন ঘরে কেউ নেই। আমি তাকে হাত উঁচিয়ে সাবধানে পা ফেলতে ইশারা করে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম। না, এই ঘরে কেউ নেই। ঘরের দরজাও খোলা। এই ঘর থেকে বেরিয়ে পরের ঘরটায় প্রবেশ করলাম। সেখানেও কেউ নেই। এভাবে প্রত্যেক হলঘর খুঁজে দেখলাম। ইলাকে পাওয়া গেল না। আবদুলদা ফিসফিস করে বললেন, ‘‘পাখি আগেই টের পেয়ে উড়ে গেছে মনে হচ্ছে।’’

আমি চাপা গলায় বললাম, ‘‘সে টের পেয়েছে অবশ্যই কিন্তু উড়ে পালায়নি।’’

‘‘তাহলে গেল কোথায়?’’

আমি হলঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের ব্যালকনিতে এলাম। এদিক ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল বাড়ির পশ্চিমে একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি রয়েছে। সেটি শেষ হচ্ছে কোথায় তা বোঝা গেল না অন্ধকারে। আমি আবদুলদাকে বললাম, ‘‘চলো তো।’’

BanglaBook.org

''কোথায়?''

''ওই লোহার সিঁড়ি যেখানে নামছে সেখানে।''

হঠাৎ করে আবদুলদা চেঁচিয়ে উঠল, ''বর্ণদীপ!''

আমি কিছু বোঝার আগেই একটা ধারাল চাপাতি আমার কান ঘেঁষে দেওয়ালে এসে লাগল। অন্ধকারের আলোছায়ায় চকচক করে উঠল অস্ত্রটি। আমি আমার সামনে দণ্ডায়মান ছেলেটির নাক বরাবর ঘুষি মারলাম। একটা শব্দ করে সে মাটিতে পড়ে যেতেই আবদুলদা পিস্তল বের করে ছেলেটির ডানপায়ে গুলি চালিয়ে দিল। ঝলসে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র। পা ভাঁজ করে সেই ছেলেটিকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখলাম। আমি টর্চের আলো জ্বালিয়ে ওদিকে ফেললাম। আবদুলদা ইতিমধ্যে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

তিনি নিচু হয়ে চাপাতিটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে বললেন, ''এটা দিয়ে তো কোরবানির গরু কাটা হয়!''

এরপর মেঝেতে পড়ে থাকা ছেলেটির মুখে টর্চ মারতেই আমরা দু'জনে অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকালাম। আবদুলদা বললেন, ''আমরা এতদিন একেই বাচ্চা ছেলে ভেবে এসেছিলাম বর্ণদীপ। এ তো আসলে একটা বামন। এ-ই সেদিন তোমাকে তীক্ষ্ণ ধারাল হাড় ছুঁড়ে হত্যা করতে চেয়েছিল। মুখটা মনে পড়ছে যেদিন প্রথম পাথর ছুঁড়ে চিঠি ফেলে গিয়েছিল আমাদের বাংলোয়?''

মাথা নাড়িয়ে বললাম, ''গুলিটা না চালাতে পারতে তুমি।''

তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, ''আমি তো ওর জান-ই নিয়ে নেব। বল শুয়োরের বাচ্চা তোদের মাস্টার মাইন্ড কোথায়? আর কে কে আছে তোদের দলে?''

ওই অবস্থাতেই বামন লোকটির কোমরে সজোরে লাথি কষালেন তিনি। পূর্ণ বয়স্ক লোকটি কুকিয়ে উঠে অস্ফুটে বলল, ''সবিতেন্দ্রদা নিচের ঘরে রয়েছে।''

BanglaBook.org

''নিচে কোন ঘরে?''

''আন্ডারগ্রাউন্ড। মাটির ভেতরের ঘর।''

আমি তার মুখের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ''কীভাবে যাব?''

''নীচের বাথরুমের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পথ আছে।'' অনেক কষ্টে বলল সে।

''কোন বাথরুম?'' আবদুলদা ধমকে উঠলেন।

''পশ্চিমের শেষ বাথরুমটা। বাইরের লোহার সিঁড়িটা দিয়ে নেমে গেলে সামনেই পড়বে।''

''ঠিক আছে। তুই ঘুমো এবার।'' ক্লোরোফর্ম স্প্রে করলাম ওর নাকে।

আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বাথরুমে ঢোকার আগেই আমাদেরকে আরও চারজন ছোট ছোট ছেলে ঘিরে ধরল। তাদের মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝলাম আসলে এরা প্রত্যেকে পূর্ণ বয়স্কের মানুষ। ছেলেগুলি বামন। তাদের প্রত্যেকের হাতেই ধারাল অস্ত্র। নানারকম ছুরি ও চাপাতি। কোনোটা হাড় কাটার ছুরি। কোনোটা বা মোটা চামড়া কাটার। রাগে গজরাতে গজরাতে তারা আমাদের দিকে এগিয়ে এল। হাত দু-তিনের দূরত্বে আসতেই আমি আর আবদুলদা একসাথে স্প্রে করলাম। করেই সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমে ঢুকে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করতেই আমরা মাটির নিচে যাওয়ার পথ আবিষ্কার করলাম। একটা সরু পথ। একটা মানুষ কোনোমতে ঢুকতে পারবে।

সরু সিঁড়ির মাধ্যমে মাটির নিচের ঘরে নামতেই প্রথমে যা দেখলাম তাতে আমাদের রক্ত জল হয়ে গেল। শরীরের চামড়া ছাড়িয়ে একটা মানুষকে জ্যান্ত ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তার পায়ে দড়ি বেঁধে। স্পষ্ট বোঝাই যাচ্ছে মানুষটি কম বয়েসি কোনো মেয়ে। দেখলাম ওর সামনেই নিচে দুই বালতি নুন রাখা হয়েছে। আর সেই নুন মেয়েটির রক্তমাখা হাড় মাংসের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে ইলা মিত্র। আমরা সিঁড়ির শেষপ্রান্তে নেমে ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। ইলা আমাদের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা দু'জনেই বাক্যহারা হয়ে ভাবছি কী করব

BanglaBook.org

এখন? ঠিক সেই মুহূর্তেই ইলার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গোক্তি ভেসে এল, ''ডিটেকটিভ বর্ণদীপ নন্দী!''

চকিতে আমাদের দিকে ফিরে আমার চোখের উপর চোখ রাখল সে। পরিহাসের সুরে বলে উঠল, ''কী ব্যাপার গোয়েন্দাবাবু, আজকে নকল কেশ আর গুম্ফ পরিধান করতে ভুলিয়া গেছেন নাকি?''

আমি ইলাকে কঠিন স্বরে বললাম, ''মেয়েটিকে ওখান থেকে নামাও তুমি।''

সে নাটুকে আর্তনাদ করে বলল, ''আহ, কী কষ্ট!''

অট্টহাসি করল সে। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ''আমি জানতাম তুমি আমায় নিয়ে যেতে আসবে। তাই লাস্ট ক্যান্ডিডেটকে একটু মজা দেখাচ্ছি।'' কথা শেষ না করেই সে বলল, ''তুমি জানতে চাও এই খানকিটার কী নাম?''

মুখে কোনো কথা না বলে আমি আর আবদুলদা দু'জনেই হাতে পিস্তল নিয়ে ওর দিকে তাক করলাম। সে হাসতে হাসতে বলল, ''আহ, গুলিটা পরে চালাবে। আগে মাগিটার নামটা তো শোনো?''

আমরা কেউ কোনো কথা বললাম না। মুখ দিয়ে শীৎকারের শব্দ তুলে সে বলল, ''রণিতা দাস। দ্য লাস্ট ক্যান্ডিডেট।''

আবারও অট্টহাসি করে উঠল সে। আমি আবদুলদাকে ইশারা করলাম চোখ দিয়ে। নিমেষেই তড়িৎবেগে দু'জনেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর উপর। সে-ও হয়তো প্রস্তুত ছিল। আবদুলদাকে এক ঘুষিতে মাটিতে শুইয়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে আমাকে কোনোরকম আক্রমণ করল না। আবদুলদা মেঝেতে পড়ে গিয়ে পেটে হাত দিয়ে মরার মতো শুয়ে রইল। আমি লক্ষ্য করলাম তার নাক থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। আমি ইলার বুকের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে বললাম, ''চুপচাপ চেয়ারে বসো।''

সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। বিদ্রূপের হাসি। শ্লিষ্টবাক্যে বলল, ''তোমার

BanglaBook.org

গায়ে হাত দেব না আমি। তুমি আমার প্রথম প্রেম।''

''শাট আপ।'' প্রচণ্ড জোরে ধমক দিলাম তাকে।

কাছেই একটা টেবিলের উপর নাইলনের একগাছি দড়ি ছিল। সেটা দিয়ে ওকে চেয়ারের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধলাম। সে কোনোরকম প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল না।

আবদুলদাকে মেঝে থেকে তুলে ঘরের কোণে বসিয়ে রাখলাম। আমি ঘরের মধ্যে থেকে আরেকটা চেয়ার টেনে এনে ইলার সামনে বসে বললাম, ''তুমি কে? কী উদ্দেশ্যে এতগুলো খুন করলে?''

সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য সুরে প্রশ্ন করল, ''কেন? তুমি জানো না?''

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর একটু থেমে সে বলল, ''তোমার শাগরেদ তো আমার ডায়েরিটা নিয়ে পালিয়ে গেছে। ওতেই সবকিছু লেখা আছে। পড়ে দেখো কখনও সময় হলে।''

আমি আবারও কঠিন গলায় তাকে বললাম, ''কে তুমি?''

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে। তারপর স্পষ্ট স্বরে জবাব দিল, ''সবিতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রজতেন্দ্রের যমজ ভাই। ওর থেকে এক ঘণ্টার ছোট।''

পিস্তলটা ওর দিকে ধরে রেখে বললাম, ''তুমি যে রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের কেউ তা আমি আগেই ডি.এন.এ. টেস্টের রিপোর্টে বুঝতে পেরেছি। প্রশ্ন সেটা নয়।''

''তাহলে?'' সে ঠোঁট ওলটাল।

''কোন কোন মাদকচক্রের সঙ্গে তোমার আঁতাত আছে সেটা বলো।''

''ওহ।'' একটু হাসল সে। তারপর বলল, ''এটা ঠিক আমার ঘরে অনেক ইয়াবা আর এল.এস.ডি. মজুত রয়েছে কিন্তু সেসব বাইরে বিক্রির জন্য নয়। ওই যে আমার অনাথ আশ্রমটা দেখেছ, তার সমস্ত ছেলেমেয়েদের এই নেশার

BanglaBook.org

ওষুধগুলো আমি দিয়ে থাকি। তাই ওই বামনগুলো আমার কথামতো কাজ করে সবসময়। আমি যদি ওদের কখনও বলি নিজের মাথাটা কেটে আমার সামনে রাখ, তাহলে সেটাও করতে পিছুপা হয় না কেউ।''

ইতিমধ্যেই আবদুলদা এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়েছেন। সে ধরা গলায় বলল, ''শুধু শুধু কথা বলে সময় নষ্ট করছ বর্ণদীপ। ওকে নিয়ে চলো। ওর পেটের সবকথা লালবাজারের গোয়েন্দারা দু'মিনিটে বের করে নেবে।''

ইলা আবদুলদাকে ধমক দিয়ে চিল্লে উঠল, ''এই শুয়োরের বাচ্চা একদম চুপ করে থাক।''

আবদুলদা আমার সামনে তার চুলের মুঠি ধরে মুখে পরপর তিনটে ঘুষি মারল। তার নাক থেকে গাঢ় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তার মুখে তখনও হাসি লেগে রয়েছে। আমি আবদুলদাকে কোনোরকম বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলাম না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্প্রে-টা হাতে নিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ''রজতেন্দ্রকে তো অনেক আগেই তুমি খুন করেছ। এরপর পর্ণা ঘোষকে কুচো কুচো করে কেটে ফেললে। তারপর ডাক্তার সব্যসাচী সরকার আর এরপর নিজের বাবা-মা'কেও মেরে ঝুলিয়ে দিলে গলায় দড়ি বেঁধে। নূপুর চক্রবর্তীকেও কিছুদিন আগে দেহ থেকে মাথা আলাদা করে দিয়েছ। আর আজ রণিতাকে খুন করলে। অন্তরা গোস্বামী কোথায়?''

আমার প্রশ্ন শুনে রক্তাক্ত মুখে আবারও নাটুকে স্বরে সে বলে উঠল, ''আহ, অন্তরা ভীষণ ভীষণ মিষ্টি একটা মেয়ে। তাই তাকে কেটে ছড়িয়ে দেওয়ার বদলে আমি তার মাংস কাঁচাই খেয়ে ফেলেছি।''

''কী!''

আমি কোনো কথা খুঁজে পেলাম না। আমাকে অবাক হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবদুলদা ক্লোরোফর্ম স্প্রে করল ইলা মিত্রের মুখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নাইলন দড়ি দিয়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটা বস্তার মধ্যে তাকে ভরে আমরা দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম।

BanglaBook.org

(১৮)

(একদিন পর)

দিদি বলল, ''না-ঘুমিয়ে চোখ মুখের অবস্থা কী করেছিস বল তো?''

আমি কফির মগটা হাতে তুলে নিলাম। কোনো উত্তর দিলাম না।

জামাইবাবু টেবিলের ডানদিকে বসে রয়েছেন অধীর আগ্রহে। আর তার পাশেই টেবিলের ওপারে আমার মুখোমুখি বসে আছেন আমাদের দীপঙ্করদা। তার প্রমোশন বাঁধা বলেই মনে হচ্ছে। প্রত্যেকেই কফিতে চুমুক দিচ্ছেন ধীরে সুস্থে। বাইরে রোদ উঠেছে দারুণ। জানলা থেকে দেখতে পাচ্ছি নিমগাছের পাতায় রোদ লেগে ঝিকমিক করছে। সকাল দশটা বাজতে চলল। গতকাল কলকাতায় ফেরার পর থেকেই বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকরা ক্যামেরা আর বুম হাতে এই ফ্ল্যাটের নিচে দৌড়াদৌড়ি করছেন। আমি এখনও নিচে একবারের জন্যেও নামিনি। এমনকি আমার কথা মতো ফ্ল্যাটের দরজা থেকে সাংবাদিকদের ফিরিয়ে দিয়েছেন আমার জামাইবাবু। অবশ্য টিভি খুলে সৌমেন চক্রবর্তীকেই বেশি দেখতে পাচ্ছি সমস্ত চ্যানেলে। আবদুলদাকে কয়েকটা চ্যানেলে দেখলাম সংক্ষেপে এই কেস নিয়ে কথা বলতে। আমাকে বারোটা টিভি চ্যানেল ও একত্রিশটা প্রিন্ট মিডিয়া থেকে ফোন করা হয়েছিল। তাদের আবেদনে সাড়া দেওয়ার আগ্রহবোধ জাগেনি একবারের জন্যেও। সমস্ত চ্যানেলকেই ইন্টার্ভিউ দেওয়ার ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত আপত্তির কথা জানিয়ে 'না' করে দিয়েছি।

দিদি বলল, ''তোর জন্যে সকালবেলা উঠে চাল কুমড়োর পায়েস বানিয়েছি। দাঁড়া সকলের জন্য নিয়ে আসি।'' কিছুক্ষণের মধ্যেই দিদি একটা বড় কাচের

BanglaBook.org

প্লেটে তিনটে বাটি সাজিয়ে নিয়ে এল। পায়েসের বাটি থেকে চামচেটা মুখে তুলে বললাম, ''তোর রান্নার সত্যিই কোনো জবাব নেই।'' বাটিটা তাড়াতাড়ি শেষ করেই ডায়েরিটার দিকে তাকালাম। আমার সামনেই টেবিলের উপর রাখা রয়েছে। আবদুলদা এটাকে ইলা মিত্রের বাড়ি থেকে চুরি করে এনে ছিলেন। এটা ইলার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সে বলেছিল এই ডায়েরিতেই তার জীবনের সমস্তটা লেখা রয়েছে। অথচ আমি আর আবদুলদা যখন প্রথম ডায়েরিটা চেক করেছিলাম তখন সমস্ত পৃষ্ঠা সাদা দেখেছি। আসলে এক অদ্ভুত অদৃশ্য কালি দিয়ে এই ডায়রিটা ইলা লিখে রেখেছে।

অনেক পুরনোদিনের ডায়েরি। প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগের তো হবেই। আয়তনে অনেকটা বড়। পৃষ্ঠার ধারগুলোতে সোনালি রঙের ধাতব পাত দেওয়া রয়েছে। গত পরশু ফিরেই এটা নিয়ে বসেছিলাম। অবশেষে এর প্রতিটা পৃষ্ঠায় আয়রন চালিয়ে এটাকে পাঠের উপযোগ্য করে তুলেছি। আমার অবশ্য পুরোটাই পড়া হয়ে গিয়েছে। দীপঙ্করদা কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চান। সেজন্যই সকাল সকাল চলে এসেছেন তিনি। জানলার মধ্যে দিয়ে দৃষ্টি ফেলে দেখলাম সাংবাদিকরা এখনও ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন নিচে। আমাদের এই ফ্ল্যাটটাকে যে টিভিতে কত হাজারবার দেখানো হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

আমি ডায়েরিটা খুললাম। দিদি আমার পাশে এসে বসেছে। বাদবাকি দু'জন পলকহীন তাকিয়ে রয়েছেন আমার মুখের দিকে। আমি ওদেরকে বললাম, ''পুরো ডায়েরিটা আমার পড়া হয়ে গেছে। তাই যাতে ইলা মিত্র সম্পর্কে তোমাদের সম্যক ধারণা তৈরি হয় সেজন্য নির্দিষ্ট কিছু অংশ আমি পড়ে শোনাচ্ছি তোমাদের।''

তারা কেউ কোনো কথা বললেন না। অর্থাৎ নীরব সম্মতি জানাচ্ছেন প্রত্যেকেই।

আমি পড়া শুরু করলাম—

''১১.০২.১৯৯৩

আজ প্রথম বুঝতে পারলাম আমার এই মেয়ে শরীর বাদেও আমার মধ্যে

BanglaBook.org

একটা অদৃশ্য পুরুষ মানুষ বেড়ে উঠতে শুরু করেছে। এতদিন মেয়ে সন্তান হিসেবে আমি বড় হয়েছি। সরকারি নথিতেও তা রেজিস্ট্রিভুক্ত রয়েছে। কিন্তু এই তেরো বছর বয়েসে প্রথম বুঝতে পারলাম আমার জননাঙ্গ পুরুষের মতো। কিন্তু তা অপরিণত।

২৩.০৪.১৯৯৪

আজ আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের প্রতিবেশী সুচেতা কাকিমা। তার সঙ্গে মা-ও গিয়েছিলেন। অথচ আমার প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। এমনকি আজকাল বাবা কিংবা মা একটুও ভালোবাসে না আমাকে, দু'জনের কেউই। সুচেতা কাকিমা অনেক করে বলার পর আজ মা আমার সঙ্গে এলেন। আর বাবা তো আমার মুখের দিকে চেয়েই দেখেন না।

০২.০৫.১৯৯৪

গত এক সপ্তাহ ধরে আমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছে। এই ক'দিনে অনেকরকম শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে আমায়। ডাক্তার দিদি বলেছেন, আমার শরীরে হরমোনের মাত্রায় তারতম্য থাকার ফলে আমি পুরুষ নাকি নারী তা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়। তাছাড়া আমার শরীরের ভেতরে নারীর প্রজনন অঙ্গগুলো রয়েছে। কিন্তু শরীরের বাইরে রয়েছে পুরুষের যৌনাঙ্গ।

০৫.০৫.১৯৯৪

আজ সারাদিন দরজা বন্ধ করে আমি কেঁদেছি। সারাদিনে মুখে একদানা ভাতও তুলিনি। আমাকে কেউ খাবার জন্য ডাকতেও আসেনি। কেঁদেছি কারণ বাবা আমাকে আজ সকালে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন। বলেছেন, 'তুই একটা হিজড়ের বাচ্চা।' এর কোনো প্রতিবাদ করেননি আমার মা।

১৪.০১.১৯৯৫

আমাকে মানসিকভাবে প্রচুর অত্যাচার করা হচ্ছে। মা আমাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছেন। বাবা আমাকে আজকাল নোংরা নোংরা গালাগাল দিয়ে কথা বলেন। এমনকি আমার যমজ দাদা রজতেন্দ্র কাল সকলের সামনে আমাকে

BanglaBook.org

খুব খারাপ কথা বলেছে। অথচ কেউ ওকে শাসন করলেন না। কেউ কিছুটি বললেন না।

২৫.০২.১৯৯৬

আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তিনমাস আগে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বেঁচে গিয়েছি। সময়ের মধ্যে সুচেতা কাকিমা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় দু-সপ্তাহ ভর্তি ছিলাম সেখানে। সুচেতা কাকিমা আর তার স্বামী আমাকে স্নেহ করেন। কাছে ডেকে আদর করেন। ওদের বাড়িতে আমার বেশিরভাগ সময় কাটে আজকাল। আমাকে আমার পরিবারের কেউ ভালোবাসে না।

১২.০৩.১৯৯৭

বাবা-মা এই কোন্নগরের বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় চলে যাচ্ছেন। তারা আর এখানে থাকবেন না। এখানে আমাদের সম্পত্তির বেশিরভাগটাই বিক্রি করে দিলেন বাবা। অবশিষ্ট যৎসামান্য জায়গাজমি রয়েছে। শুনলাম আমাকে তারা এখানেই রেখে যাবেন। সুচেতা কাকী আর তার স্বামী প্রবাল কাকুর সঙ্গে তাদের ঝগড়া হয়েছে। প্রবাল কাকু বাবাকে বলেছেন, 'তোমার ও তোমার স্ত্রীর অত্যন্ত কুৎসিত ও নোংরা মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে। নিজের সন্তানকে এভাবে একা করে দিতে চাইছ?'

বাবা কাকুকে বলেছেন, 'বেশ তো আপনি ওকে পুষুন না?'

প্রবাল কাকু উত্তরে বলেছেন, 'ও পশু নয় যে ওকে পুষব। ও আমাদের মেয়ে। ওকে আমাদের কাছেই রাখব। আমি তো নিঃসন্তান। কিন্তু আজ থেকে ও-ই আমার মেয়ে আর ও-ই আমার ছেলে। আমি ওর বাবা। যান আপনি। আপনার আর মুখও দেখতে চাই না।'

২৩.১১.১৯৯৭

বাবা, মা আর রজতেন্দ্র আমাকে কোন্নগরে একা ফেলে রেখে চলে গেছেন। আমাকে নিয়ে একবিন্দুও ভাবনা নেই তাদের কারোর। আমি এখন

BanglaBook.org

সুচেতা কাকিমা আর প্রবাল কাকুর বাড়িতে রয়েছি। তারা দু'জনে আমাকে খুব ভালোবাসেন, স্নেহ করেন। আমি তাদেরকেই 'মা' আর 'বাবা' বলে ডাকি।''

ডায়েরিটা এই পর্যন্ত পড়ে আমি থামলাম। আমার পাশে দিদি বসেছিল। সে নিজের চোখের জল লুকোতে পারল না। আমার পাশ থেকে উঠে সে ভিতরের ঘরে চলে গেল। দীপঙ্করদা আর জামাইবাবু নীরব রইলেন। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম আমি। তারপর আবারও পড়া শুরু করলাম—

''০৩.০৩.১৯৯৮

আজ আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল সুচেতা কাকিমা। ডাক্তার বলছেন, অপারেশন করতে হবে। তবেই আমি আমার প্রকৃত একটা পরিচয় তৈরি করতে পারব। কিন্তু তিনি এও বললেন, অপারেশনের পর বেশিরভাগ সময়েই কঠিন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অপারেশনের ফলে আমার স্পর্শের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এমনকি বন্ধ্যাত্বও তৈরি হতে পারে। এছাড়া ক্যান্সারের ঝুঁকি রয়েছে সব চাইতে বেশি। তাই ভালো করে চিন্তাভাবনা করে তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন আমাদেরকে।

১৪.১১.১৯৯৮

অনেক চিন্তাভাবনা করে আমরা ঠিক করেছি অপারেশন করাব না। আমি যেমন রয়েছি, তেমনই থাকব। অর্থাৎ, আমার পরিচয় আমি একজন ইন্টারসেক্স বা উভলিঙ্গ মানুষ।

০২.০২.২০০০

আমার বাবা চেষ্টা করছেন যাতে কোন্নগরের অবশিষ্ঠ সম্পত্তি তিনি বিক্রি করে দিতে পারেন। উত্তরাধিকার সূত্রে আমার প্রাপ্যটুকুও তিনি আমাকে দিতে রাজি নন।

০৩.০৬.২০০১

আজ আমার নামে আমাদের পুরনো বসতবাড়ি আর ঠাকুরদার পুরনো পরিত্যক্ত স্কুলবাড়িটা লিখে দেওয়া হয়েছে। সুচেতা কাকি আর প্রবাল কাকু

BanglaBook.org

আমার বাবা-মা'কে আইনি পথে চেপে না ধরলে এটা তারা কখনই নিজে থেকে করত না।

০২.০৫.২০০৩

আজ আমার জীবনের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক দিন। আমার পালিত বাবা-মা আজ ভোরে মারা গেছেন। মাত্র দু'দিনের অজানা জ্বরে তারা শেষ হয়ে গেলেন। কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল কিছুই আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আজ আমি প্রকৃতই মাতৃ ও পিতৃহারা হলাম। তারাই ছিলেন আমার প্রকৃত বাবা-মা।

০৭.০৫.২০০৩

আজ সকালে কলকাতায় গিয়েছিলাম। আমার বাবা-মায়ের কাছে। তাদের সাথে থাকার কথা তুলতেই রজতেন্দ্র আমাকে নোংরা গালাগাল দিতে শুরু করল। আমি বাবা-মায়ের পা জড়িয়ে ধরে অনুরোধ করলাম যাতে ওদের সাথে থাকতে পারি, কিন্তু বাবা আমার গায়ে হাত তুললেন। আর মা বলল, 'তুই গলায় দড়ি দিয়ে মর।'

০৮.০২.২০০৪

আমার মধ্যে একটা তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা জন্ম নিয়েছে। ওই তিনজনকে আমি কিছুতেই সহজে বাঁচতে দেব না। ওরা তিনজনে মিলে আমার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে।

১৯.০৬.২০০৫

কলকাতায় ওদের সকলের সঙ্গে আমি নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। সুযোগ খুঁজছি আমি। শুধু একটা সুযোগ। ওদেরকে বুঝতে দিলে হবে না, আসলে আমি ওদের সকলকে খুন করতে চাই।

২৩.০৯.২০০৯

রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় একজন নামজাদা কবি হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওর ভিতরে যে কত কুৎসিত পোকা রয়েছে তা আমি জানি। ওর মন কুসংস্কারযুক্ত।

BanglaBook.org

যতই বিখ্যাত হয়ে উঠুক না কেন আমি তো চিনি ওকে। আমার চাইতে কে বেশি চিনবে ওদের তিনজনকে?

০৫.০৮.২০১১

নিজেকে আজকাল আর চিনতে পারি না। আমার মধ্যে যে মিষ্টি মেয়েটা ছিল সে ধ্বংস হয়ে গেছে। আজকাল যেকোনো মেয়ের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করি। যেকোনো মেয়ের বুকের দিকে তাকালেই আমার অপরিণত যৌনাঙ্গ শক্ত ও ব্যথা হয়ে ওঠে। নিজেকে সামলাতে পারি না। অথচ আমার রূপের প্রতি সমস্ত বয়েসের পুরুষ পাগল। তারা স্বাভাবিকভাবেই আমাকে একজন রূপসী মহিলা বলে মনে করে।

০২.০১.২০১২

কেন জানি না আমি পুরোপুরি পাল্টে যাচ্ছি দিন দিন। নিজেকে কোনোভাবেই বুঝতে পারছি না।

০৩.০৩.২০১২

সবসুদ্ধ ষোলোজনকে আশ্রয় দিয়েছি। এরা প্রত্যেকেই অনাথ। এদের একটা বিশেষত্ব হল ওরা সকলেই বামন। সহজে কেউ বুঝতেই পারবে না যে ওদের প্রত্যেকের বয়েস তিরিশের উপর। ওরা সকলেই আমাকে খুব ভালোবাসে। আমিও ওদেরকে নিজের পরিবার মনে করি।

০২.০৮.২০১২

ডাক্তারি পড়া শেষ করলাম। এখন আমার নামের পাশে 'B.H.M.S.,(C.U.), M.D., F.I.I.A.H.' লেখা যেতে পারে। কিন্তু এসব আমি কাউকে জানাব না। সবকিছু গোপন রাখতে চাই। এমনকি নিজের পদবীটা যে আমি 'মুখার্জী' থেকে 'মিত্র' করে নিয়েছি তা কেউ টের পায়নি।

১২.১০.২০১৩

কাল ওদিকের বাগদি পাড়ার এক বউ মারা গিয়েছিল। তাকে আমি

BanglaBook.org

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চালাচ্ছিলাম। তার হৃদপিণ্ড অসম্ভবরকমের বড় ও দুর্বল। আমি জানতাম যেকোনো সময় তার মৃত্যু ঘটতে পারে। হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যাওয়ার পর আমার ঘরে এনে ছ'ঘণ্টা রেখে দিয়েছিলাম। তখনও কেউ জানত না যে মহিলাটি মৃত। আমি সেই মৃতার সঙ্গে সঙ্গম করেছি। আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। এক স্বর্গীয় আরাম অনুভব করতে পেরেছি আমি। এরকম মৃত মহিলা আরও চাই আমার।

১১.০২.২০১৪

অদ্ভুত ব্যাপার। রজতেন্দ্র আমার এখানে এসেছিল। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল সে মানসিকভাবে অসুস্থ। কেন জানি না সে নিজের অতীতের আচরণ ও কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। আমার কাছে এসে ক্ষমা চেয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কি আমি ওকে ছেড়ে দেব? কখনওই নয়। আমার জীবনটা নষ্ট করে দেওয়ার বদলা আমি নেবই। এবং সেটা ওদের প্রত্যেকের থেকেই।

১৫.০৫.২০১৬

আমার পরিবারের এক সদস্যা চারদিন হল মারা গেছে। কিন্তু খবরটি ওদের কাউকে জানাইনি। আমি ওষুধ মাখিয়ে মৃতদেহটি সংরক্ষণ করে রেখেছি। দিব্যি টাটকা মনে হচ্ছে লাশটাকে। মৃতার নাম বাবলি। সে আমার বামন পরিবারটির একজন। তাকে এই মুহূর্তে আমার বিছানাতেই শুইয়ে রেখেছি। প্রতিরাতে আমি তার সাথে মিলিত হই। যৌন ক্রিয়া সম্পাদন করি তার সাথে। মৃতার আত্মার সাথে সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করি। আমি খুব আনন্দ পাই এসব করে। খুব আরাম পাই।

০৫.০২.২০১৭

আমি খুব হিংস্র হয়ে উঠেছি। কেন জানি না আজকাল মানুষের মাংস খেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে হয় কোনো জ্যান্ত মানুষকে কামড়ে খেয়ে ফেলতে।

১২.০৫.২০১৭

ওদেরকে দিয়ে নানারকম কাজ করানো শুরু করেছি। এই বেঁটে বেঁটে

BanglaBook.org

মানুষগুলো আমার জন্য রাত্রিবেলা করাতি পাড়া থেকে সদ্য কবর দেওয়া মেয়েদের লাশ কবর খুঁড়ে বের করে আনে।

১৪.০৮.২০১৭

ওদের প্রত্যেককেই নেশায় বুঁদ করে দিয়েছি। এল.এস.ডি. দিই ওদেরকে রোজ। ওরা এখন আমার দাস। ওদেরকে বশে এনে ফেলেছি। ওরা কেউই আমার বিরুদ্ধে যেতে পারবে না কখনও।

০১.০১.২০১৮

আজ দিবাকরকে (আমার বামন পরিবারের একজন) ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে দিয়েছিলাম। তারপর শরীরের সংবেদ হারিয়ে ফেলার পর ওর বুকের কাছের মাংসটা কামড়ে খেয়ে ফেলেছি। এই প্রথমবার মানুষ খুন করলাম। একটা অভাবনীয় আনন্দ উপভোগ করছি। মানুষ খুন করতে এত মজা লাগে কখনওই জানতাম না।

১৩.০২.২০১৯

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। এই অপেক্ষাতেই এতদিন বেঁচে রয়েছি। পাখি জালে আটকে পড়েছে।''

পড়া থামিয়ে আমি ডায়েরির পাতা থেকে মুখ তুলে তাকালাম। দীপঙ্করদা আর জামাইবাবু মনোযোগ দিয়ে ডায়েরিটা শুনছিলেন। আমি পড়া থামাতেই ওরা দু'জনে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ''এক মিনিট।'' কিছুক্ষণের জন্য ঘরের ভিতর গিয়ে আবারও ফিরে এলাম। আমার হাতে সেই ছড়ার কাগজ রয়েছে যেটা আবদুলদা আমার জামার পকেট থেকে আবিষ্কার করেছিলেন।

কিছু বুঝতে না পেরে ওরা দু'জনেই কিছুটা অতি আগ্রহে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। আমি কাগজের টুকরোটা টেবিলে রেখে বললাম, ''দ্যাখো তো এই হাতের লেখার সঙ্গে ডায়েরির হাতের লেখার মিল পাওয়া যাচ্ছে কিনা?''

BanglaBook.org

প্রথমে দীপঙ্করদা দুটো জিনিস চোখের সামনে রেখে ভালো করে পরীক্ষা করলেন।

এরপর জামাইবাবু দশমিনিট ধরে ডায়েরির প্রায় সমস্ত পাতার সঙ্গে রেখে কাগজের টুকরোটা মেলালেন। দু'জনেই একবাক্যে স্বীকার করলেন যে দুটি হাতের লেখাই একজনের। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, ''তার মানে ইলা মিত্র নিজে এই কাগজের টুকরোটা আমার পকেটে দিয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত উনি আমাকে হিন্টস দিতে চেয়েছিলেন।''

একটু থেমে বললাম, ''এটা কি এক ধরণের আত্মপ্রবঞ্চনা নয়?''

জামাইবাবু মাথা নাড়িয়ে বললেন, ''এটা ওভার কনফিডেন্স। উনি ভেবেছিলেন তুমি ওকে কোনোভাবেই ধরতে পারবে না। তাই তোমার সঙ্গে একটু খেলতে চেয়েছিল।''

''আপনি লক্ষ করেছেন উনি যেদিন লিখছেন 'পাখি জালে আটকে পড়েছে।' সেদিনের তারিখ ১৩ই ফেব্রুয়ারি। আর এই যে ধাঁধাটি এখানে রয়েছে... দাঁড়াও আমি পড়ছি—

উড়তে পাখি উনুর ঝুনুর
বসতে পাখি ধন্দা
আহার করতে যায় পাখি
হাত থাকে তার বান্ধা।

বলতে পারবেন এর উত্তর কী হতে পারে?'' একটু ভেবে নিয়ে দু'জনেই মাথা নাড়ালেন।

আমি বললাম, ''জাল।'' বাকিটা ওদেরকে ব্যাখ্যা করে বোঝালাম, ''আসলে ইলা মিত্র রজতেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল তলে তলে। একসময় সে তার ভালো বন্ধু হয়ে উঠল। ইলা সুযোগ খুঁজছিল। আর ১৪ই ফেব্রুয়ারিতে ওই মেয়েগুলোর সঙ্গে রজতেন্দ্রের দেখা করার খবরটা রজতেন্দ্র নিজেই হয়তো ইলাকে জানিয়েছিল। সেই মুহূর্তেই হয়তো ইলা তীব্র শরীরী উন্মাদনায় মেয়েগুলোকে

BanglaBook.org

মেরে ফেলে তাদের দেহ ভোগ করার কথা কল্পনা করে নিয়েছিল আগে থাকতেই। কারণ সে একজন নেক্রোফাইল হোমিসাইড। ফলে রজতেন্দ্রকে ভুল বুঝিয়ে কোনোরকমভাবে ওদের পূর্ব নির্ধারিত দেখা করার স্থানটি বাতিল করে দিয়েছিল। পরিবর্তে কোন্নগরের এই বাড়িতেই প্রত্যেককে বন্দি করেছিল সে এবং এটা রজতের মাধ্যমেই করেছিল।''

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, ''এই দেখুন। এখানে দু'দিন পর কী লিখেছে সে?''

আবার ডায়েরিটা পড়া শুরু করলাম—

''১৫.০২.২০১৯

রজতেন্দ্র মুখার্জী শেষ। আমার যমজ দাদার আত্মার শান্তি কামনা করি। আজ খুব আনন্দ হচ্ছে। ভীষণ ভীষণ খুশি আমি। এবারে পাশার ঘুঁটি সাজাতে হবে।''

আমি একটু থেমে গিয়ে আবারও দীপঙ্করদা আর জামাইবাবুকে প্রশ্ন করলাম, ''বলুন তো এই ধাঁধাটার উত্তর কী হবে?

তিন বীর বারো শির
বত্রিশ লোচন,
ভূমিতে পড়িয়া বীর করে মহারণ।''

দু'জনেই মাথা নাড়ালেন। অর্থাৎ তারা এর উত্তর জানেন না। আমি বললাম, ''ওই যে ডায়েরিতে লেখাই রয়েছে। পাশার ঘুঁটি।''

দীপঙ্করদা বললেন, ''আর শেষের ধাঁধাটি?'' বলে নিজেই বিড়বিড় করে উঠলেন—

''একই মায়ের সন্তান মোরা
আমি তাকে ভাই বলি
সে আমায় বলে না ভাই
বলুন তো কী সম্পর্ক তাই।''

BanglaBook.org

আমি বললাম, ''এখানে উনি নিজেকে রজতেন্দ্রের বোন বলে পরিচয় দিতে চেয়েছেন।''

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম আমরা প্রত্যেকে। তারপর ডায়েরির বাকি পাতাগুলো পড়া শুরু করলাম—

''০৩.০৪.২০১৯

শিল নোড়া দিয়ে রজতের মাথার খুলি আমি গুঁড়ো করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তার বাল্যপ্রেমিকা অন্তরাকে এত সহজে মারব না। ওকে খুব মিষ্টি লাগে আমার। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে একটা জ্যান্ত মানুষকে কামড়ে খাব। মানুষের মাংস খুব পছন্দ আমার। তাই অন্তরাকে আজ লোহার চেন দিয়ে মাটির নিচের ঘরে বেঁধে রেখেছি। রাত্রে ওকে খাওয়া শুরু করব। প্রথমে ওর বুক খাব, তারপর কোমর, তারপর গলা...

০৬.০৯.২০১৯

আমার পিছনে ফেউ লেগেছে। কলকাতার পুলিশকে সাহায্য করতে এসেছেন বোম্বের বর্ণদীপ নন্দী। শুনছি ইনি একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা। তা ভালোই, এসেছে যখন তাকেও খাব। কাঁচাই।

০৭.১০.২০১৯

পর্ণাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই। গোয়েন্দাদের চোখ অন্য দিকে ফেরাতে হবে। তাদের মাথা জটিল করে তুলতে হবে। এই যে এতদিন ধরে পর্ণাকে নিয়ম করে চাবুক মেরে এসেছি তাতে বোধয় ওর চামড়া মোটা হয়ে গেছে। কোনো অনুভূতি নেই। দিনরাত চোখ বুজে পড়ে থাকে। ওকে আজ মেরে ফেলব ঠিক করেছি।

১৪.১০.২০১৯

এক ঢিলে দুই পাখি। সব্যসাচী সরকারকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। কারণ রজতেন্দ্রের কাছ থেকে সে আমার কথা শুনেছিল। একথা আমাকে রজত বলেছিল অনেক আগেই। তাই ওই বুড়ো লোককে আর

BanglaBook.org

কিছুতেই বাঁচতে দেওয়া যায় না। গোয়েন্দাদের থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। এই তথ্য ওদের হাতে এসে পড়লেই মুশকিল। আর কলকাতায় এসেই যখন পড়েছি তখন বাবা-মা'কেও এবারে মেরে ফেলা উচিত। অনেকদিন তো হল। আর কতদিন বাঁচবে?''

আমি পড়া থামালাম। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ''আর পড়তে ইচ্ছে করছে না। লালবাজারকে এটা হ্যান্ডওভার করে দেব আজকেই। কোর্টে পাকা প্রমাণ হিসেবে এটাই যথেষ্ট।''

একটু থেমে বললাম, ''গোয়েন্দা প্রধানকে বলে রেখেছিলাম আমার যাওয়ার কথা। আপনারা কি আমার সঙ্গে আসছেন?''

''অবশ্যই।'' দীপঙ্করদা উচ্চস্বরে বলে উঠলেন।

জামাইবাবু বললেন, ''চলো, ঘুরেই আসি তাহলে।''

আমি ওদেরকে বললাম, ''তাহলে পাঁচমিনিট অপেক্ষা করুন। তৈরি হয়ে নিই।''

টেবিল ছেড়ে উঠতে যাব এমন সময় জামাইবাবু বললেন, ''কিন্তু ৮৯, হারান লাহিড়ি লেন আমার কাছে ক্লিয়ার হল না।''

চেয়ার না ছেড়ে বসে পড়লাম। বললাম, ''আসলে হারানচন্দ্র লাহিড়ি ছিলেন ইলা মিত্রের প্রপিতামহ।''

''কীভাবে?'' তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

''ইলা নিজেকে মুখার্জী থেকে মিত্র করে নিয়েছিল অনেক আগেই।''

''সে তো জানিই। ডায়েরিতে তেমনই লিখেছে মেয়েটি। কিন্তু আমার প্রশ্ন লাহিড়ি থেকে মুখার্জী কীভাবে হল?''

''বাঙালি ব্রাহ্মণদের দুটি প্রধান শ্রেণি। রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র। খোঁজ-খবর নিয়ে যতটুকু জেনেছি হারানচন্দ্র লাহিড়ি বাংলাদেশের রংপুর থেকে এসে কোন্নগরে উঠেছিলেন। ওই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষই ছিলেন বাংলাদেশ

BanglaBook.org

থেকে আগত। আর তারা প্রত্যেকেই ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। তারা হঠাৎ করেই নিজেদের পদবী পাল্টে নিলেন। তারা নিজেদেরকে রাঢ়ী শ্রেণির ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতে শুরু করলেন। ফলে 'লাহিড়ি' হয়ে গেল 'মুখোপাধ্যায়'। এই নতুন উপাধি গ্রহণের নির্দিষ্ট সামাজিক কোনো কারণ থাকতে পারে।''

আমি কথা বলা থামালাম। জামাইবাবু টেবিলে কয়েকবার আঙুল ঠুকে বললেন, ''ওকে। বুঝলাম। চলো বেরোই এবার।''

''পাঁচমিনিট বসুন।''

আমি টেবিল থেকে ডায়েরিটা তুলে নিয়ে ভিতরে চলে গেলাম। একটা নীল জিনস আর ব্ল্যাক শার্ট পরে তৈরি হয়ে নিলাম। ব্যাক ব্রাশ করলাম চুলটা। নতুন মোটা কালো ফ্রেমের চশমাটা চোখে দিয়ে ডায়েরির শেষ পাতাটা যত্ন করে কেটে নিলাম। এমনভাবে সেটা করলাম যেন কেউ কখনও বুঝতে না পারে। পাতাটা আমি আয়রন করিনি। ফলে কাগজটা সাদাই রয়েছে। সেখানে কোনো লেখা ফুটে ওঠেনি। কিন্তু কী লেখা থাকতে পারে তা আমি আন্দাজ করতে পারি। ডায়েরির ওই পৃষ্ঠাটা নিজের ড্রয়ারে রেখে লক করে দিলাম।

***

লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের গোয়েন্দাপ্রধান আমাকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চেয়ার থেকে উঠে আহ্লাদিত হয়ে বললেন, ''আসুন। আপনার অপেক্ষায় ছিলাম।'' জামাইবাবু আর দীপঙ্করদাকেও তিনি আপ্যায়িত করলেন। আমরা তিনজনে তার মুখোমুখি বসলাম।

তিনি বললেন, ''আপনার কাজে আমি খুবই সন্তুষ্ট।''

একটু থেমে বললেন, ''তিনজনের একটা নতুন টিম তৈরি করা হয়েছে। চৌধুরী আবদুল রহমান, প্রভাস মণ্ডল আর গোয়েন্দা বিভাগের রাহুল মৈত্র রয়েছেন। কোর্টে তোলার যাবতীয় কাজ ওনারাই করবেন। ওরা প্রত্যেকেই একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।''

BanglaBook.org

আমি কোনো কথা না বলে প্লাস্টিকে মোড়া ডায়েরিটা সৌমেনবাবুর হাতে দিয়ে বললাম, ''কোর্টে ইলা মিত্রকে খুনি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র অকাট্য প্রমাণ। এটা আমি আপনার হাতে তুলে দিলাম। আপনি দায়িত্বে থাকা অফিসারদের দিয়ে দেবেন।''

তিনি অবাক হয়ে ডায়েরিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমাদের মধ্যে নানারকম কথাবার্তা চলতে লাগল। মূলত ১৪ই ফেব্রুয়ারির কেসটা যে আমি এভাবে তিন সপ্তাহের মধ্যে সলভ করে দেব তা সৌমেনবাবু এখনও যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না, একথাই তিনি বারবার করে বলতে লাগলেন। আর আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। তাদের কথাবার্তায় আমি বিশেষ মাথা ঘামালাম না। আমি ওদেরকে অবাক করে দিয়ে বললাম, ''ইলা মিত্রের সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই।''

আমার গলার স্বরে কোনো অনুরোধ ছিল না। কিংবা পারমিশন নেওয়ার সুর ছিল না। বরং একটা আদেশ ছিল।

সৌমেনবাবু বললেন, ''এইচ নাইনটিনে রাখা হয়েছে তাকে।''

''আপনারা কথা বলুন। আমি একবার দেখা করে আসি।''

গোয়ন্দাপ্রধান আমাকে কোনো আপত্তি জানালেন না। বেল টিপে একজন আধিকারিককে ডাকলেন। তাকে পাঠালেন আমাকে ঘর চিনিয়ে দিয়ে আসার জন্য।

রুমটা খুব ছোট। বাইরে থেকে লক করা ছিল। ঘরের ভিতর একটা ছোট্ট ঘুলঘুলি রয়েছে। তার মধ্যে দিয়ে যেটুকু আলো এসে পড়েছে তাতে নিজেকেও স্পষ্ট দেখা যায় না। আমি অফিসারটিকে বললাম, ''আলোটা জ্বালিয়ে দিন।''

তিনি সুইচ অন করে আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বললাম। তিনি বাইরে চলে গেলেন। ইলার মুখের দিকে তাকালাম। চোখের তলায় কালশিটে দাগ পড়ে গেছে। ঠোঁটের নিচে রক্তের দাগ রয়েছে। তার শাড়িতেও সামান্য রক্ত লেগে আছে। বুঝতে পারলাম শারীরিক অত্যাচার

BanglaBook.org

করা হচ্ছে। সে চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ে আছে। হুঁশ রয়েছে কিনা জানি না। চেয়ারের হাতলে তার দু'হাত বাঁধা রয়েছে লোহার চেন দিয়ে। আর দুটো পা চেয়ারের পায়ার সঙ্গে শিকল বাঁধা অবস্থায় তালা দেওয়া রয়েছে। ওর দিকে কিছুটা এগিয়ে গেলাম আমি। সামান্য কষ্ট হল। ওকে মৃদুস্বরে ডাকলাম, ''ইলা?''

আমার ডাকে চোখ না খোলায় আবারও ডাকলাম, ''ইলা?''

সে খুব ধীরে চোখের পাতা নাড়ল। এরপর কিছুটা সময় নিয়ে তাকাল আমার চোখের দিকে। খুব শান্ত দেখাচ্ছে তাকে। তার দু'চোখে গভীর প্রশান্তি। একটা নীরব আকুতি রয়েছে। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে। তার কাছে ঝুঁকে এসে বললাম, ''তোমার জন্য দুটো উপহার এনেছি।''

সে খুব ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞাসা করল, ''কী উপহার?''

''এই দ্যাখো।''

আমি একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে এ বছরের একটা নতুন ডায়েরি আর একটা বই বের করলাম। বইটার নাম 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'। ওর হাতে দিয়ে বললাম, ''আত্মার পরিশুদ্ধি হোক তোমার।''

সে দুটো জিনিস হাত বাঁধা অবস্থায় ছোঁয়ার চেষ্টা করল। আমি ওকে বললাম, ''আবদুলদাকে এদুটো জিনিস দিয়ে যাচ্ছি। জেলে যাওয়ার সময় তোমাকে দিয়ে দেবেন উনি। বইটা অবশ্যই পড়ো। আর এই যে নতুন ডায়েরিটা দিলাম, এখানে নতুন একটা জীবনের কথা লিখো।''

দেখলাম ওর চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। আমি হাত দিয়ে মুছিয়ে দিলাম। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, ''সেরে ওঠো শিগগির।''

ঘর থেকে বেরিয়ে আমি আর অফিসার সৌমেন স্যারের কেবিনে গেলাম। সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন প্রভাস মণ্ডল ও রাহুল মৈত্র। দু'জনেই আমাকে অনেক শুভেচ্ছা জানালেন। ওদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, ''এই কাজের প্রধান অংশ হতে পেরে আমি নিজেও খুব গর্বিত।''

BanglaBook.org

আমরা সকলে চেয়ারে বসে কফির কাপটা হাতে তুলে নিলাম। ইতিমধ্যেই সৌমেনবাবু এইসব ব্যবস্থা করেছেন। কফির সঙ্গে সিঙাড়াও রয়েছে।

তিনি আমার মুখের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন, ''একটা রিকোয়েস্ট আছে বর্ণদীপ।''

আমি সামান্য হেসে বললাম, ''হ্যাঁ, বলুন।''

তিনি ইতস্তত করে বললেন, ''আমাকে বেশকিছু টিভি চ্যানেল বিরক্ত করে পাগল করে দিচ্ছে। তারা সকলেই চায় আপনার একটা ইন্টার্ভিউ নিতে। আপনি যদি এ ব্যাপারে একটা সদর্থক ভূমিকা নিতেন তাহলে আমি রেহাই পেতাম।''

কফিটা শেষ করে বললাম, ''কোনো চ্যানেলের স্টুডিয়োতে গিয়ে বসার তাগিদটা ভিতর থেকে অনুভব করছি না এই মুহূর্তে। আর যে কাজ আমি ভিতর থেকে অনুভব করি না তা কখনওই করতে রাজি নই।''

গোয়েন্দাপ্রধান দমলেন না। ''বেশ তো। একটু সময় নাও।''

''আমি কাল ফিরে যাচ্ছি।''

''কালই?''

''হুম।''

আমরা একে অপরের মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলাম।

BanglaBook.org

(১৯)

আবদুলদা এয়ারপোর্টে ছাড়তে এসেছেন আমায়। তার সঙ্গে রয়েছেন নীলা কর্মকার। তার স্কুলবেলার বান্ধবী। আবদুলদা আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন। তার চোখ ছলছল করে উঠল। তিনি ভেজা গলায় বললেন, ''তুমি আমার জীবনটাকেই পাল্টে দিলে বর্ণদীপ।''

আমি কোনো প্রত্যুত্তর না করে মৃদু হাসলাম। তিনি তেমনিই ভিজে গলায় বললেন, ''তুমি আমার রক্তের সম্পর্ক নও, কিন্তু তার থেকেও বড়।''

একটু থেমে বললেন, ''তোমাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব ভেবে পাচ্ছি না।''

ফর্সা রঙের রোগা-পাতলা মেয়েটি এবার এগিয়ে এল আমার কাছে। নীলা কর্মকার বললেন, ''ভাই, তোমার কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ রইলাম।''

একটু থেমে আবারও বললেন, ''তুমি সেদিন ফোন করে আমাকে না বোঝালে হয়তো আমার বিয়েটা অন্য কারোর সাথে হয়ে যেত ঠিকই, কিন্তু সারাজীবন অশান্তিতে ভুগতাম। মনে সুখ-শান্তি পেতাম না কখনও।''

আবদুলদা বললেন, ''কখনও আমাকে বুঝতে দাওনি যে নীলাকে তুমি সবটাই বলে দিয়েছ। আর সে-ও বিয়েটা ক্যান্সেল করে দিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। যেদিন কোন্নগর থেকে আমরা ফিরলাম সেদিনই নীলা আমার সঙ্গে দেখা করে সব বলেছে।''

আমি ওদের একজোড়া হাত নিজের হাতে নিয়ে এক করে দিলাম। বললাম,

BanglaBook.org

''নাও, এবার থেকে নো কান্নাকাটি, নো মনখারাপ। আর আমার নীলাদি যেন সবসময় ভালো থাকে। এবং তুমিও খুব ভালো থেকো সবসময়।''

''তোমার সঙ্গে কাটানো সময়টুকু আমার জীবনের অন্যতম সেরা মুহূর্ত।''

কাছে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন কলকাতা গোয়েন্দা বিভাগের হোমিসাইডের দুঁদে অফিসার চৌধুরী আবদুল রহমান।

আমি আমার ব্যাগ থেকে ইলার উপহারের প্যাকেটটা তার হাতে দিয়ে বললাম, ''আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে।''

তিনি অবাক হয়ে বললেন, ''হ্যাঁ, বলো।''

''এই প্যাকেটটা তুমি ইলাকে দিয়ে দিও।''

তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, ''ওতে একটা বই আর একটা ডায়েরি আছে।''

তিনি মাথা নাড়িয়ে বললেন, ''অবশ্যই পৌঁছে দেব তার কাছে।''

একটু ইতস্তত করে বললাম, ''আবদুলদা...''

''কিছু বলতে চাও?''

''হুঁ।''

''বলো!''

''ইলাকে যেন শারীরিকভাবে নিগ্রহ না করা হয়, তুমি একটু দেখো।''

তিনি আমার হাতটা ধরে বললেন, ''কথা দিলাম, ওকে কোনো টর্চার করা হবে না।''

''বেশ।''

আমি মৃদু হেসে এগিয়ে গেলাম। একটু দূরেই আমার জামাইবাবু, দিদি, দীপঙ্করদা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এছাড়া সৌমেনবাবু কিছুক্ষণের জন্য এসেছিলেন। পাঁচমিনিট দাঁড়িয়েই বেরিয়ে গেছেন।

BanglaBook.org

জামাইবাবু বললেন, ‘‘কয়েকদিন থেকে যেতে পারতে?’’

‘‘আবার আসিব ফিরে।’’

সকলের মুখে হাসি। আমি হাত মেলালাম সকলের সঙ্গে। ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। আমি এয়ারপোর্টের ভিতরে প্রবেশ করলাম। ঠিক এমন সময় আমার ফোনটা বেজে উঠল।

‘‘হ্যালো, কে বলছেন?’’

‘‘মুখ্যমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারি বলছি।’’

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম আমি। ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, ‘‘হ্যাঁ, বলুন।’’

‘‘আপনার সঙ্গে ম্যাম কথা বলতে চান।’’

আমি চুপ করে ফোনটা ধরে রইলাম। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর গলা শোনা গেল, ‘‘কনগ্র্যাচুলেশন। খুব খুশি হয়েছি তোমার কাজে। অনেকের মুখেই তোমার কথা শুনেছি।’’

আমি বিনীতভাবে বললাম, ‘‘আমি যা করেছি ওটা তো আমার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। আপনি এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমায় ফোন করেছেন এটা আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া ম্যাম।’’

‘‘তোমার সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতের ইচ্ছে রইল।’’

আমি কোনো কথা খুঁজে পেলাম না। চুপ করে রইলাম। ফোনের ওপার থেকে উনি বললেন, ‘‘ভালো থেকো।’’

‘‘আপনিও খুব ভালো থাকুন ম্যাম।’’

ফোন কেটে দিলেন উনি। কিছুক্ষণের জন্য হলেও অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

***

BanglaBook.org

প্লেনের চাকা গড়াতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে স্পিড বাড়ছে। আমি জানলার কাছে বসে রয়েছি। পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করলাম। ইলার ডায়েরি থেকে এই শেষের পৃষ্ঠাটা ছিঁড়ে নিয়েছিলাম। গতকাল রাতেই এটা আয়রন করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছি। কী লেখা রয়েছে আগে পড়িনি। এখন সেই ভাঁজকরা কাগজের টুকরোটা খুলে নিজের চোখের কাছে ধরলাম। সেখানে মুক্তোর মতো অক্ষরে একটা স্বীকারোক্তি লেখা রয়েছে। কোনো তারিখ বা সময় উল্লেখ করা নেই। লেখা রয়েছে—

''জীবনে প্রথমবার মনে হচ্ছে এতদিন ধরে যা কিছু করেছি তা অন্যায় ও কঠিন শাস্তিযোগ্য। মাঝেমধ্যে মনে হচ্ছে বর্ণদীপের কাছে গিয়ে ওর পা দুটো জড়িয়ে ধরি। ওকে বলি সে যেন আমাকে যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে দেয়। আমি আর পারছি না নিজের সঙ্গে এই খেলা খেলতে। আমি এখন ভীষণ ক্লান্ত। আমি হেরে গেছি। মানুষের ভালোবাসার কাছে আমি হেরে গেছি। আমি গভীরভাবে অনুতপ্ত। আমার কৃতকর্মের কঠিন শাস্তি যেন আমি পাই। বর্ণদীপের চোখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে অসহায় মনে হয়। মনে হয় আমার সমস্ত ভুল সে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল। নিজেকে ক্রমশই ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করছে আমার। ধরা যদি দিতেই হয় ওর কাছেই দেব। হে ঈশ্বর আমাকে শক্তি দাও যেন নিজেকে সংশোধন করতে পারি।''

প্লেন স্তব্ধ আকাশটার সাদা মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। প্লেনের ডানায় সূর্যের রোদ লেগে চিকচিক করছে। আমি কাচের জানলা দিয়ে বাইরের ঘোলাটে মেঘের মধ্যে চেয়ে রইলাম। আনমনে বিড়বিড় করে বললাম, ''হে ঈশ্বর, ইলাকে শক্তি দিও। সে যেন নিজেকে পুরোপুরি পাল্টে ফেলতে পারে।''

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org